بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্লিকাত অধ্যায়

দশম খন্ড

[রিয়া ও গুরুর সম্পর্কীয় আলোচনা]

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আক্বাঈদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম। ফিক্বাহ্ দুই ভাগে বিভক্ত-ইবাদাত (আল্লাহ্র হক) মুয়ামালাত (সৃষ্ট জীবের হক)। তাছাওউফ দুই ভাগে বিভক্ত-মুহ্লিকাত (আত্মার ধ্বংসকারী কু-রিপু), মুন্জিয়াত (আত্মার পরিত্রাণকারী সৎ গুণ)।

আত্মার ধ্বংসকারী কু-রিপু বা মুহ্লিকাত মৌলিকভাবে দশ ভাগে বিভক্ত। উহার একটি রিপুর নাম রিয়া। দিলের ভিতরে যত বিমার আছে তন্মধ্যে এই রিয়াও একটি কঠিন বিমার। ইহার ছববে আবেদের ইবাদাত কবুল হয় না। রিয়ার বিস্তারিত মাছয়ালা অত্র কিতাবে লিখা হইল, এই কিতাবের নাম তাছাওউফ শিক্ষা দশম খন্ড রাখা হইল।

গ্রন্থাকার

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

দশম খন্ড

রিয়ার বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ– রিয়া কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– কোন নেকের কাজ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে না করিয়া লোককে দেখাইবার বা শুনাইবার উদ্দেশ্যে করাকে রিয়া বলে।

প্রশ্ন ঃ– রিয়া কি রকম গুণাহ্ ?

উত্তর ঃ– একছিরে হিদায়াত কিতাবের (পুরাতন ছাপা) ৩৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের ভিতরে রিয়া করা কবিরাহ্ গুনাহ এবং শিরকের নিকটবর্তী।

আবেদ যখন ইবাদত করে তখন তাহার অন্তরে চাহে যে, তাহার এই ইবাদাত লোকের কাছে প্রকাশ হউক এবং লোকে তাহাকে নেককার বলে ধারণা করুক। যখন ইবাদাত দ্বারা লোকের নিকট নেককার হওয়ার নিয়্যত করে, তখন উক্ত ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত থাকে না; উহা মানুষের পূঁজা হইয়া যায়। আর যদি আবেদের মকছূদ থাকে যে, আল্লাহ্রও ইবাদাত হউক এবং মানুষের কাছেও নেককার লোক বলে মশহুর হউক তখন উক্ত রিয়া শির্ক গুণাহে পতিত হয়।

❑ আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন মজীদে সূরায় কাহাফের শেষ আয়াতে বলিয়াছেন -

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولايشرك بعبادة ربه احدا –

অর্থাৎ ঃ- যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সাক্ষাৎ করার ধারণা রাখে, সে যেন বিশুদ্ধ অন্তরে নেক কাজ করিতে থাকে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদতের ভিতরে কাহাকেও শরীক না করে।

বায়হাকী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে - হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের মধ্যে গুপ্ত শেরেক ও গুপ্ত কাজের আশঙ্কা করি। তৎশ্রবণে হযরত মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, হযরত! আপনার উম্মত আপনার পরে কি শির্ক করিবে ? তিনি বলিলেন অবশ্য করিবে, কিন্তু তাহারা চন্দ্র, সূর্য, প্রস্ত্র ও প্রতিমা (আল্লাহ্র শক্তি বিশেষে সাদৃশ্য কল্পনায় মোশরেকদের মনগড়া বানানো দেবমূর্তি) পূঁজা করিবে না বরং তাহারা লোকদিগকে দেখাইবার জন্য সৎকাজ করিবে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন - যেই সময় আল্লাহ তা'য়ালা কেয়ামতে বিচারের জন্য লোকদিগকে একত্রিত করিবেন, সেই সময় একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যেই ব্যক্তি ইবাদতে অন্যকে শরীক করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যেন আল্লাহ তা'য়ালা ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে উহার ফল লাভের চেষ্টা করে।

ইবনে মাজা' শরীফের একটি হাদীছে আছে - ছাহাবাগণ দাজ্জালের সমালোচনা করিতেছিলেন-তৎশ্রবণে হযরত (ছঃ) বলিলেন, আমার নিকট তোমাদের পক্ষে দাজ্জাল অপেক্ষা বেশী ভয়ের কারণ কি, তাহা কি তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব ? তাহারা বলিলেন, অবশ্য জ্ঞাপন করুণ, তিনি বললেন উহা গুপ্ত শির্ক, যথা- কেহ লোকের সাক্ষাতে নামাজ পড়িতে গিয়া উহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ বা অধিক ধীরে ধীরে পড়িয়া থাকে।

ছহীহ মুসলিম শরীফে আছে- প্রথমেই কিয়ামতের দিবসে লোকদের মধ্যে একজন শহীদের বিচার করা হইবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে আনয়ন পূর্বক তাহার দানরাশীর কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন, সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া লইবে তৎপর আল্লাহ্ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমুদয়ের কিরূপ ব্যবহার করিয়া ছিলে ? তদুত্তরে, সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমার পথে ধর্ম-যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিবেন তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলিবে, এই জন্য জিহাদ করিয়াছিলে, লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৎপরে এইরূপ একজন লোককে আণয়ন করা হইবে, যে ধর্ম বিদ্যা অভ্যাস (সুষ্ঠভাবে শিক্ষা করার জন্য বার বার চেষ্টা করা) করিয়াছিল, অন্যকে উহা শিক্ষা

প্রদান করিয়াছিল এবং কুরআন পাঠ করিয়াছিল। তৎপরে আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয়দান রাশির কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সে ব্যক্তি উহা স্বীকার করিয়া লইবে, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিবেন, তুমি তৎসমস্তের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে ? সে ব্যক্তি বলিবে আমি ধর্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম অন্যকে উহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। তুমি এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলিবে। লোকে তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলিয়াছিল। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৎপরে এমন একজন লোককে আনয়ন করা হইবে যাহার অবস্থা আল্লাহ্ তা'য়ালা উন্নত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সমস্ত প্রকার সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহাকে স্বীয় দান রাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সে ব্যক্তি উহা স্বীকার করিয়া লইবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিবেন, তুমি এতদসমূহের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে ? সে ব্যক্তি বলিবে, যে কোন স্থলে, (যে সমস্ত জায়গায়) অর্থ দান করা তোমার অভিপ্রায় (ইচ্ছা) ছিল, আমি তৎসমুদয় স্থলে (জায়গায়) উহা দান করিয়াছি। আমি উহার কোন প্রকার ক্রুটি করি নাই। আল্লাহ তা'য়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে এই উদ্দেশ্যে তুমি দান করিয়াছ। লোকে তোমাকে দাতা বলিয়াছে, তখন আলাহ্ তা'য়ালার আদেশে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

২। প্রশ্ন ঃ- রিয়া কত প্রকার ?

উত্তর ঃ- হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলিয়াছেন, রিয়া কয়েক প্রকার। যথা-

প্রথম ঃ– যদি কেহ প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে উহা অবিশ্বাস করে, ইহারা মোনাফেক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা সর্বাপেক্ষা কঠিন রিয়া। এইরূপ রিয়াকার পূর্বকালে বিস্তর ছিল। বর্তমানে এই শ্রেণীর মোনাফেক অতি বিরল (অতি কম)।

– ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ – [প্রকাশক]

প্রকাশ থাকে যে, ইহা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর সময়ের অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বের অবস্া। কারণ বর্তমান সময়ে উপরোক্ত শ্রেণীর মোনাফেকদের সংখ্যা পুনঃ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিয়াছে।

বর্তমানকালে একদল লোক অন্তরে বেহেশ্ত, দোজখ ও পরকাল অবিশ্বাস করে কিংবা শরীয়ত অমান্যকারী ফকিরদের তুল্যমত ধারণাকরতঃ শরীয়তের বহু হারামকে হালাল ধারণা করে অথবা ধর্মদ্রোহীতামূলক বেদআত মতালম্বন করে, কিন্তু প্রকাশ্যে তৎসমূহের বিপরীত মত প্রচার করে এইরূপ মোনাফেক লোকেরা চিরকাল দোজখে থাকিবে। ইহারা প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা অধিকতর কদর্য।

দ্বিতীয় ঃ– যদি কোন ব্যক্তি লোকের দুর্নামের ভয়ে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও জুমআ' ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু যে স্থানে লোকের দুর্নামের ভয় না হয়, সে স্থানে উক্ত কাজগুলি করে না। ইহারাও রিয়াকার। কিন্তু ইহাদের মূল ঈমান আছে, ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিত উপাস্য নাই। তাই যদি তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিত অন্যের উপাসনা (ইবাদাত) অথবা সেজদা করিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাহারা উহা করে না। অথচ তাহারা আলস্যবশতঃ ইবাদাত ত্যাগ করিয়া থাকে, কিংবা লোকের সামনে (সম্মুখে) ইবাদাত করিতে আনন্দ অনুভব করে। ইহারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পদমর্যাদা লাভ অপেক্ষা মানুষের নিকট পদ-মর্যাদা লাভ শ্রেয়ঃ (উত্তম) মনে করে, আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তির ভয় অপেক্ষা মানুষের দুর্নামের অধিকতর ভয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুফল প্রাপ্তির আকাঙ্খা করিয়া থাকে, ইহা নিতান্ত মূঢ়তা (চরম বুদ্ধিহীনতা ও আহম্মকী মুলক কাজ), এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের (রাগ ও শাস্তির) উপযুক্ত।

তৃতীয় ঃ– যদি কোন ব্যক্তি ঈমান ও ফরজ কার্যে রিয়া করে না কিন্তু যে নফল ও ছুন্নত ত্যাগ করিলে গুণাহ হয় না, এরূপ কার্য লোকের সাক্ষাতে করিয়া থাকে এবং নির্জন অবস্থায় উহা করে না। যেহেতু, উক্ত কার্যগুলির সুফল লাভ অপেক্ষা আলস্যকে সমধিক পছন্দ করে, তৎপরে লোকের সুখ্যাতির আকাঙ্খা উক্ত কার্য করিতে তাহাকে

উত্তেজিত করে। এই ব্যক্তি দুর্নামের ভয় ও সুখ্যাতির আশায় উক্ত কার্যগুলি করিয়া থাকে; **আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, উক্ত ব্যক্তি নির্জনে থাকিলে ফরজ ব্যতিত ছুন্নাত, নফল সম্পন্ন করিত না, ইহাও মহাদোষ। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার রিয়া অপেক্ষা লঘুতর (হালকা বা সামান্যতর)।**

চতুর্থ ঃ– এরূপ কার্যে রিয়া করা যাহা ত্যাগ করিলে ইবাদতের ক্ষতি হইয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তি অতি তাড়াহুড়ার সহিত রুকু, সেজদা করিয়া থাকে। কিন্তু যখন সে ব্যক্তি লোকের সাক্ষাতে নামাজ পড়ে তখন অতি ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে রুকু ছিজদা করে, ইতস্তঃ দৃষ্টিপাত ত্যাগ করে ও উভয় ছেজদার মধ্যে বৈঠক নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করে। **হযরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন-** যে ব্যক্তি এরূপ কার্য করে, সে যেন আপন মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলাকে অবহেলা করিল।

পঞ্চম ঃ– এরূপ কার্যে রিয়া করা যাহা ত্যাগ করিলে ইবাদতের ক্ষতি হয় না। এবং উহা করিলে ইবাদতের পূর্ণতা সাধিত হয়। যেরূপ কেহ রুকু ও ছেজদাতে নিয়মের অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করে। নিয়ম ছাড়া অধিক দন্ডায়মান থাকে স্বভাবের বিপরীত অধিক লম্বা সূরা পাঠ করে। রোজা রাখিয়া অধিক সময় নির্জনবাস ও মৌনতা অবলম্বন করে, কিন্তু নির্জনে এই সমস্ করে না।

ষষ্ঠ ঃ– এরূপ অতিরিক্ত কার্যে রিয়া করা হয়, যাহা নফলের অন্তর্ভূক্ত কার্য নহে। **যথা-** এক ব্যক্তি সমস্ লোকের অগ্রে জামাতের নামাজে উপস্থিত হয়। প্রথম সারিতে দন্ডায়মান হয় এবং ইমামের ডাহিন দিকে দন্ডায়মান হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন যে, যদি সে ব্যক্তি নির্জনে থাকিত, তবে এই সমস্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিত না। এই সমস্ প্রকার রিয়া নিষিদ্ধ।

বিঃ দ্রঃ- রিয়ার নিয়ত না করিয়া যদি ছহীহ নিয়তে উপরোক্ত রুকু, সেজদা ধীর স্থীর ভাবে সমাধা করে তবে কোন দোষ হইবে না। রিয়ার নিয়তে করিলে অবশ্যই দোষ হইবে। [প্রকাশক]

- ঃ রিয়ার প্রকাশ ভংগীর বর্ণনা ঃ -

৩। প্রশ্ন ঃ– রিয়া কত প্রকারে প্রকাশ হয় ?

উত্তর ঃ- হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখিয়াছেন-রিয়া পাঁচ প্রকারে প্রকাশ হয়।

প্রথম ঃ– শরীর দ্বারা, যেমন কেহ কেহ শরীর জীর্ণ পীতবর্ণ (হলদে রং) করিয়া দেখায়-উদ্দেশ্য লোকে যেন বুঝিতে পারে যে, সে ব্যক্তি অল্প ভক্ষণে ও রাত্রি জাগরণ করিতে অভ্যস্ হইয়াছে এবং ইবাদাত কার্যে অতিরিক্ত সাধ্য সাধনা ও পরকালের অতিশয় চিন্া করিয়া থাকে।

কোন লোক মস্কের কেশ রুক্ষ করতঃ লোকের এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করে যে, এই ব্যক্তি ধর্ম কাজে ব্যস্ থাকার জন্য কেশ পরিচ্ছন্ন পরিতে অবকাশ পায়না। কেহ কেহ অস্পষ্ট স্বরে কথা বলিয়া এবং ওষ্ঠ শুষ্ক দেখাইয়া রোজার ভান করে।

দ্বিতীয় ঃ– লেবাছ দ্বারা, যেমন কোন লোক মোটা বস্ত্র, পশমী কাপড় বহু তালী দেওয়া বস্ত্র, গৈরিক বসন (গিরি মাটির রং বিশিষ্ট, বৈরাগী ও সন্যাসীদের পরিধেয় বিশেষ কাপড়) ও অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করতঃ নিজে অধিক দরবেশ ও পীর হওয়ার ভান করিয়া থাকে এবং তদ্বারা বাদশাহ, আমীর ও ধনাঢ্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ও পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধি করার কামনা করে।

কেহ কেহ জায়নামাজ, লুঙ্গী, পাগড়ী কাঁধে ঝুলাইয়া চলাফিরা করে, কেহ কেহ পাগড়ীর উপর রুমাল পরিধান করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে পরহেজগার ধারণা করিবে। **কতক মূর্খ দরবেশরা, আলেম লোকেরা খাছ লেবাছ পরিধান করিয়া থাকে**- উদ্দেশ্য এই যে, লোকে তাহাকে আলেম ধারণা করিতে থাকিবে।

[প্রকাশ থাকে যে, ছহীহ নিয়তে উক্ত কাজসমূহ শরীয়তের বিধান মতে করিলে কোন দোষ হইবে না, তবে রিয়ার নিয়তে করিলে অবশ্যই মহা দোষ হইবে। নিয়তের পার্থক্যের কারণে বিধানের পার্থক্য হইয়া থাকে।] [প্রকাশক]

তৃতীয় ঃ– কালাম দ্বারা, যেমন- কোন লোক ওয়াজ নছীহত বা হেকমত বর্ণনা পূর্বক এবং প্রাচীন সৎলোকদের চরিত্রাবলী প্রকাশ করতঃ নিজে মহাবিদ্বান ও মহাদরবেশ হওয়ার ভান করিয়া থাকে। কেহ জন-সমাজে ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করিয়া আপনাকে জিকিরকারী স্ব-প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়। কেহ জনতার মধ্যে লোককে

সৎ কার্য করিতে হুকুম করিয়া অসৎ কার্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ও লোকের অসৎ কার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া মহাধার্মিক হওয়ার ভান করে।

কোন কোন লোক নরম স্বরে কুরআন পাঠ করিয়া ও মৃদু স্বরে কথা বলিয়া নিজেকে খোদা ভীরু হওয়ার ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। কেহ কোন বিশিষ্ট দরবেশ বা বিদ্বানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সভায় সভায় প্রকাশ করিয়া বলে যে, আমি অমুক দরবেশের সঙ্গলাভ করিয়াছি, উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করিবে।

- ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ - [প্রকাশক]

[উপরোক্ত নরম স্বরে কুরআন পাঠ গং নেক কার্যসমূহ রিয়ার নিয়তে করিলে অবশ্যই দোষী হইবে। কিন্তু ছহীহ নিয়তে ইখলাছের সহিত কার্যগুলি করিলে তাহাকে দোষী অপরাধী ধারণা করা অন্যায় হইবে। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন একান্ত জরুরী। [প্রকাশক]

চতুর্থ ঃ– আমল দ্বারা, যেমন কোন লোক নামাজ পড়িতে গিয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়ান থাকিয়া, রুকু ছেজদাতে অপেক্ষাকৃত দেরী করিয়া এবং সমাজকে দেখাইয়া দান খয়রাত করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, লোকে তাহাকে আবেদ বলিয়া ধারণা করিবে। কেহবা পর্ণ কুটিরে (গাছের পাতায় ছাওয়া কুঁড়ে ঘর) অরণ্যে চিল্লাখানাতে, কিংবা পর্বতের শৃঙ্গদেশে বহুকাল অবস্থান করে, **উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে দেশের লোকের মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হউক**। কেহবা কোন স্থানে গমনকালে বা কোন স্থান হইতে প্রত্যাগমনকালে বহু মুরীদ উপস্থিত করিয়া আপনাকে বড় পীর হওয়ার জন্য ভান করে। কেহবা উচ্চস্বরে জিকির করিয়া দেশের লোকের মধ্যে আপনার ত্বরীকতপন্থী হওয়ার ভান করে।

পঞ্চম ঃ– বন্ধুবর্গের দ্বারা, যেমন কোন লোক বড় বড় আলেম ছাহেবদিগকে বাড়ীতে আনয়ন করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, লোকের ধারণা হইবে যে, এই সমস্ত মহামান্য লোক দোয়া নেওয়ার জন্য আসিয়াছিল। কেহবা বহু বহু বোজর্গ স্থান জেয়ারত করিয়া থাকে। বহু পীর দরবেশের সঙ্গলাভ করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, লোকের নিকট বোজর্গী প্রকাশ পাইবে। এই শ্রেণীর লোকেরা সভা-সমিতিতে প্রকাশ করিয়া থাকে, আমি অমুক অমুক বোজর্গস্থান জিয়ারত করিয়াছি।

প্রকাশ থাকে যে, বহু পীর দরবেশদের সংগ লাভ ইত্যাদি ইত্যাদি ইখলাসের সহিত ছহীহ্ নিয়্যতে করিলে মহা উত্তম ও মহা কল্যাণ কিন্তু রিয়ার উদ্দেশ্য নিয়া করিলে তাহা দোষ হইবে। [প্রকাশক]

রিয়ার কারণে এবাদাত বাতিল হয় কি না ?
ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ?

৪। প্রশ্ন ঃ- রিয়ার ছববে (কারণে) ইবাদত বাতিল হইয়া যায় কি না ?

উত্তর ঃ- রিয়ার কল্পনা তিন অবস্থায় হইয়া থাকে। যথা-

প্রথম ঃ– ইবাদতের পূর্বে যদি রিয়ার কল্পনা হয়, তবে ইবাদত বাতিল হইয়া যাইবে। কেননা নিয়তের ভিতরে ইখলাছ শর্ত। আর যদি রিয়া আসল ইবাদতে না হয়, তবে বাতিল হইবে না। **যেমন-** একব্যক্তি সমাজের সামনে প্রথম ওয়াক্তে দীর্ঘ সময় নিয়া নামাজ পাঠ করিয়াছে, যদি সমাজ না দেখিত, তবে প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পাঠ করিত না।

কিন্তু নামাজ পাঠ করিত, ইহাতে নামাজ বাতিল হইবে না। কিন্তু প্রথম ওয়াক্তে দীর্ঘ সময় নিয়া নামাজ পড়ার ছওয়াব বাতিল হইবে।

দ্বিতীয় ঃ– নামাজ ইখলাসের সহিত আদায় করিয়াছে। তৎপরে রিয়া করা হইয়াছে। ইহাতে নামাজ বাতিল হইবে না। কিন্তু উক্ত রিয়ার জন্য শাস্গ্রিস্ হইবে।

তৃতীয় ঃ– যে রিয়া ইবাদতের ভিতরে হইয়া থাকে, তাহাতে যদি আসল ইবাদতের নিয়ত মগলূব (পরাজিত) হয়। তবে ইবাদত বাতিল হইয়া যাইবে। **যেমন**- এক ব্যক্তি নামাজ পাঠ করিতেছে, এমতাবস্থায় তাহার সামনে এক তামাসা উপস্থিত হইয়াছে। যদি ঐ সময় লোক না থাকিত, তাহা হইলে নামাজ ছাড়িয়া তামাসা দেখিয়া লইত। লোক থাকার কারণে নামাজ সমাপ্ত করিয়াছে। আর যদি তাহার ইবাদাতের নিয়্যত মগলূব না হয় অর্থাৎ লোক থাকিলেও নামাজ সমাপ্ত করিত। কিন্তু, রুকু, ছিজদাহ্ তত উত্তমরূপে করিত না, ইহাতে নামাজ বাতিল হইবে না। কিন্তু রিয়ার কারণে গুনাহ্গার হইবে।

- ঃ রিয়া হারাম হওয়ার কারণ ঃ -

৫। প্রশ্ন ঃ- ইবাদতের ভিতরে রিয়া হারাম হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর ঃ- ইবাদতের ভিতরে রিয়া হারাম হওয়ার ছবব বা কারণ দুইটি । যথা-

প্রথম ছবব ঃ- ইহাতে (ফেরেব) ধোকা দেওয়া হয়, লোকদেরকে দেখায় যে, সে আল্লাহ্‌র জন্য ইবাদত করিতেছে আসলে তাহা নয়।

দ্বিতীয় ছবব ঃ- এই যে, রোজা-নামাজ ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদত ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিৎ। অথচ সে মাখ্‌লুকাতের সন্তুষ্টির কল্পনা করিতেছে।

- ঃ রিয়া উৎপত্তির কারণসমূহ ঃ -

৬। প্রশ্ন ঃ- রিয়া পয়দা হওয়াব ছবব (কারণ) কয়টি ?

উত্তর ঃ- রিয়া পয়দা হওয়ার ছবব (কারণ) তিনটি ঃ

প্রথম ছবব ঃ- সমাজের ছানাছিফাত প্রাপ্তির আকাঙ্খা।

দ্বিতীয় ছবব ঃ- সমাজের দুর্নামের ভয়।

তৃতীয় ছবব ঃ- সমাজের কাছে স্বার্থ প্রাপ্তির আশা।

- ঃ রিয়ার আলামতের বর্ণনা ঃ -

৭। প্রশ্ন ঃ- রিয়ার আলামত (লক্ষণ) কি ?

উত্তর ঃ– রিয়া বহু প্রকার আছে, তন্মধ্যে কতক প্রকাশ্যে আর কতক গোপনে, এমনকি কতক এরূপ গোপনে যে, পিপিলিকার পায়ের আওয়াজের চেয়েও গোপন।

প্রকাশ্য রিয়া হইল- যে কোন সৎ কাজ খালেছ আল্লাহর ওয়াস্তে না করিয়া, সমাজের সন্তুষ্টির জন্য বা সমাজের দুর্নামের ভয়ে করা হইলে উহাই প্রকাশ্য রিয়া। **যেমন-** এক ব্যক্তি বাড়ী থাকাকালীন নামাজ পড়ে না, কিন্তু সমাজে গিয়া পড়ে। পিতা–মাতার নামে জেয়াফত খাওয়ানের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সমাজের দূর্নামের ভয়ে

খাওয়াইয়াছে। হাজার মানুষের জেয়াফত খাওয়ানের ইচ্ছা ছিল না। আত্মীয় স্বজনের সন্তুষ্টির জন্য দেড় হাজার লোককে জেয়াফত খাওয়ান হইয়াছে।

কতক পীর ছাহেবানরা বলিয়া থাকে যে, তাহার বহু মুরীদ আছে, তিনি মুরীদের পরওয়া করেন না, এদেশের সরদার, আমিন, ধনী যাহা আছে প্রায় সবই মুরীদ হইয়াছে, মন্ত্রী মন্ডলীরা দোয়া নিতে আসে, আলেম সমাজ নেহায়েত তা'জিম করে, সকলেই তাহার বেলায়েত স্বীকার করিয়াছে **ইত্যাদি, ইহা প্রকাশ্য রিয়া।**

কতক পীরেরা দ্বীনি ইলমের মাছয়ালা নিয়া বাহাছ করে না, তাহারা বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ওয়ালা লোকেরা মাছ্আলা নিয়া বাহাছ করে না। **ইহাও প্রকাশ্য রিয়া।**

কতক পীরেরা বা বক্তারা সভায় দাঁড়াইয়া কাঁদা আরম্ভ করে। মোনাজাতে হাত উঠাইয়া দুই তিন ঘন্টাকাল থাকে, মুরীদানরা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, কতক বেহুঁশ হইয়া যায়। কতক মুরীদ জজবার চোটে হাই-পাই করিয়া গড়াগড়ি করিতে থাকে, **ইহাও প্রকাশ্য** রিয়া। **যথা- হযরত আবু ওমামা ছাহাবা (রাঃ) দেখিলেন** একজন লোক মস্জিদে ছিজদায় পতিত হইয়া কাঁদিতেছে, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি ঘরে বসিয়া রোদন করিতে, তবে তুমি খাঁটি দরবেশ হইতে পারিতে।

কতক ওয়ায়েজ আছে, তাহারা এরূপ কাহিনী সংগ্রহ করিয়া রাখেন, যাহা শ্রবণ করিলে শ্রোতাদের জজবা উঠে বা রোদন আসে। উদ্দেশ্য এই যে, লোকের ধারণা হইবে তাহার ওয়াজে তাছির হয়, **ইহাও প্রকাশ্য রিয়া।**

গোপন রিয়া হইল- সব সময়ই ইবাদাত করে, লোক সমাজে অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্টির ভাব আসে। যথা- সব সময় সে তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করে, কিন্তু লোক সমাজে পড়িতে অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্টির ভাব আসে। ইহা অপেক্ষা গোপন রিয়া হইল। **যেমন-** নির্জন এবং লোক সমাজে তাহাজ্জদ নামাজ পাঠ করিতে একই রকম হালাত থাকে। অর্থাৎ লোক সমাজে অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্টির ভাব আসে না। কিন্তু তিনি যে তাহাজ্জুদ পাঠ করা লোক, তাহা সমাজে প্রকাশ হওয়ায় অন্তরে খুশী আসে।

রিয়ার এ'লাজ

৮। প্রশ্ন ঃ- রিয়া দূরীভূত করার জন্য কি এ'লাজ আছে ?

উত্তর ঃ- রিয়া দূরীভূত করার জন্য দুই প্রকার এ'লাজ আছে ঃ-প্রথম ইল্‌মী এ'লাজ অর্থাৎ আবেদের ধারণা করিতে হইবে, রিয়া তিন ছববে পয়দা হইয়া থাকে ।

প্রথম-লোকের নিকট ছানাছিফাত প্রাপ্তির আশায়। এক্ষণে রিয়ার ছববে যখন ইবাদত বন্দেগী গায়ের মকবুল হইয়া যাইবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তখন লোকের ছানাছিফাতে লাভ কি ? আবার সকলের নিকটও প্রশংসার পাত্র হওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয় ঃ– দুর্নামের ভয়। এই দুর্নামের ভয়ে যে সমস্ত সৎকাজ করা হইবে উহা অজ্ঞ সমাজের কাছে পছন্দনীয় হইলেও শিক্ষিত জ্ঞানী সমাজের কাছে পছন্দনীয় নহে, আবার আল্লাহ্‌র কাছেতো একেবারে গায়ের মকবুল। এক্ষণে শুধু অজ্ঞ সামজের কাছে দুর্নাম দূরাভূত করিয়া লাভ কি ?

তৃতীয় ঃ– লোকের কাছে কিছু পাওয়ার আশায় রিয়া করা হয়। এক্ষণে আবেদের ধারণা করিতে হইবে যে, খোদাতা'য়ালাকে অসন্তুষ্ট করিয়া লোকের দানে আমার কি লাভ হইবে ? পরজগত নষ্ট করিয়া দুনিয়ায় সাফল্যলাভ করা উচিৎ নহে। উপরোল্লিখিত কল্পনা দ্বারা বা গবেষণা দ্বারা রিয়ার ছবব নষ্ট করিতে সাধ্য সাধনা করিতে হইবে। এই গেল ইল্‌মী এ'লাজ।

চতুর্থ ঃ– আমলী এ'লাজ অর্থাৎ যাহা কিছু সৎকাজ করা হয়, তাহা লোকের দুর্নামের ভয় ও সুনামের আশায় না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টির আশায় করিতে থাকার অভ্যাস করা।

প্রত্যেক আবেদের তিন প্রকার বন্দেগীর দৈনিক লিষ্ট বা তালিকা নির্ধারিত করিয়া উক্ত লিষ্ট বা তালিকা মোতাবেক ইবাদাত করিতে থাকা, নির্জনে ও জন-সমাজে একই প্রকার বন্দেগীর অভ্যাস করা। রিয়া শূন্য পীরের ছোহবত এখতিয়ার করা এবং তাহার নিকট ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করা, আল্লাহ্ চাহে ইল্‌মে তাছাওউফের আলোতে রিয়ার কল্পনা দূরীভূত হইতে থাকিবে।

তায়াত ও এবাদত ব্যতীত অন্য কাজে রিয়া

৯। প্রশ্ন ঃ– তায়াত এবং এবাদত ছাড়া যত কাজ আছে, তাহাতে রিয়া করা জায়েজ আছে কি না ?

উত্তর ঃ- তায়াত এবং ইবাদাত ছাড়া যত কাজ আছে, তাহাতে রিয়া করা জায়েজ আছে- যেমন একব্যক্তি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিয়া সমাজে হাজির হইল। এই রিয়া মোবাহ, কোন কোন সময় সুন্নত।

যথা ঃ- হযরত (ছঃ) ছাহাবাদের মজলিসে যাওয়ার সময় নিজের মাথার চুল, লেবাছ, পাগড়ী দোরস্ করিয়াছিলেন। ইহাতে হযরত আয়শা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছঃ) আপনিও কি লোকদেরকে দেখাইবার জন্য মাথার চুল, দাড়ি ও লেবাছ দোরস্ করিতেছেন ? তখন রাসুলুল্লাহ (ছঃ) বলিলেন আল্লাহ তা'য়ালা নিজের বান্দার উক্ত কাজটি ভালবাসিতেছেন যে, যখন কোন বান্দা তাহার ভাইর সহিত দেখা করিতে যান, তখন তাহাদের জন্য নিজের পোষাকাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লয়, যাহাতে তাহাদের মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

বর্তমান সমাজে কতক নামধারা লোক আছে, তাহারা ওয়ায়েজীনদের এবং পীর ছাহেবদের লেবাছ–পোষাক দেখিয়া বিলাসিতার দুর্নাম রটাইয়া থাকে। ইহা তাহাদের ধর্মীয় ইল্‌মের অজ্ঞতা। উহা বিলাসিতা নহে বরং ছুন্নাত ত্বরীকা।

হযরতের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে সুসজ্জিত হইয়া মজলিছে হাজির হওয়াটা আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশ ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, লোকের দেল তাহার অনুস্মরণ করিতে আগ্রহী হয়।

যদি কোন ব্যক্তি ইলমে লোগাত, ইল্‌মে হেছাব ও ইল্‌মে তিব্ব দ্বারা নিজের ফজিলত জাহের করে বা এমন চিজের দ্বারা যাহা এবাদত নহে, তবে উক্ত রিয়া মোবাহ।

রিয়ার ইল্‌ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা

১০। প্রশ্ন ঃ- রিয়ার ইল্‌ম শিক্ষা করা কি ?

উত্তর ঃ- রিয়ার ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মোছলমান পুরুষ এবং মেয়েলোকের জন্য ফরজে আইন। যথা- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে -

وعلم الرياء لان العابد محروم من ثواب عمله با لرياء -

অর্থাৎ - এবং রিয়ার ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজে আইন, যেহেতু নিশ্চয় যে আবেদের অন্তরে রিয়া থাকে সেই আবেদ তাহার আমলের ছওয়াব হইতে মাহরুম থাকিবে।

১১। প্রশ্নঃ- রিয়ার তা'রীফ, ছবব, আলামত ও এ'লাজ ইত্যাদির মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া শুধু প্রচলিত নফল জিকির করিতে থাকিলে রিয়া দূরীভূত হইবে কি না ?

উত্তর ঃ– শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠার লিখা অছে-

ازالتها فرض عين ولايمكن الا بمعرفة حدودها واسبابها وعلامتها وعلاجها -

অর্থাৎ ঃ- অন্তরের রাজায়েল (অসৎ স্বভাব) দূরীভূত করা ফরজে আইন এবং উহা দূরীভূত করা সম্ভব হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উহার তা'রীফ, আছবাব, আলামত এবং এ'লাজের মাছয়ালা আবগত না হইবে।

বাংলা-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল, আল্লামা হযরত মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) **ছাহেব তাহার জখিরায় কারামত কিতাবের প্রথম খন্ডে লিখিয়াছেন-** কুয়ার মরা বিড়াল কুয়া হইতে না উঠাইয়া ষাইট ডোল (বালতি) পানি তোলার ব্যবস্থা করিলে যেরূপ কুয়া পাক হয়না, তদ্রুপ অন্তরের রাজায়েল দূরীভূত না করিয়া নফল জিকির, ইবাদত, মোরাকাবা ইত্যাদি করিলেও অন্তর পাক হয় না।

গুরুরের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- গুরুর কাহকে বলে ?

উত্তর ঃ– অন্তরের ভুল ধারণার নাম গুরুর। যখন শয়তানে দেখে যে, সে মানুষকে গুণাহের কাজে লিপ্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, তখন সে মানুষকে কোন এক নেক কাজে মশগুল রাখিয়া ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, এই নেক কাজেই তাহার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়া যাইবে। **এই গুরুরের বিস্তারিত মাছায়ালা এজহারে হক কিতাবের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ডে লিখা হইয়াছে। ✪**[১]

[বিশেষ জরুরী বর্ণনা- প্রকাশক]

✪[১] **গুরুর বা মোগালাতা সম্পর্কে** পূর্ণভাবে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতঃ উহা থেকে বাঁচিয়া থাকার জন্য এজহারে হক ১ম খন্ড হইতে ৭ম খন্ড পর্যন্ত ৭ খানা কিতাব পাঠ করা এবং মোহাক্কেক আলেমের নিকট থেকে কিতাবগুলির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল রকম বুঝিয়া লওয়া শিক্ষার্থীগণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তবে এখানে সংক্ষেপে গুরুরের মাছয়ালা লিখা হইল। যথা-

গুরুরের আছবাব বা কারণ- ১। সঠিক পথ ও পূর্ণাংঙ্গ দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, **২**। সত্য পথের সন্ধান না করা, **৩**। কিতাবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিয়া বরং তৎপরিবর্তে নিজ নিজ গোমরাহ নেতা বা নাকেছ পীর, আলেম গংদের প্রতি সীমাতিরিক্ত বিশ্বাস ভক্তি থাকা, **৪**। খাহেশে নফ্ছানীর তাবেদারী করা এবং জ্বিন ও মানব শয়তানের ধোকায় পতিত হওয়া।

গুরুরের লক্ষণঃ ১। ভুল মাছ্য়ালাকে সত্য মনে করা এবং কামেল পীর বাদ দিয়া গোমরাহ নাকেছ পীর, ও গোমরাহ নাকেছ আলেমদের অনুসারী হওয়া। **২**। ধর্মীয় মূল বিষয় বাদ দিয়া শাখা বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া। **৩**। ইবাদত ও গ্রহণযোগ্য নয় এরূপ বিষয়কে ইবাদত ও গ্রহণযোগ্য ধারণা করতঃ উহাতে লিপ্ত হওয়া। **৪**। দলীল ভিত্তিক সত্য আহবানে সাড়া না দেওয়া ও বিপরীত নীতিতে বিশ্বাসী ভিন্ন ভিন্ন বহু দল থাকা।

গুরুরের এ'লাজ- ১। সত্য হাদীগণ ভুলে পতিত গাফেল লোকদেরকে দলীল প্রমানের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে কিতাবী ধারায় বাহাছের ব্যবস্থা করা হইলে সমাজ থেকে গুরুর দূরীভূত হইবে। **২**। সত্য পথ চিনা ও দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। **৩**। সত্যবাদি কামেল মোর্শেদের ওয়াজ শুনা ও সংগ লাভ করা। **৪**। কিতাবের প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আনয়ন করা ও পরজগতের কার্যসমূহের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং খাহেশে নফছানীর তাবেদারী না করা।

বিঃ দ্রঃ কুরআন মজীদের ২২নং পারা সূরা ফাতেরের ৫নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم با الله الغرر
ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا–

অর্থ ঃ- পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে, আর শয়তান যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে গুরুরের মধ্যে না ফেলে। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাহাকে শত্রু হিসাবেই জান। **[প্রকাশক]**

স্ক্যান করে দিতে হবে -

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুন্‌জিয়াত অধ্যায়

একাদশ খন্ড

তওবাহ্, ছবর ও শোকর সম্পর্কীয় আলোচনা

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুন্‌জিয়াত অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাওবার বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- তাওবাহ্ কাহাকে বলে এবং তাওবাহ্ করা কি ?

উত্তর ঃ- জাহেরী ও বাতেনী গুণাহ হইতে নিবৃত্ত হওয়া এবং মাকামে বোয়দ হইতে মাকামে কোরবের দিকে রুজ্ হওয়াকে তওবাহ্ বলে। ইল্‌ম, হাল, আমল এই তিন চিজের সমষ্টির নাম তাওবাহ্।

মানুষ মাখলুক, আল্লাহ্ তা'য়ালা খালেক। মানুষের জন্য ইহজগত অস্থায়ী, পরজগত স্থায়ী। আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব হাছিল না করিলে পরজগতে বেহেশ্‌ত মিলিবে না এবং আল্লাহর দীদার হাছিল হইবে না।

গুনাহর কাজ হইয়াছে আলাহ্‌র ও বান্দার মধ্যে হেজাব বা পর্দা অর্থাৎ গুনাহ্‌র ছববে (কারণে) পরজগতে বেহেশ্‌ত উদ্যান থেকে এবং আল্লাহ্‌র দীদার হইতে মাহরুম (বঞ্চিত) হইতে হইবে এবং দোজখের ভীষণ আগুনে প্রজ্বলিত হইতে হইবে।

বান্দার এই ইল্‌ম যখন হাছিল হইয়া যাইবে এবং একীন হইয়া যাইবে, তখন অন্তরে এক বেদনা বা আফছুছ পয়দা হইবে; অর্থাৎ আমি গুনাহের কাজ করিয়া কি করিয়াছি। আমার নছীবে বেহেশ্‌ত নাই, আল্লাহ্‌র দীদার নাই। দোজখের আজাব কিভাবে সহ্য হইবে। **এই হাছরতের নাম হালত, উক্ত ইল্‌মের ছববে হাছরাত (আফছুছ) পয়দা হইবে এবং ইল্‌ম ও হাছরত দুইটির ছববে আমল পয়দা হইবে। ইল্‌ম, হাল এবং আমল এই তিনটির সমষ্টির নাম তাওবাহ্ ।**

প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে তওবাহ্ করা ফরজ। ❑ কুরআন মজীদের ২৮ পারা, সূরা তাহ্‌রীমের ৮নং আয়াতে আছে -

يا يها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا - عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئا تكم ويدخلكم جنت تجرى من تحتها الانهر -

অর্থাৎ ঃ- যখন ঈমানদার ব্যক্তিরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ বলেন, **হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট খাঁটিভাবে তাওবাহ্ কর। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুণাহ্ রাশি মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে বেহেশত ভবনে দাখিল করিয়া দিবেন। এরূপ বেহেশত ভবন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ জারি আছে।**

গুনাহের প্রকারভেদ ও প্রতিকারের বর্ণনা

২। প্রশ্ন ঃ- গুনাহ কত প্রকার ?

উত্তর ঃ- গুণাহ্ তিন প্রকার **প্রথম ঃ-** শির্ক গুণাহ্ তাওবাহ করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে।

দ্বিতীয় ঃ- হক্কুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ্র হক হুকুক সম্পর্কীয় কোন বিধান অমান্য করার গুণাহ) দেখিতে হইবে কাজা কাফফারা আছে কি না ? কাজা থাকিলে কাজা আদায় করিতে হইবে, আর কাফ্ফারা থাকিলে কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। আর কাজা কাফ্ফারা না থাকিলে তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

তৃতীয় ঃ- হক্কুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দর হক হুকুক সম্পর্কীয় কোন বিধান অমান্য করার গুনাহ) হকদারের হক আদায় করিয়া দিতে হইবে। হকদার মরিয়া গেলে ওয়ারিশদিগকে আদায় করিয়া দিতে হইবে।

৩। প্রশ্ন ঃ- যাহার সীমা অতিক্রম করিয়া গুনাহ্ করার কারণে নৈরাশ্যভাব আসিয়াছে, তাহার কি করা উচিৎ ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্র রহমত হইতে নৈরাশ হইতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন।

❑ যথা ঃ- কুরআন মাজীদের ২৪ পারা সূরাহ জুমারের ৫৩ নং আয়াতে আছে –

قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

সরল অর্থ ঃ- আল্লাহ্ বলিয়াছেন, "হে মোহাম্মদ! (ছঃ) তুমি বলিয়া দাও, যাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া গুণাহ্ করিয়াছ তাহারা আল্লাহ্র রহমাত হইতে নৈরাশ হইও না।" এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায় গুনাহ্গার লোকদের পক্ষে নৈরাশ হওয়া বড় রকমের গুণাহ্।

৪। প্রশ্ন ঃ- যাহারা ফাহেশা গুণাহ্ করিয়াছে বা অন্য কোন রকম গুণাহ্ করিয়াছে তাহারা যদি খাঁটি তওবাহ্ করে এবং আল্লাহ্র জিকির করিতে থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে, তবে তাহাদের গুনাহরাশি মাফ হইবে কি না ? এবং তাহারা বেহেশ্‌ত ভবনে যাওয়ার আশা করিতে পারিবে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা ফাহেশা গুণাহ্ করিয়াছে বা অন্য কোন রকম গুনাহ্ করিয়াছে তাহারা যদি খাঁটিভাবে তওবাহ্ করে এবং আল্লাহ্র **জিকির করিতে থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে, আর পুনঃ গুণাহ্ না করার জন্য অঙ্গীকার করে,** তবে আল্লাহ্তা'য়ালা ইহার জাজা স্বরূপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং জান্নাত বখশিস করিয়া দিবেন। **যথা ঃ কুরআন মজীদের চতুর্থ পারাতে সুরাহ্ আল ইমরানের ১৩৫ ও ১৩৬নং আয়াতে আছে -**

والذين اذا فعلوا فاحشة اوظلموا انفسهم ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله - ولم يصروا
على مافعلوا وهم يعلمون - اولئك جزائهم مغفرة من ربهم
وجنت تجرى من تحتها الانهرخلدين فيها ونعم اجر العملين -

সংক্ষেপে মূল অর্থ- আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যাহারা ফাহেশা গুণাহ্ করিয়াছে বা অন্য কোন গুণাহ্ করিয়া নিজেদের উপর জুলুম করিয়া ফেলিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র জিকির করিবে, ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং পুনঃ গুণাহ না করার জন্য অঙ্গীকার করিবে। তাহা হইলে আল্লাহ্তা'য়ালা গুনাহরাশি মাফ-করিয়া দিবেন এবং জান্নাত বখশিস্ করিয়া দিবেন।

৫। প্রশ্ন ঃ- তওবার ছবব কি?

উত্তর ঃ- খওফে এলাহি। [আল্লাহ্ তায়ালার আজাব-গজবের ভয়]

৬। প্রশ্ন ঃ- তওবার দরজা হাছিল হওয়ার আলামত কি ?

উত্তর ঃ- তওবাহকারী যখন দেখিতে পাইবে যে, সে শরীয়তের আহ্কামে জাহেরী এবং আহ্কামে বাতেনীর মাছয়ালা শিক্ষা করিয়া আমল করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং পূর্বকৃত গুণাহের কাজের কাজা-কাফ্ফারা আদায় করিতে পারিয়াছে এবং হকদারের হক যাহা ছিল তাহা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন ধারণা করিতে হইবে তাহার তাওবার দরজা হাছিল হইয়াছে।

৭। প্রশ্ন ঃ- আহ্‌কামে জাহেরী ও আহ্‌কামে বাতেনী সম্বন্ধীয় মাছয়ালা যাহা শিক্ষা করা ফরজ, তাহা শিক্ষা না করিয়া তওবার মোরাকাবা করিলে তওবার দরজা হাছিল হইবে কি না?

উত্তর ঃ- ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ এবং আমল করা ফরজ, এই দুই ফরজ আদায় না করিয়া শুধু তওবার মোরাকাবা করিলে তওবাই হইবে না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ প্রতিপালন করাই হইবে না।

৮। প্রশ্ন ঃ- এক ব্যক্তি নিজের জীবনে বহু পরের হক নষ্ট করিয়াছে, সে হকদারের এই হক সমূহ আদায় করিয়া দিতে কিছুতেই রাজি না, কিন্তু পীরের নিকট মুরীদ হইয়া এক ত্বরীকা শেষ করিয়াছে, তাহার পীর বলিয়াছে, তুমি যদি তওবার মোরাকাবা করিতে করিতে আদম (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে পার, তবে তওবার দরজা হাছিল হইয়া যাইবে। এক্ষণে সে প্রত্যহ মোরাকাবায় এবং স্বপ্নে হযরত আদম (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে, এক্ষণে তাহার তওবার দরজা হাছিল হইয়াছে কি না?

উত্তর ঃ- যতদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি হকদারের হক আদায় করিয়া না দিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার তওবার দরজা হাছিল হইবে না। **তবে সে যে হযরত আদম (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছে উহা ধোকা।**

যে ব্যক্তি যে চিজের কল্পনায় নিমজ্জিত হইয়া মোরাকাবায় বসে বা নিদ্রা যায় সে চিজের ছবি তাহার কাছে উপস্থিত হয়, এমন কি কেহ যদি একটি গাভী গরুর কল্পনা করিয়া মোরাকাবায় বসে বা নিদ্রা যায়, তবে তাহার সামনে উক্ত গাভীর ছবি হাজির হইয়া যায়।

যাহা হউক, হকদারের হক আদায় না করিয়া হাজার বার হযরত আদম (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেও তওবার দরজা হাছিল হওয়া স্ব-প্রমাণ হয় না।

৯। প্রশ্ন ঃ- একজন পীর ছাহেব একজন মুরীদকে বলিয়াছে, মুরীদ মিয়া! তুমি যদি মোরাকাবায় বসিয়া কাঁদিতে পার তবে তওবার দরজা হাছিল হইয়া যাইবে। সে ব্যক্তি তওবার মোরাকাবায় বসিয়া কাঁদিতে পারে কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার ভগ্নিকে মিরাছ সম্পদ হইতে বেদখল করিয়াছে, মেয়ের মিরাছ ছেলেকে রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছে এক্ষণে এই ব্যক্তির তওবার দরজা হাছিল হইয়াছে কি না?

উত্তর ঃ- উক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত ভগ্নির মিরাছ সম্পদ বা তাহার মূল্য আদায় করিয়া না দিবে এবং মেয়ের মিরাছের ব্যাপারে সংশোধন না করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহার তওবার দরজা হাছিল হইবে না। তবে সে যে রোদন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে তওবার দরজা হাছিল হওয়া স্ব প্রমাণ হয় না।

১০। প্রশ্ন ঃ- তওবার এ’লাজ কি?

উত্তর ঃ- দোজখের ভয় করা, মৌত ও হাশরের চিন্তা করা। কামেল পীরের ছোহবতে থাকিয়া রিয়াজত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছবরের বিবরণ

কুরআন মজীদে ছূরা আল-ইমরানের ২০০ নম্বর আয়াতে আছে -

يا يها الذين امنوا اصبروا

অর্থাৎ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর কর। বর্ণিত আয়াতের আদেশটি আহ্‌কামে বাতেনী **অর্থাৎ আদেশটি আত্মাকে করা হইয়াছে।**

১। প্রশ্ন ঃ- ছবর কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- দুনিয়া অস্থায়ী আখেরাত স্থায়ী। অতএব, দুনিয়ার যে সমস্ত কাজ বা বস্তুতে আখেরাতের নেয়ামত হাছিলের পথে বাঁধা জন্মায়, সেই সমস্ত কাজ বা বস্তুকে আখেরাতের নেয়ামত হাছিলের আশায় পরিত্যাগ করার কল্পনা অন্তরে পয়দা করার নাম ছবর। এই ছবর যাহার আমলে পরিণত হইয়াছে তাহাকে ছাবের বলে।

যথা- এক ব্যক্তি একটি গাছের তলদেশ দিয়া যাইতেছে, লোকজন কেহই নাই, উক্ত গাছের ফল লওয়ার জন্য তাহার অন্তরে কল্পনা পয়দা হইয়াছে, কিন্তু সেই ব্যক্তি আখেরাতের ফলের আশায় উক্ত গাছের ফল নেওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া দিল। এই পরিত্যাগ করার কল্পনা অন্তরে পয়দা করার নাম ছবর। আর যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহাকে ছাবের বলে।

এক ব্যক্তি গরীবের জমি রেকর্ড করাইয়া ভোগদখল করিতেছে, গরীব ব্যক্তি তাহার থেকে জমি উদ্ধার করিয়া নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বেহেশ্‌তের জমিনের আশায় উক্ত দখলী জমি মুক্তি পত্র দিয়া ছাড়িয়া দিল, এই ছাড়িয়া দেওয়ার কল্পনা অন্তরে পয়দা হওয়ার নাম ছবর। আর এই ব্যক্তিকে বলে ছাবের।

এক ব্যক্তি নির্জন স্থানে একটি বেগানা মেয়েলোক ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু সে পরকালের (আল্লাহর আজাব-গজবের ভয়ে ও বেহেশ্‌তে) হুর মেয়েলোকের আশায় এই মেয়েলোকটি পরিত্যাগ করিয়া দিল। এই পরিত্যাগ করার কল্পনা করাকে ছবর বলে, আর এই ব্যক্তিকে ছাবের বলে।

আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হইতে বিপদ মছীবত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য যাহা কিছু আসে, পরকালের ছওয়াবের আশায় তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকাকে ছবর বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে এই আখ্‌লাকটি হাছিল হইয়াছে তাহাকে ছাবের বলে।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দুই প্রকারে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যথা ঃ- প্রথমঃ- আল্লাহতা'য়ালা অভাবগ্রস্ করিয়া দেখেন যে, সেইব্যক্তি অভাবের তাড়নায় অবৈধ উপার্জন করে কি না ? যেমন-চুরি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ঃ- আল্লাহতা'য়ালা অবস্থাপন্ন করিয়া দেখেন যে, সেই ব্যক্তি অবস্থা বলে সুদ, জুলুম ইত্যাদি করে কি না ? **যে ব্যক্তি পরকালের আশায় উভয় প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাকে ছাবের বলে।**

ছবরের স্র [দরজা]

২। প্রশ্ন ঃ- ছবর করার দরজা বা ছুরত কয়টি ?

উত্তর ঃ- ছবর করার ছুরত বা দরজা তিনটি। **যথাঃ-**

প্রথম ঃ- ফরজ আদায় করার ভিতরে অর্থাৎ বান্দার উপর যাহা ফরজ করা হইয়াছে, তাহা আদায় করিতে দুনিয়ার যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, তাহা ত্যাগ করে কি না ? ত্যাগ করিলে ইহাতে তিনশত দরজা হাছিল হইবে। **যথা- একজন নাকেছ পীর সাহেব** তাহার লক্ষাধিক মুরীদ আছে তাহার উপর ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ। কিন্তু ইল্‌মে তাছাওউফের খোঁজ রাখে না, এক্ষণে এই ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় করিলে পীর পজিশন নষ্ট হইয়া যাইবে, মুরীদগণ ছুটিয়া যাইবে। এমতাবস্থায়, পীর পজিশন নষ্ট হওয়ার ভয় না করিয়া যদি ফরজ শিক্ষা আদায় করিতে পারে, তবে তিনশত দরজা হাছিল হইবে।

দ্বিতীয় ঃ- হারাম কাজ ত্যাগ করার ভিতরে। ইহাতে ছয়শত দরজা হাছিল হইবে। **যেমন-একজন পীর ছাহেব পীর না** হইয়া পীরগীরি করিয়া লক্ষাধিক টাকা বর্তমানে কোটি টাকা উপার্জন করিয়াছে। এক্ষণে এই নাজায়েজ টাকা ফেরত দিতে হইলে উজ্জ্বল দরবারখানা নষ্ট হইয়া যাইবে। এক্ষণে এই নষ্ট হওয়ার ভয় না করিয়া যদি নাজায়েজ টাকা ফেরত দিতে পারে, তবে ছয়শত দরজা হাছিল হইবে।

তৃতীয় ঃ- বিপদে ছবর করার ভিতরে। উহাতে নয়শত দরজা হাছিল হইবে। যেমন-এক ব্যক্তির মাত্র একটি ছেলে। এই ছেলেটি জাহেরী এবং বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বেলা ১০টায় বাড়ী ফিরিয়াছে, বেলা ১১টায় কলেরা (ডাইরিয়া) রোগে মারা গিয়াছে। এই ছেলের বাবা জানাজার নামাজ সমাপ্ত করিয়া জোহরের নামাজ জামাতে পড়িয়া বলিতেছে, আল্লাহ্ তাহাকে একটি ছেলে দিয়াছিলেন, তাহা পরীক্ষা করার জন্য নিয়া গিয়াছেন। এই বিপদে ছবর করার ছববে (কারণে) নয় শত দরজা হাছিল হইবে।

স্মরণ রাখা উচিৎ, মুছীবতের সময় হায় আফছুছ করা, মুখে, বুকে থাপ্পর দেওয়া, কোর্তা ফাড়া, শেকায়েত করা, ছেলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা। উল্লেখিত কাজে ছাবেরের দরজা হইতে নাম কাটা যাইবে। শুধু বলিতে হইবে মূলকথা আল্লাহ্‌র জিনিস আমার কাছে আমানত ছিল। এখন নিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আমি আল্লাহ্‌র উপর রাজি আছি।

প্রকাশ থাকে যে, কাহারও মৃত্যুতে অন্তরে আঘাত মালুম হওয়া, চক্ষু হইতে পানি বাহির হওয়াতে ছাবেরের দরজা হইতে বহির্গত হইবে না।

৩। প্রশ্ন ঃ- ছবরের হাকীকত কি ?

উত্তর ঃ- মানুষের মধ্যে দুইটি শক্তি আছে। একটিতে সৎ পথের দিকে ডাকে, অপরটিতে অসৎ পথের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই দুই শক্তির মধ্যে হামেশা জিহাদ চলিতেছে। এখন যে শক্তিটিতে সৎপথের দিকে ডাকে তাহাকে জয়যুক্ত করা। যেমন-মনে বলিতেছে চুরি করিব। আবার মনে বলিতেছে চুরি করিব না। কারণ চুরি করিলে দোজখ ভোগ করিতে হইবে, এই নফ্‌ছে আম্মারা (বিছ্‌ছূয়ে) মনটার সাথে মোজাহাদা করিয়া জয়যুক্ত হওয়া।

৪। প্রশ্ন ঃ- ছবর হাছিল করা কি? এবং ছবর হাছিল করার ইল্‌ম শিক্ষা করা কি?

উত্তর ঃ- ছবর অন্তরের একটি নেক আখলাকের নাম। এই নেক আখলাকটি অন্তরে পয়দা করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'য়ালা কুরআন মজীদে বহু জায়গায় আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই ছবর হালতটি অন্তরে পয়দা করা ফরজ। এবং ছবর সম্বন্ধীয় ইল্‌ম শিক্ষা করাও ফরজ।

৫। প্রশ্ন ঃ- ছবর হাছিল করার ত্বরীকা কি ?

উত্তর ঃ- ছবর হাছিল করার জন্য **প্রথমত ঃ-** ছবর সম্বন্ধীয় যে ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ, তাহা শিক্ষা করিবে। ইল্‌মের ছবেব হালত পয়দা হইবে। এবং উক্ত ইল্‌ম ও হালতের ছবেব আমল অর্থাৎ ছবর হাছিল করার ক্ষমতা পয়দা হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছবরের ইল্‌ম ও হালত পয়দা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ছবর হাছিল করিতে সক্ষম হইবে না।

-ঃ ইল্‌ম অর্জন না করিয়া শুধু নফল জিকির অজিফা, নফল মোরাকাবা ইত্যাদিতে ছবরের দরজা হাছিল হইবে কি না? ইহার বর্ণনা ঃ-

৬। প্রশ্ন ঃ- ছবরের ইল্‌ম শিক্ষা না করিয়া শুধুমাত্র নফল জিকির, অজীফা, নফি এছবাত এবং ছবরের মোরাকাবা করিতে থাকিলে ছবর হাছিল হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- ছবর সম্বন্ধীয় ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। এই ফরজ আদায় না করিয়া জিকির, অজীফা, নফল ইবাদত এবং ছবরের মোরাকাবা সমস্ত জীবনভর করিলেও ছবরের দরজা হাছিল হইবে না।

৭। প্রশ্ন ঃ- একজন হাজী ছাহেবের একটি ছেলে, চারটি মেয়ে। মৃত্যুর পরে মেয়েরা মিরাছ নিয়া গেলে ছেলের অবস্থা কমিয়া যাইবে, সেই জন্য জীবিত অবস্থায় তাহার সমস্ সম্পদ ছেলেকে রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে তাহার একজন ভগ্নি ছিল, সে এক তৃতীয় অংশ প্রাপ্ত হইত, উক্ত ভগ্নিকে তাহার মিরাছ হইতে বেদখল করিয়াছে। তাহার বসত বাড়ীর অর্ধেক অংশ একজন গরীবের, তাহা টাকার বলে নিজ নামে রেকর্ড করাইয়া লইয়াছে। শরীয়ত মতে উল্লিখিত হকদারের হক ফিরাইয়া দিতে মোটেই রাজী নয়। উক্ত হাজী-ছাহেব একজন পীরের কাছে মুরীদ হইয়া এক ত্বরীকা সমাপ্ত করিয়াছে। তাহার পীর তাহাকে ছবরের মোরাকাবা করিতে বলিয়াছে। পীর ছাহেব বলিয়াছে, তুমি যদি চক্ষুবন্ধ মোরাকাবায় বসিয়া আইউব (আঃ) এর সাথে দেখা করিতে পার, তবে তোমার ছবরের দরজা হাছিল হইয়া যাইবে। সে এখন হামেশা আইউব (আঃ) এর সাথে দেখা করিতেছে, সে এখন দাবী করিতেছে যে, তাহার ছবরের দরজা হাছিল হইয়াছে। এক্ষণে এই হাজী ছাহেবের দাবী সত্য কি না ?

উত্তর ঃ- ছবরের অর্থ- আখেরাত হাছিল করিতে দুনিয়ার প্রতিবন্ধক যাহা আছে, তাহা ত্যাগ করা। **সুতরাং** উক্ত হাজী ছাহেবের জন্য পরের হক নষ্ট করাই হইল আখেরাত হাছিলের বাঁধাদাতা। এই বাঁধা যতদিন পর্যন্ হটাইতে সক্ষম না হইবে ততদিন পর্যন্ হাজী ছাহেবের ছবরের দরজা হাছিল হইবে না। এক্ষেত্রে স্বপ্নে বা মোরাকাবায় হযরত আইউব (আঃ) এর সাক্ষাৎ করা ধোকা। **যে ব্যক্তি যে চিজের কল্পনা করিয়া মোরাকাবা করে বা নিদ্রা যায় সেই ব্যক্তি (অনেক সময়) সেই চিজই দেখিতে পায়। পীরেরা ভক্ত মুরীদদিগকে বহু কিছু দেখাইতে পারে, তাহাতে ছবরের দরজা হাছিল হওয়া প্রমাণ হয় না।**

৮। প্রশ্ন ঃ- ছবর হাছিল হওয়ার আলামত কি ?

উত্তর ঃ- মানুষের দেখা উচিৎ যে, তাহার আখেরাত হাছিলের জন্য দুনিয়াতে যে সমস্ বাঁধা আছে, **তাহা হটাইতে পারিয়াছে কি না ?** যদি পারিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার ছবরের দরজা হাছিল হইয়াছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তৃতীয় পরিচ্ছদ

শোকরের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ- শোক্‌র কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত নেয়ামত যে উদ্দেশ্যে দান করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে খরচ করার নাম শোক্‌র। আর সেই উদ্দেশ্যের খেলাফ খরচ করার নাম নাশোকরী। **মোটকথা শরীয়াতের বিধানের খেলাফ খরচ করার নাম নাশোকরী।**

✪ **যেমন চক্ষু দ্বারা নিজ স্ত্রী দর্শন করা শোক্‌র।** পরস্ত্রী দর্শন করা নাশোক্‌রী। ✪ কর্ণ দ্বারা জায়েজ আওয়াজ শ্রবণ করা শোক্‌র। আর না-জায়েজ আওয়াজ শ্রবণ করা নাশোক্‌রী। ✪ হস্ত দ্বারা নিজ জিনিস গ্রহণ করা শোক্‌র, আর পর দ্রব্য অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা নাশোক্‌রী। ✪ পদ দ্বারা নেক পথ অবলম্বন করা শোক্‌র। আর কুপথ অবলম্বন করা নাশোক্‌রী। ✪ পুরুষত্ব শক্তি দ্বারা স্বীয় স্ত্রী ব্যবহার করা শোক্‌র। আর পর স্ত্রী ব্যবহার করা নাশোক্‌রী। মাল শরীয়তের বিধান মতে খরচ করা শোক্‌র। আর শরীয়াতের বিধান খেলাফ খরচ করা নাশোক্‌রী। ✪ হায়াত নেককাজে খরচ করা শোক্‌র। আর বদ কাজে খরচ করা নাশোক্‌রী।

✪ **মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালা যত প্রকার নেয়ামত দান করিয়াছেন,** তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হইয়াছে হাদী অর্থাৎ রাছূল বা নায়েবে রাছূল। এই হাদীর হেদায়েত ছাড়া কাহারও বেহেশ্‌ত ভবনে যাওয়া সম্ভব নহে। **এই হাদীর হেদায়েত গ্রহণ করা এবং শক্তি পরিমাণ সাহায্য করা শোক্‌র। আর হেদায়েত গ্রহণ না করা ও সাহায্য না করা নাশোক্‌রী।**

কুরআন মজীদে আছে ঃ- বিশ্বনবী যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত তাহা ছাহাবাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আদেশ করিয়াছেন- তোমরা নেয়ামতের শোক্‌রিয়া আদায় কর, নাশোক্‌রী করিওনা। ছাহাবাগণ শোকরিয়া আদায় করার জন্য যাহা সর্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমাদের বর্তমান সমাজেরও নায়েবে রাছূল গ্রহণ করিয়া তাহার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং যথাসাধ্য নায়েবে রাছূলদেরকে সাহায্য করিতে হইবে। ✪[১]

-ঃ বিশেষ জরুরী ব্যা৭খ্যাঃ- [প্রকাশক]

✪[১] **মহান আল্লাহ্ কুরআন শরীফে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন** لتؤمنن به ولتنصرنه অর্থাৎ- অবশ্য অবশ্যই তোমরা বিশ্বনবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা তাঁহাকে কুরআন প্রচারের কাজে সাহায্য করিবে।

বর্ণিত আয়াতের মর্মে বিশ্ব নবীকে আর বিশ্ব নবীর অবর্তমানে যুগের নায়েবে নবীকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং কুরআন প্রচার কাজে তাবলীগে হুক্‌মী হিসাবে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা হইলে নবী ও নায়েবে নবী যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, তার শোক্‌রিয়া আদায় করা হইবে, অন্যথায় শোক্‌রিয়া আদায় হইবে না।

নবী রাসূল বা নায়েবে রাসূলের ব্যাপারে শোক্‌রিয়া আদায়ের জন্য আদব রক্ষা করাও এক অপরিহার্য জরুরী কর্তব্য। শায়খুল হাদীছ- মাওলানা মোঃ আজীজুল হক সাহেব কর্তৃক অনুবাদকৃত (প্রথম সংস্করণ) মাছ্‌নবী শরীফ **১**ম খন্ডের **১৭৫** নম্বর পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

شکر کن مر شاکران را بنده باش+پیش ایشان مرده شو پاینده باش

শোক্‌রে কুন্‌মর্‌ শা- কেরা-রাঁ বন্দা বাশ+ পেশ ঈঁশা মোর্‌দা শো পায়েন্দা বাশ।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্‌র শোকর আদায়কারী কামেল মোরশেদগণের শোকর কর এরূপে যে, তাহাদের গোলাম হইয়া যাও। কামেল পীর মোর্শ্বেদের সম্মুখে মৃতের ন্যায় হও; তাহা হইলে অমর জীবন লাভ করিতে পারিবে।

অর্থাৎ- খাঁটি পীর মোর্শ্বেদ পাইলে তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুস্মরণে মৃতের ন্যায় থাক। বাক-বিতন্ডা, তর্ক-বিতর্ক এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে তাঁহার অনুস্মরণে চল। কামেল মোর্শ্বেদের সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুস্মরণে মৃতের ভূমিকা পালন করতঃ সংযম সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মার সুচিতা (কল্যাণ) লাভ করা ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।

আর এই ব্রত পালন ও এই পর্ব অতিক্রম না করিয়া যাহারা পীর মোর্শ্বেদ সাজিয়া বসে বস্তুতঃ তাহারা মানুষের আত্মজীবন (এবং ঈমান ও পরকাল) ধ্বংসকারী ধর্ম ডাকাত বটে।

অতএব, বর্ণিত ব্যাপারে সাবধান, সতর্ক হওয়া একান্ কর্তব্য। আর উপরোক্ত ব্যাপারে ভুলে পতিতদের কাল বিলম্ব না করিয়া খালেছ তওবা করতঃ পূর্ণভাবে সংশোধন হওয়া অপরিহার্য মহা জরুরী।

মাল আল্লাহ্‌র নেয়ামত। এই মালের শোক্‌রিয়া হইল মাল আল্লাহ্ তা'য়ালা যে উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যে মাল খরচ করা।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মাল দান করিয়াছেন সংসার রক্ষা, ধর্ম রক্ষা ও গরীব রক্ষা বিশেষতঃ এই তিন কাজে খরচ করার জন্য। কাজেই বর্ণিত তিন কাজে মাল ব্যয় করিলেই মাল যে আল্লাহ্‌র নেয়ামত উহার শোক্‌রিয়া আদায় হইবে। আর সাধ্যানুযায়ী উক্ত তিন কাজে মাল ব্যয় না করিলে মালের নাশোক্‌রী করা হইবে।

আল্লাহ্‌র দ্বীন শিক্ষা এবং দ্বীন প্রচার কায়েমের ক্ষেত্রে ❑ ১। ধর্মীয় শিক্ষক কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল মোর্শেদকে শিক্ষা প্রদান কাজে সাহায্য করা অর্থাৎ শিক্ষা খরচ বা বেতন খরচ প্রদান করা। ❑ ২। আল্লাহ্‌র কুরআন প্রচারের কাজে কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট হাদী বা সঠিক কুরআন প্রচারক নায়েবে রাসূলকে তাবলীগে হুক্‌মী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করা। ❑ ৩। আর দ্বীন ইসলামের উপর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধের আছবাব-হাতিয়ার বর্তমানে কিতাব গং ছাপানো, বাহাছ ইত্যাদির জন্য নায়েবে রাসূলকে যুদ্ধ ফান্ড হিসাবে অর্থ বা মাল প্রদান করা কুরআন কিতাব মতে ওয়াজিব (ফরয)।

অতএব, বর্ণিত তিনও কাজে সাধ্যমতে মাল প্রদান করা মালের শোক্‌রিয়া; আর উক্ত কাজে মাল প্রদান না করা মালের না শোক্‌রী।

আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হইয়াছে রাছূল বা নায়েবে রাছূল। বর্তমানে এই নায়েবে রাছুলের নিকট ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা শোকর, আর শিক্ষা না করা নাশোক্‌রী। আল্লাহ তায়ালার মাখ্‌লুকাতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াছে মানুষ। এই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অজুদ হইয়াছে দেল, চক্ষু, কর্ণ। এই তিন চিজের নাশোক্‌রীর জন্য মানুষ পশু সমতুল্য হইয়া দোজখে পতিত হইবে। শিক্ষা ছাড়া শুক্‌রিয়া আদায় করা সম্ভব নহে, এইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা নিজে কিতাব রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এই কিতাবে যাহাতে ভুল বুঝাবুঝি না হয় বরং সঠিক ভাবে শিক্ষা হয় তজ্জন্য হাদী প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যাহারা দেল, চক্ষু ও কর্ণ এই তিন চিজের শোক্‌রিয়া আদায় করার জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা শোক্‌রিয়া আদায় করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বেহেশ্‌তের উপযুক্ত হইয়াছেন। আর যাহারা শিক্ষা এবং শিক্ষক গ্রহণ করিতেছেন না তাহারা দোযখে পতিত হইবে।

২। প্রশ্ন ঃ- এক ব্যক্তি দিবারাত্রি শোক্‌রের মোরাকাবা করিতেছে, কিন্তু নায়েবে রাছুলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে না, তাহার যে শোকর আদায় করা ফরজ তাহা আদায় হইতেছে কি না ?

উত্তর ঃ- যে ব্যক্তি নায়েবে রাছূলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে না, সে ব্যক্তি দিবারাত্র শোক্‌রের মোরাকাবা করিলেও শোক্‌র আদায় হইতেছে না। তাহার শোকর আদায় করা যে ফরজ, তাহা তরকের জন্য দোজখে পতিত হইতে হইবে।

৩। প্রশ্ন ঃ- শোক্‌র হাছিল করা এবং শোক্‌র সম্বন্ধীয় মাছয়ালা শিক্ষা করা কি ?

উত্তর ঃ- শোক্‌র অন্তরের একটি নেক আখ্‌লাকের নাম। এই শোক্‌র হাছিল করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বহু জায়গায় আদেশ করিয়াছেন। কাজেই শোক্‌র হাছিল করা ফরজ এবং শোকর সম্বন্ধীয় মাছয়ালা শিক্ষা করাও ফরজ।

৪। প্রশ্ন ঃ- শোকরের হাকীকাত কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ তায়ালার মাখ্‌লুকাতের ভিতরে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষের জন্য শুধু অস্থায়ী জগত নহে বরং চিরস্থায়ী জগতও আছে। মানুষ যাহাতে চিরস্থায়ী জগতে গিয়া আল্লাহ্‌র সহিত দেখা করিতে পারে, সেই জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে আছমান জমিনের সমস্ত নেয়ামত দান করিয়াছেন।

এই দান প্রাপ্ত হইয়া নেয়ামত দাতা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার উপর সন্তুষ্ট হওয়া এবং যে নেয়ামত যেই কাজের জন্য দান করিয়াছেন সেই কাজে খরচ করিয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার দীদার হাছিলের জন্য সক্ষম হওয়া।

৫। প্রশ্ন ঃ- শোক্‌র হাছিল করার ত্বরীকা কি ?

উত্তর ঃ- প্রথমত ঃ আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে যে সমস্ত নেয়ামত দান করিয়াছেন তাহা কি কাজে খরচ করার জন্য দান করিয়াছেন তাহার ইল্‌ম শিক্ষা করা। এই ইল্‌ম হাছিল করার ছববে অন্তরে একটি খুশীর হালত পয়দা হইবে। অতঃপর ইল্‌ম এবং হালতের ছববে আমল করার তাওফিক পয়দা হইবে।

৬। প্রশ্ন ঃ- শোকরের ইল্‌ম যাহা শিক্ষা করা ফরজ, তাহা শিক্ষা না করিয়া শুধুমাত্র শোকরের মোরাকাবা করিলে শোকর হাছিল হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- শোক্‌র হাছিল করা যেমন ফরজ, শোকর এর ইলেম শিক্ষা করাও তদ্রুপ ফরজ। অতএব, এই ইল্‌ম শিক্ষা না করিয়া শুধুমাত্র শোকরের চক্ষু বন্ধ মোরাকাবা করিলে শোক্‌র হাছিল হইবে না।

৭। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত মাওলানা ছাহেবানরা টাইটেল বা দাওরা পাশ করিয়াছেন তাহাদেরও কি শোক্‌রের মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হইবে ?

উত্তর ঃ- বর্তমানে টাইটেল বা দাওরা পাস করিলে শুধু ফেক্বাহর ইল্‌ম শিক্ষা করা হয়, যেহেতু প্রত্যেক জামাতে ফেক্বাহর কিতাব পাঠ্য করা হইয়াছে। ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই। কাজেই টাইটেল বা দাওরা পাশ মাওলানাদেরও শোকরের মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হইবে।

৮। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে কতক মাদ্রাসায় তাছাওউফের কিতাব কওলুল জামীল, আইনুল ইলেম এবং এই পর্যায়ের আরো কিতাব পাঠ্য করা হইয়াছে। ইহাতে তাছাওউফের ইল্‌মের ফরজিয়াত আদায় হয় কি না ?

উত্তর ঃ- উলিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে যতটুকু বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে তাছাওউফের মাছয়ালা যতটুকু শিক্ষা করা ফরজ তাহা শিক্ষা হয় না বরং বহু জরুরী মাছয়ালা বাকী থাকে।

৯। প্রশ্ন ঃ- শোক্‌র হাছিল হওয়ার আলামত কি ?

উত্তর ঃ- মুরীদ যখন দেখিতে পাইবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহের- যে নেয়ামত যে কাজের জন্য তৈয়ার করিয়াছেন, সেই কাজে খরচ করিবার তাওফিক প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিবে তাহার শোকর আখ্‌লাকটি হাছিল হইয়াছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুন্‌জিয়াত অধ্যায়

দ্বাদশ খন্ড

তাওয়াক্কুল ও ইখ্‌লাছ সম্পর্কে বর্ণনা

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

দ্বাদশ খন্ড

তাওয়াক্কুলের বিবরণ

বাহাত্তর দলের ভিতরে একদল হইয়াছে ক্বাদরিয়া। তাহাদের ধারণা মানুষ সব কিছু করিতে পারে। আর একদল আছে জাব্‌রিয়া তাহাদের ধারণা মানুষ পাথরের মত অচল, (পাপ-পুণ্য গং) সব কিছু আল্লাহ করেন। এই দুই দলের ভিতরে এক দলও খাঁটি মোছলমান নহে। বরং খাঁটি মোছলমানদের সম্পর্কে আলাহ্ বলিয়াছেন। যথা-

❑ **সূরা আল-ইমরান ১২২নং আয়াতে আছে -**

وعلى الله فليتوكل المومنون

অর্থ- ঈমানদার ব্যক্তিদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করা কর্তব্য।

অর্থাৎ - যে জিনিসের যে আছবাব আছে, তাহা তৈয়ার করিয়া আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর ভরসা করিতে হইবে।

বর্ণিত আয়াতে যে তাওয়াক্কুলের আদেশ আসিয়াছে ইহা আহ্‌কামে বাতেনী বা তাছাওউফ সম্পর্কায়।

- ঃ তাওয়াক্কুলের পরিচয় ঃ -

১। প্রশ্ন ঃ- তাওয়াক্কুল কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- যে জিনিসের যে আছবাব আছে, তাহা তৈয়ার করিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।

২। প্রশ্ন ঃ- প্রত্যেক চিজ (বস্তু) তৈয়ার হইবার জন্য জাহেরী আছবাব বা উপকরণ আছে। যেমন- সন্তান পয়দা হওয়ার জন্য জাহেরী আছবাব হইল বিবাহ। ফসল পয়দা হওয়ার জন্য জাহেরী আছবাব হইল জেরায়াত। বিমার দফের জন্য আছবাব হইল এ'লাজ। (অর্থাৎ - রোগ দূরীভূত করার জন্য কারণ বা আছবাব হইল চিকিৎসা করানো।) এক্ষণে এই জাহেরী আছবাব তৈয়ার করিয়া আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল কি না ?

উত্তর ঃ- যে চিজ (বস্তু) পয়দা হওয়ার জন্য যে আছবাব আছে তাহা তৈয়ার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।

বিবাহ করিলেই যে সন্তান হইবে তাহা নয়, তবে বিবাহ সন্তান পয়দা হওয়ার ছবব (কারণ), জেরায়াত করিলেই ফসল হইবে তাহা নয়, তবে জেরায়াত ফসল পয়দা হওয়ার ছবব বা কারণ।

ঔষধ সেবন করিলেই রোগ আরোগ্য হইবে তাহা নয়, তবে ঔষধ সেবন করা রোগ আরোগ্যের ছবব। এক্ষণে বর্ণিত ছবব (কারণ বা উপাদান) গুলি তৈয়ার করিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল। আর ছববগুলি (কারণ বা ছামানসমূহ) তৈয়ার না করিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম গুরুর বা ধোকা।

২। প্রশ্নঃ- আল্লাহ্ তায়ালা আছবাব (উপাদানসমূহ) ছাড়া জিনিস তৈয়ার করিতে সক্ষম কি না ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্ তায়ালা আছবাব ছাড়া সব কিছু তৈয়ার করিতে ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু আছবাব (উপকরণ) ছাড়া কোন বস্তু তৈয়ার করা আল্লাহ্ তায়ালার ত্বরীকা (নিয়ম-নীতি) নহে।

যথা- হযরত মুছা (আঃ) এর বিমার হইয়াছে। বনি ইছরাঈলগণ বলিল, আপনার রোগের জন্য ঔষধ ঠিক করিয়াছি। তিনি ঔষধ ভক্ষণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিলেন হে মুছা (আঃ) তুমি ঔষধ ভক্ষণ না করিলে আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে না। তখন ঔষধ ভক্ষণ করিলেন। রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। কিন্তু তাহার অন্তরে ওয়াছওয়াছা (সন্দেহ) পয়দা হইল। তখন আল্লাহ বলিলেন, হে মুছা! তুমি আমার ত্বরীকা বরবাদ করিতে চাও ? ঔষধের মধ্যে কে তাছির রাখিয়াছে ? আমিই রাখিয়াছি।

একজন পয়গম্বর বিমারের জন্য শেকায়েত (মুছীবতের বিষয়ে বর্ণনা) করিলেন, আল্লাহ অহি পাঠাইলেন, তুমি আন্ডা (ডিম) খাইতে থাক।

আর একজন পয়গম্বর দূর্বলতার শেকায়েত (মুছীবতের বিষয়ে বর্ণনা) করিলেন, আল্লাহ বলিলেন, তুমি দুধ এবং গোশ্ত খাইতে থাক।

উপরোল্লিখিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, তাওয়াক্কুলের জন্য বাহ্যিক আছবাব উপকরণ বা ছবব ত্যাগ করিতে হয় না, বরং ছবব (উপাদান-উপকরণ) তৈয়ার করিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।

৩। প্রশ্ন ঃ- বর্তমান জামানায় কতক দরবেশ আছে, তাহারা পেশা (উপার্জনের জন্য ব্যবসা, চাকুরী গং) বন্ধ করিয়া তাছ্বীহ্ হাতে দিবা রাত্র বসা থাকে, কাহাকেও কিছু শিক্ষা দেয়না। কেহ যদি বলে তুমি পেশা (কামাই রোজগারের কাজ) ছাড়িয়া দিয়াছ, তুমি খাবে পরবে কোথা হইতে ? তোমার ছেলেমেয়ে বিবির খোরাক-পোষাক আসিবে কোথা হইতে ? সে ব্যক্তি বলে- যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই আল্লাহ্ খোরাক - পোষাক দিবেন। খোরাক-পোষাক না দিতে পারিলে পয়দা করিলেন কি জন্য ? আমি তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া আছি। পেশা অবলম্বন করিয়া তাওয়াক্কুলের দরজা নষ্ট করিতে পারি না, এই দরবেশের উক্তিগুলি কি রকম ?

উত্তর ঃ- ছওয়ালে বর্ণিত দরবেশটি একজন ভন্ড দরবেশ। এই দরবেশের উক্তিগুলি শরীয়তের বিধানের মোয়াফেক নহে। এই দরবেশের ধারণা, যদি পেশা বন্ধ করিয়া তাছবীহ্ হাতে নিয়া থাকে তবে সমাজ তাকে দরবেশ ধারণা করিয়া নজর তোহ্ফা দিতে থাকিবে। বিমার, মকদ্দমাতে, বালা-মছীবতে তাহাকে মান্নতের টাকা দিতে থাকিবে। রোজগার করিয়া যাহা পাইত তাহার চেয়ে শতগুণে বেশী পাইবে।

হাদীছে আছে- হালাল কামাই- রোজগার করা অন্য ফরজের পরে এক ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য কাজ। উপরোক্ত দরবেশ ব্যক্তি প্রকৃত দরবেশ নয়, বরং হাদীছে উল্লেখিত উক্ত ফরজ তরককারী ফাছেক।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- [প্রকাশক]

উপরোক্ত ভন্ড দরবেশ ব্যক্তির মত বিভিন্ন স্থানে আরো কতক লোক আছে, যাহারা বানাওটিভাবে তাছবীহ্ হাতে নিয়া থাকে না, কিন্তু উপার্জনের জন্য কোন চাকরী, ব্যবসা ইত্যাদি কোন কিছুই করে না। কতকের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রদানের কাজও করে না, বরং অনর্থক সময় নষ্ট করে। কতকে অনর্থক আড্ডা ও গল্প গুজবে সময় নষ্ট করে, আবার কতক আছে, যাহারা বাজে আড্ডা বা গল্প গুজবে সময় নষ্ট না করিলেও কোন কাজ, চাকুরী, ব্যবসা করে না, চরম অলস, মানুষের কাছে ভিক্ষুকদের ন্যায় হাত পাতিয়া বা চাহিয়া ছদকা-জাকাত-মান্নত ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া সংসারের খরচ চালানোর মতলবে থাকে। ইহা চরম নিকৃষ্ট বদ স্বভাব ও চরম ঘৃনীত মন মানসিকতারই পরিচয়। এই প্রকারের ব্যক্তিরা হালাল রোজগার

করার ফরজ তরকের অপরাধে অপরাধী ও অনর্থক সময় নষ্ট করার অপরাধে অপরাধী এবং হালাল উপার্জন ত্যাগ করিয়া হারাম উপার্জনের দোষে দোষী সাব্যস্ হইয়া পরকালে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইবে। কাজেই খালেছ তওবা করে সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করা একান্ত জরুরী। **[প্রকাশক]**

৪। প্রশ্নঃ- কতক পীর ছাহেবেরা মুরীদের ক্বলবের এছলাহের উদ্দেশ্যে দিবারাত্র ইল্‌মে তাছওউফ শিক্ষা দান করিতেছে। আর মুরীদানরা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য পীর ছাহেবকে অসংখ্য টাকা দিতেছে। এই পীর ছাহেবদের তাওয়াক্কুল আছে কি না ?

উত্তর ঃ- বর্ণিত পীর ছাহেবদের তাওয়াক্কুল আছে। আমাদের বিশ্বনবী (ছঃ) ছাহাবাদিগকে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দান করিতেন এবং ছাহাবাগণ আর্থিক গং সাহায্য যাহা দিতেন তাহা দ্বারাই বিশ্বনবী জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং মেহমানদিগকে খানা দান করিতেন, এমনকি মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (ছঃ) কে ছাহাবায়ে কেরামগণের মাধ্যমে এক পর্যায়ে এরূপ শক্তি দান করিয়াছিলেন যে, শেষ বৎসর একশত উট কোরবানী করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় নাই।

[প্রকাশ থাকে যে, হযরত নবী করীম (ছঃ) জীবিকা নির্বাহের জন্য নবুয়াত প্রাপ্তির পরে অন্যকোন ব্যবসা-চাকুরীতে কোন সময় ব্যয় করিতেন না বরং সম্পূর্ণ সময়টাকে নবুয়াতি কাজের জন্যই ব্যয় করিতেন।]

বর্তমানে নায়েবে রাছুলেরা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দান করিয়া যাইতেছেন। মুরীদেরা তাঁহাদের খরচ বহন করিয়া যাইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের তাওয়াক্কুল নষ্ট হইয়া যাইতেছে না। যাহাদের ধারণা তাওয়াক্কুল নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহারা ইল্‌মে দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞ।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য - প্রকাশক ঃ-

প্রকাশ থাকে যে, দ্বীন শিক্ষা প্রদান এবং আ'মভাবে মুসলমানদেরকে ওয়াজ নছীহত প্রদানের কাজে মশগুল থাকার কারণে মুসলমানেরা আর্থিক ও বিভিন্নভাবে সাহায্য করিলে তাহা সম্পূর্ণ জায়েয এবং উক্ত সাহায্য গ্রহণ করাও জায়েয। এই মাছ্‌য়ালা বিশ্বাস না করিয়া বরং অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিলেও অবিশ্বাসী ও সন্দেহকারী ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান ও সত্যবাদী থাকে না, বরং সে ব্যক্তি অখাঁটি ও মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিগণিত হইয়া যায়। **মুরাদুল মুরীদিন ৪র্থ ফায়দার ১নং সাবধান বাণী দ্রষ্টব্য।**

উক্ত কিতাবের উক্ত ফায়দার ৪নং সাবধান বাণীতে আছে- **মূল কথা-** সঠিক দ্বীন প্রচারক ও সঠিক ধর্ম **শিক্ষক গংদেরকে খরচ টাকা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকা সমস্** মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

উক্ত ৪নং সাবধাণ বাণীতে আরো লিখা আছে- মূল কথা- যাহারা এই রূপ কথা বলে যে, আমরা যেখানে ওয়াজ করি সেখানের মুসলমানদের থেকে এক বিড়া পান পর্যন্ খাইনা বা এই জাতীয় অন্য কথা বলে, ইহারা পরহেজগার নহে বরং তাহারা মুনাফেক। তাহাদের উক্ত “পান পর্যন্ খাইনা” ইত্যাদি কথা হাদীস ও ফিক্বাহের কিতাবের খেলাফ।

-ঃ তাওয়াক্কুলের ছবব বা কারণ ঃ-

৫। প্রশ্ন ঃ- তাওয়াক্কুলের ছবব কি ? (অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের চিন্দা অন্দরে উৎপত্তির কারণ কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ্তা’য়ালাকে জগতের প্রতিপালক,রিজিক দাতা, সর্বশক্তিমান ধারণা করিয়া চিন্দা করিতে থাকা। পবিত্র কুরআনে আছে -

الحمد لله رب العالمين۔

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها۔

ان الله على كل شئ قدير۔

(বর্ণিত আয়াত সমূহের গবেষণা তাওয়াক্কুলের চিন্দা উৎপত্তির ব্যাপারে বিশেষ ফায়দা জনক- প্রকাশক)

-ঃ তাওয়াক্কুলের আলামত ঃ-

৬। প্রশ্ন ঃ- তাওয়াক্কুলের আলামত বা লক্ষণ কি ?

উত্তর ঃ- সর্ব কাজে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখার ক্ষমতা পয়দা হওয়া এবং বিপদে ধৈর্য্য হারা না হওয়া।

-ঃ তাওয়াক্কুলের এ’লাজের বর্ণনা ঃ-

৭। প্রশ্নঃ- তাওয়াক্কুলের এ’লাজ কী ?

উত্তর ঃ- পীরে কামেলের ছোহবাত এখ্তিয়ার করিয়া রিয়াজত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইখ্‌লাছের বিবরণ

-ঃ ইখ্‌লাছের পরিচয় ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- ইখ্‌লাছ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য এবং আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে এবাদত করাকে ইখলাছ বলে। আর সমাজের সন্তুষ্টির জন্য বা সমাজের দুর্ণামের ভয়ে এবাদত করাকে রিয়া বলে।

ইখলাছ হাছিল করা কি ? এবং ইখ্‌লাছের ইল্‌ম শিক্ষা করা কি ? এ সম্পর্কে জরুরী বর্ণনা।

ইখ্‌লাছ অন্তরের একটি নেক আখলাকের অর্থাৎ নেক স্বভাবের নাম। এই নেক আখলাক বা নেক স্বভাবটি হাছিল করার জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিয়াছেন। যথা- কুরআন মজীদে আছে -

لاتعبد ون الا الله

তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো এবাদত করিওনা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন মজীদের বহু জায়গায় এই নেক হালতটি হাছিল করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই ইখ্‌লাছ হাছিল করা ফরজ। ইখ্‌লাছের ইলেম শিক্ষা করাও ফরজ। **যথা -**

❑ **রাদ্দুল মোহ্‌তার (শামী) কিতাবের প্রথম খন্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -**

وعلم الا خلاص لان صحة العمل موقوفة عليه

অর্থাৎ- ইখ্‌লাছের ইলেম শিক্ষা করা ফরজ। যেহেতু ইখ্‌লাছ ছাড়া আমল বন্দেগী ছহীহ্ হয় না।

❑ **নাছায়ী শরীফে আছে -**

قال رسول الله (صلعم) ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه-

রাছুলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইয়াছেন- নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা যে সমস্ত আমল বন্দেগী শুধু তাঁহারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইখ্লাছের সহিত করা হয় একমাত্র তাহাই কবুল করেন, ইহা ছাড়া অন্য কোন আমল বন্দেগী কবুল করেন না।

[তাফ্ছীরে মাজহারী ৩৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

-ঃ ইখ্লাছ হাছিলের ত্বরীকা ঃ-

৪। প্রশ্ন ঃ- ইখ্লাছ হাছিল করার ত্বরীকা কী ?

উত্তর ঃ- ইখ্লাছ হাছিল করিতে চাহিলে **প্রথমত ঃ-** রিয়ার ইল্ম শিক্ষা করিতে হইবে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরকে রিয়া শূন্য না করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইখ্লাছ হাছিল হয় না। রিয়ার ইল্ম শিক্ষার পর ইখ্লাছের ইলেম শিক্ষা করিতে হইবে। এই ইল্মের ছববে (কারণে) অন্তরে একটি হালত পয়দা হইবে, এই ইল্ম ও হালতের ছববে (কারণে) অন্তরে ইখলাছ পয়দা হইবে।

মোট কথা যতক্ষণ পর্যন্ত রিয়া ও ইখ্লাছের ইল্ম হাছিল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত হালত পয়দা হয় না। আর এই ইল্ম ও হালত ব্যতীত ইখ্লাছ হাছিল হয় না।

[প্রকাশ থাকে যে, মোর্শ্বেদে কামেলের তাওয়াজ্জুহ ও কঠোর রিয়াজত করাও ইখলাছ হাছিলের জন্য অপরিহার্য জরুরী-তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খন্ড দ্রষ্টব্য]

-ঃ ইখ্লাছের হাকীকত ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- ইখ্লাছের হাকীকত কি ?

উত্তর ঃ- ইখ্লাছের হাকীকত হইল, আল্লাহ খালেক, বান্দা মাখ্লুক। মাখ্লুকের কর্তব্য কাজ একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে ও তাহার সন্তুষ্টির জন্য এবাদত করিয়া যাওয়া সমাজের দুর্নামের ভয় বা সুনামের আশায় এবাদত না করা।

যাহারা সমাজের দুর্নামের ভয়ে বা সুনামের আশায় কোন নেক কাজ করিবে তাহারা আল্লাহর কাছে উক্ত নেক কাজের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে না। কারণ (ময়দানে হাশরে) আল্লাহ বলিবেন, **(মূল কথা)-** বান্দা! তুমি নেক কাজ যাহা কিছু করিয়াছ, তাহা সমাজের দুর্ণামের ভয়ে বা সুনামের আশায় করিয়াছ। তোমার পুরস্কার সমাজই দিয়াছে। আমার কাছে তোমার নেক কাজের ছওয়াব কিছুমাত্র নেই।

এক্ষণে পরিস্কার বুঝা গেল, ইখ্লাছ ছাড়া কোন বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না।

-ঃ ইখ্‌লাছের দিক দিয়া বর্তমান মুসলমান সমাজের অবস্থা ঃ-

৪। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে মুসলমান সমাজের অবস্থা কি ? ইখ্‌লাছের সহিত এবাদত করিতেছে কি না ?

উত্তর ঃ- বর্তমান মুসলমান সমাজের অবস্থা ঃ- ✪ আম লোকের বদনী (দৈহিক) বন্দেগী হইল নামাজ। **দুই ঈদের নামাজে যতজন** মুছুল্লী দেখা যায়, জুম্মার নামাজে ততজন দেখা যায় না। **জুম্মার নামাজে** যতজন মুছুল্লী হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ততজন হয় না; সমাজে যতজন মুছুল্লী হয়, নির্জনে ততজন হয় না। (এমনকি লাইলাতুল ক্বদরে ও শবে বরাতে অসংখ্য লোক নফল বা ছুন্নাতে জায়েদা নামাজের উদ্দেশ্যে মস্‌জিদে জমা হয়, অথচ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজে অসংখ্য মসজিদে উহার চার ভাগের এক ভাগ লোকও জমা হয় না এবং ফরজ নামাজ পড়ে না।) **ইহাতে বুঝা যায় রিয়ার এবাদত খুব বেশী, আর ইখ্‌লাছের সহিত এবাদত নেহায়েত কম।**

✪ আম সমাজের মালী বন্দেগী দেখা যায় তাহারা মৃত ব্যক্তির নামে একটি জিয়াফত খাওয়াইয়া থাকে। তাহারা মুখে বলিতেছে ছাওয়াবের নিয়্যতে ও একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে, প্রকৃতপক্ষে হাজারের ভিতরে দুই চারটি জিয়াফতও আল্লাহর ওয়াস্তে হইতেছে না। **প্রায় সবই রিয়ার জিয়াফত।** তাহাদের যত জেয়াফত হইতেছে একমাত্র দুর্ণামের ভয়ে বা সুনামের আশায় হইতেছে।

এই দাতারা হাজার হাজার টাকা জেয়াফতে খরচ করিলেও অভাবের সময় যখন মানুষেরা অনাহারে দিন কাটায়, তখন একটি টাকাও অভাবগ্রস্ লোকদিগকে দান করে না। (এমনকি পূর্ণাংঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও প্রচারের জন্যও অর্থ ব্যয় করা যাহা মহা জরুরী ওয়াজিব খরচ তাহাও করে না)

তাহারা নফল জিয়াফতে পঞ্চাশ মণ চাউল খরচ করিলেও অভাবের সময় যখন মানুষেরা অনাহারে থাকে, তখন এক সের চাউলও হাওলাত দিতে রাজী হয় না।

মৃত ব্যক্তির দেনা আদায় করার জন্য অধিকাংশ ওয়ারিশগণ একটি পয়সাও ব্যয় করিতে রাজি না। **মোটকথা নিজ নফ্‌ছে আম্মারার পরামর্শ মতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিলেও শরীয়তের বিধান মতে একটি পয়সাও ব্যয় করিতে রাজি না।**

আম সমাজের আর একটি মালি বন্দেগী হইল অসংখ্য টাকা খরচ করতঃ দেশে একটি ধর্ম প্রচারের সভা করা। অবশ্য তাহাদের দাবী আল্লাহর ওয়াস্তে, হেদায়েতের নিয়তে ধর্ম প্রচারের সভা করিতেছে। কিন্তু হাজার সভার ভিতরে দুই চারটি সভাও ধর্ম প্রচারের জন্য ইখ্‌লাছের সহিত হইতেছে না। **যদি ইখ্‌লাছের সহিত হইত, তবে শরীয়ত মোতাবেক যাহারা আলেম ও কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট তাহাদের দ্বারা ধর্ম প্রচার বা ওয়াজ করাইতেন।**

বর্তমান ধর্ম প্রচারের প্রায় সভা করান হইতেছে তুতি, নুরী, বানার্জী, মুখার্জীদের দ্বারা, যাহারা ছলে- বলে, কলে-কৌশলে চান্দা তুলিতে পারে।

আর কতকে সভা করাইতেছে তাছাওউফ বিহীন নাকেছ পীর ছাহেবদের দ্বারা, পীর ছাহেব যদি শরীয়ত মোতাবেক আলেম নাও হন, এমন কি কতক পীর ছাহেবরা আছেন, যাহারা কুরআন-হাদীছের ইল্‌মে একেবারে অজ্ঞ বা চরম মূর্খ মুরীদানরা এই অজ্ঞ ও চরম মুর্খ পীর ছাহেবের দ্বারাই ধর্ম প্রচার করাইতেছে। এই পীর ছাহেবের পিছনে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেও রাজী, কিন্তু পীর ছাহেবকে যাহারা দশ বৎসর পড়াইতে পারেন এবং শরীয়ত মোতাবেক আলেম, (অর্থাৎ -ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় ইল্‌মে আলেম) ত্রিশ পারা কুরআনের সঠিকভাবে প্রচার করিতে পারেন; এই পর্যায়ের খাঁটি হাদী মোহাক্কেক আলেম ছাহেব সাত দিন ওয়াজ করিলেও সাতটি পয়সা দিতে রাজি না। এই অবস্থা প্রায় সারা বাংলাদেশের।

[প্রকাশ থাকে যে, এই অবস্থা বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আ'জম (রহঃ) এর জীবনের প্রথম দিকের অবস্থা, অতঃপর তিনির অক্লান্ত পরিশ্রমে আল্লাহ্ তা'য়ালার মেহেরবাণীতে পরবর্তী যুগে কিছুটা সংশোধন হইয়াছে -প্রকাশক।]

✪ **আর কতকে ধর্ম প্রচারের সভার ইন্তেজাম করে ব্যবসার জন্য। একজন** মশহুর বক্তা ছাহেবকে বা পীর ছাহেবকে দাওয়াত দিলেন, অতঃপর তাঁহার খরচ বাবদ দুই হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া এক হাজার টাকা তিনির জন্য খরচ করিলেন, আর বাকী এক হাজার টাকা আত্মসাত করিলেন। ইহা কোন প্রকারেই ইখ্‌লাছের লক্ষণ নহে। **[বরং উহাতে চরম মিথ্যা প্রবঞ্চনার গুনাহ্ হয় এবং উক্ত মশহুর ওয়ায়েজ ও পীর ছাহেবের নিয়তে দানকৃত টাকা চুরি করা হয় ও বান্দার হক নষ্ট হয়। প্রকাশক]**

✪ **আলেম সমাজের উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র হইয়াছে প্রচার বিভাগ। (আমভাবে** কুরআন প্রচার ও আমভাবে ওয়াজ নছীহাত করা) এই প্রচার যাহারা করিতেছেন তাহাদের হাজারের ভিতরে দুই চার জনও ইখ্‌লাছের সহিত করিতেছেন না। কারণ বর্তমান প্রচারকদের রীতি হইল, তাহাদের প্রচারে সকলেই যেন খুশী হয়, কেহই যেন বেজার না হয়।

অথচ প্রচার বিভাগের কানূন হইল হক প্রচার করা। ইহাতে সমাজ সুনাম গাহিবে না দুর্ণাম করিবে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করা।

প্রচারক সাহেবেরা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সুনামের আশা ও দুর্ণামের ভয় অন্তর হইতে দূরীভুত না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত হক প্রচার করিতে সক্ষম হইতে পারিবে না এবং তাহাদের ধর্ম প্রচার ইখ্‌লাছের সহিত হইবে না।

প্রত্যেক জামানায় নায়েবে রাছুলদের সাথে জাল নায়েবে রাছুল মিশ্রিত আছে (অর্থাৎ জাল আলেম, জাল পীর ও জাল বক্তা আছে এবং মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেম আছে।) আম সমাজ খাঁটি-জাল কিছুই চিনিতে পারে না। কাজেই প্রচারকদের কর্তব্য কাজ হইয়াছে সমাজকে খাঁটি-জাল চিনাইয়া দেওয়া।

বর্তমান জামানার প্রচারক সাহেবেরা সাধারণত এই ওয়াজ করিতে রাজি না। কারণ পীরদের এবং আলেমদের বড় দল হইয়াছে জাল, এই ওয়াজ করিলে (খাঁটি ও জাল চিনাইয়া দিলে) প্রচারকদের সুনাম থাকিবে না বরং তাহাদের দুর্ণাম করিবে। এই জন্য বর্তমান জামানার প্রায় সকল প্রচারক সাহেবেরাই যাহা কিছু ওয়াজ করিতেছে রিয়ার সহিত করিতেছে। ইখ্‌লাছের সহিত ওয়াজ করিতেছে না।

আমাদের বিশ্বনবী (ছঃ) তের বৎসর কাল, মক্কা শরীফ থাকিয়া কাবা শরীফের দিকে ফিরে নামাজ পড়িয়াছিলেন। যখন তিনি হিজরত করিয়া মদিনা শরীফে তাশ্‌রিফ নিলেন আল্লাহর আদেশ হইল বায়তুল মোকাদ্দাছের দিকে ফিরে নামাজ পড়ার জন্য, তিনি আদেশ পাওয়া মাত্র আদেশ মতে নামাজ পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে মক্কাবাসী আম সমাজ বহু দুর্ণাম রটাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল হযরত মোহাম্মদ (ছঃ) এবারে আমাদের কাবা ত্যাগ করিলেন কি জন্য ? আবার যখন মক্কা শরীফের দিকে নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন তখন মদিনাবাসীদের থেকে মুছা (আঃ) এর উম্মত দাবীকারী ইহুদী ও ঈছা (আঃ) এর উম্মত দাবীকারী খ্রিষ্টান আলেম সমাজ বহু দুর্ণাম করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল হযরত মোহাম্মদ (ছঃ) আমাদিগকে বাধ্য করার জন্য কয়েক দিন আমাদের কেবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়িয়া দেখাইলেন। যখন আমরা বাধ্য হই না, তখন মক্কাবাসীদিগকে বাধ্য করার জন্য তাহাদের কেবলার দিকে নামাজ পড়া আরম্ভ করিয়াছেন। এদিকে মক্কাবাসীরা বলিতে লাগিল মোহাম্মদ (ছঃ) ভালোর পথে চলছে। আমাদের কেবলার দিকে ফিরে নামাজ আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায় কিছুদিন পরে মুর্তি পূঁজায়ও আসিবেন।

বিশ্বনবী হযরত (ছঃ) কোন দলের কুৎসার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করিয়া যাইতেন।

হযরত (ছঃ) যখন আল্লাহর আদেশ মতে মক্কাবাসীদের পুতুল পুঁজার গোমরাহী বয়ান করিতে লাগিলেন, তখন হইতে মক্কাবাসীদের বহু দুর্ণাম, বহু কটু কথা, বহু গালি গালাজ, এমনকি শায়ের, মজনুন (পাগল) ইত্যাদি বহু কটু কথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রচার ঠিক মতই চালাইয়া যাইতেন।

যখন ইহুদী ও খ্রিষ্টান আলেমদের মাছয়ালা পরিবর্তন বা গোপনের অপকর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে ইহুদী ও খ্রিষ্টান দলের কুৎসা শুনিতে বাধ্য হইলেন।

আমাদের হযরত (সঃ) মক্কা ও মদীনাবাসী বিরোধী গণের দুর্ণামের ভয়ে হক প্রচার বন্ধ করিয়া দেন নাই। এই বিশ্বনবীর ওয়ারেছ বা নায়েব বলিয়া যাহারা ঘোষণা করিতেছেন, তাহাদের উচিৎ সমাজের সুনামের আশায় বা দুর্ণামের ভয়ের কোন পরওয়া না করিয়া হক প্রচার করিয়া যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

মোটকথা, উল্লিখিত রিয়া দূর করিয়া ইখলাছ হাছিল করিতে পারিলে হক প্রচার করিতে সক্ষম হইবে।

৫। প্রশ্ন ঃ- বর্তমান আম সমাজ, আলেম সমাজ প্রায় সকলেই রিয়ার বিমারে পতিত হওয়ার কারণ কি ? শতকরা দুই চার জনের ভিতরেও ইখলাছ পাওয়া যাইতেছে না কি জন্য ?

উত্তর ঃ- ঈমানের পরে শরীয়াতের মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ মাছয়ালা দেহ সম্বন্ধীয়-এই ভাগের নাম ফিক্বাহ। দ্বিতীয় ভাগ, আত্মা সম্বন্ধীয় -এই ভাগের নাম ইল্মে তাছাওউফ। রিয়া, ইখ্লাছ ইত্যাদি তাছাওউফের মাছয়ালা। বর্তমান জামানায় টাইটেল বা দাওরা ক্লাস পর্যন্ত তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষার ফরজ আদায় হয় এইরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই। কাজেই এই মাছয়ালা হইতে বর্তমান টাইটেল পাস বা দাওরা পাস আলেম সমাজ বেখবর।

যখন আলেম সমাজ বেখবর তখন আম সমাজের কি অবস্থা হইতে পারে ? এই তাছাওউফের মাছয়ালার চর্চা না থাকার দরুনই আজ, কি আলেম সমাজ, কি আম সমাজ, প্রায় সকলেই রিয়া ইত্যাদি বদ আখলাকে ছিনা পূর্ণ। এই জন্য ইখ্লাছ আজ সমাজ হইতে বিদায় নিয়াছে।

[প্রকাশ থাকে যে, আইনুল ইলেম, কাওলুল জামীল, গোলেস্তা, পান্দেনামা ইত্যাদি কিতাবে তাছাওউফ সম্পর্কে যাহা কিছু আছে তাহাতে তাছাওউফের ফরজ -ওয়াজিব আদায় হয় না বরং উক্ত কিতাবসমূহ পাঠ করার পরেও তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ বাকী থাকে। তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায়ের জন্য কোন্ কোন্ বিষয় ও কতটুকু কি শিক্ষা করিতে হইবে এই বিষয়ে শামী কিতাব ১ম খন্ডে বর্ণনা আছে।] [প্রকাশক]

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুন্‌জিয়াত অধ্যায়

ত্রয়োদশ খন্ড

খওফ ও রজা সম্পর্কীয় আলোচনা

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

[ত্রয়োদশ খন্ড]

খওফের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- খওফ কাহাকে বলে এবং অন্তরে খওফ পয়দা করা কি ?

উত্তর ঃ- খওফ অর্থ ভয়। এই খওফ অন্তরের একটি হালতের নাম। এই ভয় পয়দা করা ফরজ এবং এই ভয় অন্তর হইতে দূর করাও ফরজ। এই ভয় আহ্‌কামে-বাতেনী বা তাছাওউফের মাছয়ালা, আমল করিতে পারিলে নাজাত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মানুষের অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত ভয় পয়দা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। এইজন্য আল্লাহ্ তায়ালা ভয় করার আদেশ করিয়াছেন। **যথা- কুরআন মজীদে সূরা আল-ইমরানের ১০২ আয়াতে আছে-**

يا ايها الذين امنوا اتقوالله حق تقاته ولاتموتن الا وانتم مسلمون

অর্থ- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তায়ালাকে সঠিক ভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুছলমান না হইয়া মরিয়া যাইওনা।

প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে আল্লাহ্‌তা'লাকে ভয় করা ফরজ। আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করার অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধ অমান্য করিলে শাস্তি গ্রস্থ হইতে হইবে তাহার ভয় করা। মুসলমান না হইয়া মরিয়া যাইওনা অর্থ শরীয়াতের তিন প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা ও আমল না করিয়া মরিয়া যাইও না।

২। প্রশ্ন ঃ- কাহাকে ভয় করিতে হইবে ?

উত্তর ঃ- প্রথমত ঃ আল্লাহকে ভয় করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ঃ - রাছূলকে ভয় করিতে হইবে।

তৃতীয় ঃ -পিতা মাতাকে ভয় করিতে হইবে।

চতুর্থ ঃ - রাজাকে ভয় করিতে হইবে।

পঞ্চম ঃ - বড়কে ভয় করিতে হইবে।

৩। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ্‌কে ভয় করার কথা কুরআনে আছে কি ?

উত্তর ঃ- আল্লাহকে ভয় করার জন্য কুরআন মজীদে বহু জায়গায় আদেশ করিয়াছেন। **যথা-৩০ পারায় সূরা বায়্যিনাতের ৮নং আয়াতে আছে -**

رضى الله عنهم ورضواعنه ذالك لمن خشى ربه -

"আল্লাহ্ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট (খুশী) এবং তাহারাও আল্লাহ উপর সন্তুষ্ট। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য যে তাহার প্রভূকে ভয় করে।"

চতুর্থ পারাতে লিখা আছে ঃ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে সঠিক ভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হইয়া মরিয়া যাইওনা।" (অর্থাৎ আক্বাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্ এই তিন প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া এবং আমল না করিয়া মরিয়া যাইওনা। যদি মরিয়া যাও তোমাদের ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।)

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, যাহারা মুসলমান হইয়া বর্ণিত তিন প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় পয়দা হয় নাই এবং হিসাবান্তে নাজাত প্রাপ্তও হইবে না।

৪। প্রশ্ন ঃ- শরীয়তের আমলি মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত - ফিক্বাহ, ইলমে তাছাওউফ। কতক আলেম আছেন, তাহারা ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়া তাহার উপর আমল করিয়া যাইতেছে। কিন্তু, ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করেনা, আমলও করেনা, তাহাদের অন্তরে ভয় পয়দা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ শামী কিতাব পাঠ করিলে জানা যায় "ফিক্বাহ, তাছাওউফ উভয় ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ"। যাহারা শুধু ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিয়া তাহার উপর আমল করিয়া যাইতেছে, তাছাওউফের ইলম্ শিক্ষা করিতেছেনা, আমলও করিতেছেনা, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হয় নাই। যদি ভয় পয়দা হইত তবে ফরজ ইল্‌ম ত্যাগ করিতে পারিত না।

৫। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর আছেন তাহারা কতকগুলি অজীফার নাম রাখিয়াছে ইলমে তাছাওউফ, তাহারা এই অজিফা পাঠ করিয়া জীবন কাটাইতেছে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- বর্নিত পীর ছাহেবের অন্তরে ভয় পয়দা হয় নাই। যদি ভয় পয়দা হইত, তবে ফরজ ইলেম ত্যাগ করিতে পারিত না।

প্রকাশ থাকে যে, যতদিন পর্যন্ত ফেক্বাহ-তাছাওউফ এই দুই প্রকারের ইলেম শিক্ষা না করিবে ততদিন পর্যন্ত ভয়ের আদেশটি প্রতিপালন করা হইবে না এবং নাজাতের যোগাড়ও হইবে না। **আরো প্রকাশ থাকে যে, বর্নিত পীর ছাহেবেরা সত্যিকারে পীরই নহে বরং সম্পূর্ন নাকেছ পীর।**

৬। প্রশ্ন ঃ- কতক মুছলমান আছেন চার ত্বরীকার জিকির করিয়া যাইতেছে কিন্তু তাছাওউফ এর ইল্‌ম শিক্ষা করিতে রাজী না। তাহাদের অন্তরে ভয় পয়দা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- ত্বরীকাতের প্রচলিত জিকির করা মোস্তাহাব, আর তাছাওউফের ইলেম শিক্ষা করা ফরজ। যাহারা ফরজ ছাড়িয়া নফল এবাদতে মশগুল, তাহারা পথভ্রষ্ট। তাহাদের অন্তরে ভয় পয়দা হয় নাই। যদি আল্লাহ্‌র ভয় পয়দা হইত, তবে ফরজ ইল্‌ম ত্যাগ করিতে পারিত না।

দ্বিতীয় ঃ- রাছুলকে ভয় করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা রাছুল প্রেরণ করিয়াছেন ইল্‌মে শরীয়াত শিক্ষা দান করার জন্য, বর্তমানে রাছুল এর পরিবর্তে নায়েবে রাছুল নিযুক্ত আছেন। এই নায়েবে রাছুলের কাছে ইল্‌মে দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত ফিক্বাহ্‌ ও তাছাওউফ শিক্ষা না করিলে বেহেশ্‌ত ভবনে প্রবেশ করা যাইবে না। আর ইলমে দ্বীন-এর অভাবে আল্লাহর দোজখে পতিত হইতে হইবে।

যাহারা নায়েবে রাছুলদের কাছে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিতেছে না তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় পয়দা হয় নাই।

তৃতীয় ঃ- পিতা মাতাকে ভয় করা।

আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন - মূলকথা-পিতামাতার খেদমত করিয়া তাহাদিগকে খুশী কর, তবে আল্লাহর খুশী হাছিল হইবে। পিতামাতার অন্তরে দুঃখ দিওনা, দুঃখ দিলে আল্লাহকে অমান্য করা হইবে। ইহাতে আল্লাহ্‌ রাগান্বিত হইবেন। যাহারা পিতা মাতার অন্তরে দুঃখ দিতেছে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হয় নাই।

চতুর্থ ঃ- রাজাকে ভয় করিতে হইবে।

(অর্থাৎ ন্যায়পরায়ন রাজাকে অমান্য করিলে পরকালে দোজখ ভোগ করিতে হইবে। অন্তরে এই রূপ ভয় রাখিতে হইবে জুম্মার দিন খোত্‌বা পাঠে ঘোষনা দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ ভীরু ন্যায়পরায়ণ রাজা আল্লাহ তায়ালার ছায়া স্বরূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীরু ন্যায়পরায়ণ রাজার সম্মান করিল, সে যেন আল্লাহরই সম্মান করিল আর যে ব্যক্তি রাজার অপমান করিল তাহাকে মহান আল্লাহ অপমান করিবেন।

কুরআন পাঠ করিলে জানা যায় রাজদ্রোহীতা মহাপাপ, তাই তাহার রাজত্বের টাইম খতম না হওয়া পর্যন্ সম্মান করিয়া যাইতে হইবে।

পঞ্চম ঃ- বড়কে ভয় করিতে হইবে।

অর্থাৎ বড়কে অমান্য করিলে খাঁটি মুসলমানের দপ্তর হইতে নাম কাটা যাইবে। অন্রে এইরূপ ভয় রাখিতে হইবে।

হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন - মূলকথা - যে ব্যক্তি বড়কে সম্মান করিতেছে না সে ব্যক্তি আমার উম্মত নহে, অতএব যে ব্যক্তি বড়কে সম্মান করেনা তাহার অন্রে আল্লাহর ভয় পয়দা হয় নাই।

-ঃ যাহাদেরকে ভয় করা নিষেধ তাহাদের বর্ণনা ঃ-

৭। প্রশ্ন ঃ- কাহাদেরকে ভয় করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন ?

উত্তর ঃ- প্রথমত ঃ- মোশ্‌রেকদিগকে ভয় করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ঃ- আহ্‌লে কিতাবদিগকে ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তৃতীয় ঃ- অখাঁটি মুছলমানদিগকে ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

চতুর্থ ঃ- মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদিগকে এবং জাল আলেমদিগকে (যাহারা ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় প্রকারের ইল্‌ম শিক্ষা না করিয়া আলেম সাজিয়াছে) ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

পঞ্চম ঃ- আধুনিক শিক্ষিতদের থেকে যাহারা ধর্ম নিয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছে, তাহাদিগকে ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৮। প্রশ্ন ঃ- বর্ণিত পাঁচদলকে ভয় করা যে নিষেধ, তাহার কোন প্রমান আছে কি ?

উত্তর ঃ- প্রথম দল মোশ্‌রেকদিগকে আল্লাহ ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন - **যথা**- আরবের কোরায়েশগণ মোশ্‌রেক ছিল, তাহারা এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৩৬০ (তিনশত ষাইট) মূর্তির (মাবুদ ধারনায়) পুঁজা করিত। আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বনবীকে আদেশ করিয়া দিলেন যে, জগতবাসীদিগকে জানাইয়া দাও, যাহারা বেহেশ্‌ত ভবনে

যাইতে চাও, তাহারা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। **আর আরবের কোরায়েশগণ যে** বলিতেছে, ‘‘তিন শত ষাইটটি উপাস্য বা মা’বুদ’’ উহার একটিও মা’বুদ নহে, জগতের সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনিই একমাত্র মা’বুদ।

ইহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান ঘোষণা দিলেন কোরায়েশদের তিন শত ষাইটটি মূর্তির মধ্যে একটিও মা’বুদ বা আল্লাহ্ নহে। দীর্ঘ তের বৎসর পর্যন্ত ঘোষনা দিলেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কোরায়েশগণ সর্ব শক্তি প্রয়োগে বাঁধা দান করিতে লাগিল। বৃহৎ শক্তিদ্বারা অমানুষিক যুলুম কম করিলনা। কিন্তু মুছলমানদের ঘোষণা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বন্ধ হইলনা।

দ্বিতীয় দল ঃ- আহ্‌লে কিতাব ইয়াহুদী ও নাছারা উভয় দল জগত বিখ্যাত ছিল। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবীকে ঘোষণা করিতে বলিলেন।

মূলকথা ঃ- হে মোহাম্মদ (ছঃ) তুমি ঘোষণা দাও, হে মুছা (আঃ) এর উম্মত দাবীকারী ইহুদী আলেম সমাজ এবং ইছা (আঃ) এর উম্মত দাবীকারী খ্রিষ্টানরা বা নাছারা আলেম সমাজ তোমরা কোন কিছুর উপর নও অর্থাৎ তোমাদের দুইও দলের ধর্ম মিথ্যা, যেহেতু, তোমরা আছমানী কিতাবের মাছয়ালা পরিবর্তন করিয়াছ। যতদিন পর্যন্ত মাছয়ালা সংশোধন করিয়া জানাইয়া না দিবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ধর্ম মিথ্যা থাকিয়া যাইবে।

তৃতীয় ঃ- অখাঁটি মুছলমানের দল।

এই দলটা বৃহৎ আকারের দল, ধর্ম সরকার, রাজ সরকার, পাবলিক সবই এই দলে আছে। এই দলটি বৃহৎ আকারের হওয়া সত্বেও আল্লাহ বলিয়াছেন-

মূলকথা ঃ- হে মোহাম্মদ (ছঃ) তুমি মোনাফেকদিগকে সংবাদ শুনাইয়া দাও তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক আজাব রহিয়াছে। তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক আজাবের এক বিশেষ কারন হইল তাহারা মুছলমানদের সাথে দুস্তি না করিয়া অমুসলমানদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদিগকে অমুছলমানদের সাথে দোজখে জমা করা হইবে এবং তাহাদের আজাব কাফেরদের চেয়েও বেশী হইবে।

চতুর্থ ঃ- মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদের দল, এই দলটি মুছলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদল। এদের কতক বিখ্যাত পীর, কতক বিখ্যাত বক্তা, আর কতক মাদ্রাসার হেড মোদার্‌রেছ। এই দলটাকে মুছলমান সমাজ মাথার তাজ মনে করে।

ইহা সত্বেও আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে পঞ্চম পারাতে ঘোষনা দিয়াছেন-

মূলকথা ঃ যাহারা মাছয়ালা পরিবর্তন করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আন্তরিক কামনা মুছলমানদিগকে পথভ্রষ্ট করিবে। ইহারা হইয়াছে আল্লাহর দুশমন, মুছলমান সমাজের দুশমন।

আল্লাহর ঘোষণা জানা মাত্র মুছলমান সমাজ ঘোষণা দিলেন, মূলকথা- মাছয়ালা পবির্তনকারী আলেম সমাজ মুছলমান সমাজের দুশমন। এদের উপর আল্লাহর লা'নত এবং মাখলুকাতের লা'নত ।

আর জাল আলেমদের এই দলে তাছাওউফ অস্বীকারকারী নাকেছ পর্যায়ের ক্বারী, হাফেজ, মৌলবী, মাওলানা অসংখ্য রহিয়াছে'' ইহা সত্বেও বিশ্বনবী ঘোষনা দিয়াছেন-

মূলকথা ঃ- যাহারা জাল আলেম তাহারা দাজ্জালে কাজ্জাব, তাহাদের সাথে সহযোগিতা বর্জন না করিলে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। **[প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত পীর, আলেম, হাফেজ, ক্বারীগণ- ফিক্বাহ ও তাছাওউফে বিশ্বাসী ও হকের উপর আছে এবং কিতাবের মোয়াফেক তাহাদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে তাহারা নবীগণের ওয়ারিশ।]**

পঞ্চম ঃ- আধুনিক শিক্ষিত সমাজ থেকে যাহারা ধর্ম নিয়া হাসি ঠাট্টা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সাথে সহযোগিতা বর্জন করিতে আল্লাহ পঞ্চম পারাতে আদেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালা নবম পারাতে বলিয়াছেন মূলকথা - যে সমস্ত লোক ধর্ম নিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছে. তাহারা মনুষত্ব জ্ঞান অর্জন করে নাই । ইহারা পশু সমতুল্য বরং পশুর চেয়েও অধম।

কোরায়েশ বংশের প্রধান নেতা ছিল আবু লাহাব। আমাদের বিশ্বনবীর সভাতে উপস্থিত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা পাথর দেখাইয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা আবু লাহাবের ধ্বংসের বর্ণনা দিয়াছেন।

মূলকথা ঃ- আবু লাহাবের হস্ত দুইখানা ধ্বংস হউক, তাহার জীবনের মাল রাশি ধ্বংস হউক, তাহার মাল ও উপার্জন তাহাকে দোজখ ও ধ্বংস হইতে বাঁচাইতে পারিবে না এবং তাহার স্ত্রী ধ্বংস হউক এবং আবু লাহাব মৃত্যুর সাথে সাথে দোজখে পতিত হউক।

অল্পসংখ্যক মুছলমানেরা ''আবু লাহাবের'' মত নেতার বিরুদ্ধে ছুরাহ লাহাব পাঠ করিতে লাগিলেন।

আহলে কিতাবদিগকে বিশ্বনবী পরিস্কার ভাষায় কুরআন শুনাইয়া দিলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ছাড়া কাহারো মুক্তি নাই। আহ্লে কিতাব বর্ণিত কুরআনের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিল, ইয়াহুদী এবং নাছারা ধর্ম গ্রহণ ছাড়া কাহারও মুক্তি নাই, আমাদের বিশ্বনবী তাহাদের কাছে দলীল তলব করিলেন তাহারা লাজওয়াব হইয়া গেল।

কুরআন মজীদে চতুর্থ পারা পাঠ করিলে জানা যায়, আহলে কিতাব কয়েকটি মাছয়ালা মিথ্যা প্রচার করিয়া বিশ্বনবীকে জালনবী সাজাইতে চাহিয়াছিল। ইহাতে হযরত (ছঃ) তাহাদের কাছে তওরাত হাজির করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন, তাহাতে তাহারা লাজওয়াব হইয়া গেল।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা অমুসলমানদিগকে যে ভাবে ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা মোছলমান সমাজ পূর্ণভাবে আমল করিয়া গিয়াছেন।

যাহারা সন্তানদিগকে ইল্মে দ্বীন শিখানোর চেষ্টা করে না তাহাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হয় নাই।

৯। প্রশ্ন ঃ- কতক মুছলমান আছেন তাহারা সন্তানদিগকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দান না করিয়া ইল্মে দুনিয়া শিখাইতেছে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়াছে কিনা ?

উত্তর ঃ- সন্তানদেরকে ইল্মে দ্বীন শিক্ষা দান করা ফরজ। এই ফরজ শিক্ষা দান না করিয়া যাহারা ইল্মে দুনিয়া শিক্ষা দিতেছে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহতায়ালার ভয় পয়দা হয় নাই। যদি ভয় পয়দা হইত, তবে ইল্মে দ্বীনের ফরজ ইল্ম ত্যাগ করিতে পারিত না।

১০। প্রশ্ন ঃ- একব্যক্তি নামাজ, রোজা ইত্যাদি ঠিকমত আদায় করিতেছে। তাহাজ্জুদ নামাজ হামেশা পাঠ করিতেছে, কিন্তু ছেলেমেয়েদিগকে ইল্মে দ্বীন শিখাইতেছেনা, এই ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পয়দা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- উল্লেখিত ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পয়দা হয় নাই, যদি ভয় পয়দা হইত তবে সে নিজ সন্তানদিগকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দান করা যে ফরজ তাহা ত্যাগ করিতে পারিত না।

১১। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের বিশ্বনবীকে যেরূপ অমুছলমানদিগকে ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তদ্রুপ অন্যান্য পয়গম্বরদিগকে নিষেধ করিয়াছেন কি না ?

উত্তর ঃ- প্রত্যেক জামানার পয়গম্বরদিগকে অমুছলমানদেরকে ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। **যথা-** হযরত নূহ (আঃ) এর কাওম মূর্তি পূঁজক ছিল এবং তাহারা প্রতাপশালী ছিল।

আল্লাহ তায়ালা তাহাদের বিরুদ্ধে হযরত নূহ (আঃ) কে ঘোষণা দিতে বলিলেন, যে, হে নূহ! তুমি বলিয়া দাও, হে আমার কওম তোমরা! পুতুল পূঁজা ছাড়িয়া দাও, তোমরা এক আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তাহাদের দলপতিরা বলিতে লাগিল, হে নূহ, আমরা তোমাকে একজন পথভ্রষ্ট এবং মিথ্যাবাদী লোক ধারণা করিতেছি। হযরত নূহ (আঃ) নির্ভিক চিত্তে দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রচার চালাইয়া গিয়াছেন।

হযরত হুদ (আঃ) এর কাওম পুতুল পুঁজক ছিল এবং তাহারা প্রতাপশালী ছিল, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের বিরুদ্ধে হুদ (আঃ) কে বলিলেন, তুমি বলিয়া দাও, হে আমার কাওম, তোমরা পুতুল পুঁজা ছাড়িয়া দাও, নচেৎ দোজখে পতিত হইবে। ইহাতে তাহাদের দলপতিরা বলিল, হে হুদ (আঃ) আমরা তোমাকে একজন জ্ঞান শূণ্য এবং মিথ্যাবাদী লোক ধারণা করিতেছি। হযরত হুদ (আঃ) নির্ভিক চিত্তে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়া গিয়াছেন।

ছামুদ নামক এক কাওম পুতুল পুঁজক ছিল, আল্লাহ ছালেহ পয়গম্বরকে আদেশ করিলেন, হে ছালেহ তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে বলিয়া দাও, তোমরা তাওবাহ না করিলে দোজখে পতিত হইবে। ইহাতে তাহারা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল, হযরত ছালেহ (আঃ) নির্ভিক চিত্তে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়া গিয়াছেন।

হযরত লুৎ (আঃ) এর কাওম মুর্তি পুঁজক ছিল এবং তাহারা পুরুষে পুরুষের সাথে ব্যাভিচারের কাজে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ বলিলেন, হে লুৎ, তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে বলিয়া দাও, তোমরা তাওবাহ না করিলে দোজখে পতিত হইবে। তাহাদের দলপতিরা বলিতে লাগিল, হে লুৎ, তুমি পবিত্র মানুষ। তুমি আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যাও। হযরত লুৎ নির্ভিক চিত্তে তাহাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়া গিয়াছেন।

হযরত শো'য়ায়েব (আঃ) এর কওম মূর্তি পুঁজক ছিল। তাহারা বেচা-কেনা ঠিকমত করিতনা। আল্লাহ তায়ালা শোয়া'য়েব (আঃ) কে বলিয়া দিলেন, হে শোয়া'য়েব! তুমি বলিয়া দাও **মূলকথা-** হে আমার কওম, তোমরা সৎপথে না আসিলে দোজখে পতিত হইবে। ইহাতে দলপতিরা বলিতে লাগিল, হে শোয়া'য়েব তোমাকে এবং তোমার লোকদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, হযরত শোয়া'য়েব (আঃ) নির্ভিক চিত্তে তাহাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়া গিয়াছেন।

জগত বিখ্যাত নমরূদ যে নিজেকে খোদা বা মা'বুদ বলে ঘোষণা দিয়াছিল, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আদেশ করিলেন, হে ইব্রাহীম, তুমি নির্ভিক চিত্তে বলিয়া দাও, হে নমরুদ তুমি মিথ্যুক। তুমি যদি আছমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে স্বীকার না কর তবে সেই আল্লাহ্র আজাবে পতিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদকে ভয় না করিয়া আল্লাহর আদেশ মত নির্ভিক চিত্তে প্রচার চালাইয়া গিয়াছেন।

আর একজন জগত বিখ্যাত মিসরের ফেরাউন নিজেকে মা'বুদ বলে ঘোষণা দিয়াছিল। আল্লাহ মূসা (আঃ) কে আদেশ করিলেন যে, **মূলকথা-** হে মুসা তুমি নির্ভিক চিত্তে বলিয়া দাও, হে ফেরাউন, তুমি যদি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে স্বীকার না কর, তবে তুমি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

বর্ণিত সাতজন পয়গম্বরের বিরোধীদলগুলি কতবড় প্রতাপশালী ছিল, আল্লাহ তাহাদিগকে ভয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১২। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহতায়ালা প্রায় প্রত্যেক জামানায় দুর্বলকে সবলদের হেদায়েত করার জন্য নিযুক্ত করিলেন কি জন্য ?

উত্তর ঃ- ধর্মে স্বাধীনতা থাকা দরকার, কারণ ধর্মে স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য থাকিত না। পশুকে যেরূপে কানে রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়, তদ্রুপ যদি মানুষকে কানে রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত তবে পশুর জন্য যেমন ইহজগত, মানুষের জন্যও শুধু ইহজগত হইত।

দ্বিতীয় ঃ- দুর্বলের দ্বারা সবল হেদায়েত না করিলে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালার কুদরত বা শক্তি প্রকাশ হইত না।

তৃতীয় ঃ- ধর্ম একমাত্র আল্লাহর ভয়ে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া চাই, যদি সবলের দ্বারা দুর্বল হেদায়েত হইত, তবে সবলের ভয়েতে করা হইত।

-ঃ খওফের হাকীকত সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১৩। প্রশ্ন ঃ- খওফের হাকীকত কি ?

উত্তর ঃ- মানুষ যখন জানিতে পারে যে, তাহার ভবিষ্যত অমঙ্গল তখন তাহার অন্তরে এক আঘাত লাগে, এই আঘাতের নাম খওফ।

আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধ প্রতিপালন না করিলে আল্লাহ তায়ালা শাস্তি প্রদান করিবেন, এই শাস্তির কথা যখন অন্তরে জাগরিত হয়, তখন তাহার অন্তরে ভয় পয়দা হয়, এই ভয় না থাকিলে ভয় পয়দা করা ফরজ।

এই ভয় যখন অস্থায়ী থাকে, তখন ইহাকে হাল বলে। আর যখন স্থায়ী হয়, তখন তাকে মাকাম বলে। এই মাকামের ছববে (কারণে) মানুষ গুণাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্তাদিগকে হযরত আদম (আঃ) কে ছেজদার আদেশ করিলেন। সমস্ত ফেরেশ্তারা ছেজদা দিতে বাধ্য হইলেন, একমাত্র ইবলিছ বাধ্য হইল না। ইবলিছের ভিতরে যদি আল্লাহ্ তায়ালার ভয় থাকিত, তবে সে ছেজদা না দিয়া থাকিতে পারিত না।

বর্তমান জামানায় যে সমস্ত মোছলমানেরা দিবারাত্র শরীয়তের আদেশ অমান্য করিতেছে, তাহাদের অন্তরেও আল্লাহর ভয় নাই। মোট কথা, আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলে অন্তরে ভয় পয়দা করিতে হইবে।

-ঃ খওফ পয়দা করার ত্বরীকা ঃ-

১৪। প্রশ্ন ঃ- খওফ পয়দা করার ত্বরীকা কী ?

উত্তর ঃ- অন্তরে খওফ পয়দা করিতে চাহিলে **প্রথমতঃ** শরীয়তের ভিতরে জাহেরী আদেশ-নিষেধ কি আছে এবং বাতেনী আদেশ-নিষেধ কি আছে তাহার ইল্ম শিক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ ফিক্বাহর আবশ্যকীয় মাছয়ালা এবং তাছাওউফের আবশ্যকীয় মাছয়ালা শিক্ষা করিতে হইবে এবং উভয় প্রকারের মাছয়ালার উপর আমল না করিলে আল্লাহর তরফ হইতে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

যখন এই শাস্তির উপর একীন হাছিল হইবে, তখন অন্তরে এক হালত পয়দা হইবে, যাহার নাম খওফ। এই ইল্ম ও হালতের ছববে আমল পয়দা হইবে অর্থাৎ গুণাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা পয়দা হইবে।

১৫। প্রশ্ন ঃ- কতক ত্বরীকাতপন্থী আছে, তাহারা শরীয়তের এক চতুর্থ অংশ ফেকার অর্ধেক মাছয়ালা শিক্ষা করিয়া আমল করিতেছে, আর শরীয়তের তিন চতুর্থ অংশ বাদ দিয়াছে। তাহারা মোরাকাবায় বসিয়া আল্লাহর ভয়তে শিহরিয়া উঠে, মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া বেহুঁশ হইয়া যায়, তাহাদের খওফ পয়দা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- বর্ণিত ত্বরীকাত পন্থীর অন্তরে খওফ পয়দা হয় নাই, যদি খওফ পয়দা হইত তবে শরীয়তের বারআনী মাছয়ালা শিক্ষার ফরজ ও আমলের ফরজ বাদ দিতে পারিত না।

এবাদতের মাছয়ালা শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, শরীয়াতের বাকী তিন চতুর্থাংশের মাছয়ালা শিক্ষা করাও তদ্রুপ ফরজ। তাহাদের অন্তরে খওফ পয়দা হইলে শরীয়াতের তিন চতুর্থাংশ মাছয়ালা শিক্ষার ফরজ বাদ দিতে পারিত না। তবে তাহারা যে শিহরিয়া উঠে বা চীৎকার করিয়া বেহুঁশ হইয়া যায়, উহা গুরুর বা ধোকা। ইহাদের মধ্যে কতক যোগাড়িয়া দলও হইতে পারে।

-ঃ খওফ পয়দা হওয়ার আলামত ঃ-

১৬। প্রশ্ন ঃ- খওফ পয়দা হওয়ার আলামত কি ?

উত্তর ঃ- যখন দেখিবে আল্লাহর ভয়েতে শরীয়তের ফেক্বাহ্ এবং তাছাওউফ উভয় প্রকারের মাছয়ালা শিক্ষার ফরজ আদায় করিতে পারিয়াছে এবং উভয় প্রকারের মাছয়ালার উপর আমল করিয়া যাইতেছে, তখন বুঝিবে তাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়াছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

রজার বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- রজা কাহাকে বলে ? এবং রজা হাছিল করা কি ?

উত্তর ঃ- পরজগত বেহেশ্ত ভবন হাছিল হওয়ার আশা যখন অন্তরে পয়দা হয়, তখন অন্তরে এক খুশীর হালত পয়দা হয়, উহাকে রজা বলে। এই রজা হালতটি অন্তরে পয়দা করা ফরজ।

মানুষের অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্ত ভবনে প্রবেশ করার আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এবাদত করিতে সক্ষম থাকে। আর যখন নিরাশ হয়, তখন এবাদত করিতে অক্ষম হয়। তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা নিরাশ হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

যথা- আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন -

قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمة الله

অর্থাৎ- আল্লাহ বলিয়াছেন, হে মোহাম্মদ (ছঃ) তুমি বলিয়া দাও যে, হে ঐ সমস্ত লোক! যাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া গুণাহ করিয়াছ তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। **[সূরা জুমার ৫৩নং আয়াত, ২৪ পারা]**

স্মরণ রাখা উচিৎ, বেহেশ্‌ত হাছিল হওয়ার জন্য যে সমস্ত আছবাব আছে, তাহা মওজুদ করিয়া বেহেশ্‌তের আশা করার নাম রজা। আর আছবাব মওজুদ না করিয়া আশা করার নাম গুরুর বা ধোকা।

২। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ্‌ তা'য়ালার দরবার হইতে মানুষের নিরাশ হওয়া উচিত কি না ?

উত্তর ঃ- মানুষ যতবড় গুনাহ্‌গারই হউক না কেন আল্লাহর দরবার হইতে নিরাশ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা পাওয়ার আশা সব সময় রাখিতে হইবে।

-ঃ বেহেশ্‌ত হাছিলের আছবাব ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- বেহেশ্‌ত হাছিল হওয়ার জন্য আছবাব বা উপকরণ কি ?

উত্তর ঃ- বেহেশ্‌ত হাছিল হওয়ার জন্য আছবাব হইয়াছে, শরীয়তের ফিক্বাহ্‌ ও তাছাওউফের উভয় প্রকারের মাছয়ালা শিক্ষা করিয়া উহার উপর আমল করা। কতকের ধারণা শুধু আহ্‌কামে জাহেরী নামাজ, রোজা ইত্যাদি মাছয়ালার নাম শরীয়ত, ইহা ভুল ধারণা।

শরীয়তের মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ-শরীর সম্বন্ধীয় মাছয়ালা, এই ভাগকে ফিক্বাহ বলে, দ্বিতীয় ভাগ-, আত্মা সম্বন্ধীয় মাছয়ালা, এই ভাগকে ইল্‌মে তাছাওউফ বলে।

ফিক্বাহ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, এই ভাগের নাম এবাদত। দ্বিতীয় ভাগ মাখ্‌লুকাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, এই ভাগের নাম মোয়া'মালাত। ইল্‌মে তাছাওউফও দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বদ খাছলাত সম্বন্ধীয় মাছয়ালা, এই ভাগের নাম মুহ্‌লিকাত। দ্বিতীয়ভাগ নেক আখলাক সম্বন্ধীয় মাছয়ালা, এই ভাগের নাম মুন্‌জিয়াত। মোটকথা, শরীয়তের মাছয়ালা চারি ভাগে বিভক্ত-এবাদত, মোয়া'মালাত, মুহ্‌লিকাত, মুন্‌জিয়াত।

এই চার ভাগ মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়াত। এই চার ভাগ মাছয়ালা শিক্ষা করিয়া উহার উপর আমল করা হইল রজার আছবাব।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুন্‌জিয়াত অধ্যায়

চতুর্দশ খন্ড

মুহব্বত সম্পর্কীয় বর্ণনা

قل ان كان اباؤكم وابناؤكم ..... احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله ....

অতি সংক্ষেপে মূলঅর্থ ঃ- মহান আল্লাহ্, রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এই তিন জিনিসকে দুনিয়ার সকল মানুষ ও সকল বস্তুর চেয়ে বেশী মুহব্বত করিতে হইবে, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'য়ালা ধ্বংসের হুকুম প্রদান করিবেন। **[প্রমাণে সূরা তওবার ২৪নং আয়াত]**

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين [متفق عليه]

আল্লাহ্‌র রছূল (ছঃ) কে নিজের পিতা, সন্তান ও অন্যান্য সকল মানুষ থেকে বেশী মুহব্বত (মুহব্বতে আকলী) না করা পর্যন্ত কেহই মোমেন হইতে পারিবেন না। **[বোখারী ও মুসলিম শরীফ]**

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحيم الرحمن

ভূমিকা

অন্তরের একটি হালতের (অবস্থার) নাম মুহব্বত বা ভালবাসা । এই মুহব্বত বা ভালবাসা অন্তরে পয়দা করা ফরজ এবং এই মুহব্বত বা ভালবাসা ক্ষেত্র বিশেষে অন্তর হইতে দূর করাও ফরজ।

এক্ষণে কাহাদের সহিত মুহব্বত বা ভালবাসা পয়দা করিতে হইবে এবং কাহাদের থেকে মুহব্বত বা ভালবাসা দূর করিতে হইবে, তাহা সমাজকে অবগত করানোর জন্য অত্র কিতাবা খানা লিখা হইল। এই কিতাবখানার নাম "তাছাওউফ শিক্ষা চতুর্দশ খন্ড" রাখা হইল।

গ্রন্থকার

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

[চতুর্দশ খন্ড]

মুহব্বতের বিবরণ

অন্তরের একটি নেক হালতের নাম মুহব্বত। মানুষের অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মুহব্বত পয়দা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সঠিক ভাবে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। এই জন্য আল্লাহর মুহব্বত অন্তরে পয়দা করা ফরজ।

❑ **কুরআন শরীফের তৃতীয় পারা সূরা আল-ইমরানের ৩১নং আয়াতে আছে -**

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورالرحيم-

আল্লাহ তা'য়ালা বলিয়াছেন - হে মোহাম্মদ (ছঃ) তুমি বলিয়া দাও, যদি তোমরা আল্লাহর মুহব্বত পাইতে চাও, তবে আমার অনুস্মরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহর মুহব্বত প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদের গুণাহ রাশি ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমাদাতা মেহেরবান।

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, আল্লাহর ভালবাসা পাইতে চাহিলে রাছুলের আর রাছুলের অবর্তমানে নায়েবে রাছুলের অনুস্মরণ করিতে হইবে।

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে ঃ- তোমাদের ভিতরে কেহই ঈমানদার হইতে পারিবে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্র রাছুল (ছঃ) অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে তাহার নিকট অধিক প্রিয় না হইবে।

-ঃ মহান আল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ এই তিন জিনিসকে দুনিয়ার সকল মানুষ ও সকল বস্তুর চেয়ে বেশি মুহব্বত করিতে হইবে ঃ-

❑ **কুরআন শরীফের ১০ম পারায় সূরা তওবার ২৪নং আয়াতে আছে -**

قل ان كان اباءكم وابناء كم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين -

মূলঅর্থ ঃ- যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তি, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, আর সে সকল ধন সম্পদ যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, যে ব্যবসায়ের মন্দার ভয় কর এবং যে গৃহ তোমাদিগকে সন্তুষ্টি দান করে, (যদি এইসব) তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছূলের চেয়ে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য ধ্বংসের হুকুম নিয়া আসিবেন, সেই প্রতীক্ষায় থাক। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা (বর্ণিত বিধান অমান্যকারী) ফাছেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

-ঃ ধর্ম হিসাবে মানুষের শ্রেণী বিভাগ ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- পৃথিবীতে কত জাতীয় লোক বসবাস করিতেছে ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের প্রথম পারার প্রথম ও দ্বিতীয় রুকু পাঠ করিলে জানা যায়, ধর্ম হিসাবে পৃথিবীর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত - ❑ ১। খাঁটি মোছলমান ❑ ২। অখাঁটি মোছলমান ❑ ৩। অমোছলমান।

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মদ (ছঃ) বিশ্বনবী এবং তাঁহার উপর কুরআন মজীদ একখানা কিতাব আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহা সত্য, তাহারা হইয়াছে মোছলমান বা মোমেন আর যাহারা অবিশ্বাস করিতেছে, তাহারা হইয়াছে অমোছলমান।

২। প্রশ্ন ঃ- খাঁটি মোছলমান কাহাকে বলে ? আর অখাঁটি মোছলমান কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারাতে আছে - মূলকথা-খাঁটি মোছলমানদের একটি বিশেষ ছিফাত হইল তাহারা অমোছলমান প্রিয় নহে। আর যাহারা অমোছলমান প্রিয়, তাহারা অখাঁটি মোছলমান।

[**এই বর্ণনা কিতাবখানার মূল আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপনের** প্রয়োজনে আল্লাহ্‌র কুরআনের দলীলের মাধ্যমে একটি মূলনীতি হিসাবে সংক্ষেপে লিখা হইয়াছে। খাঁটি মোছলমান বা পূর্ণ ইসলামের বিস্তারিত পরিচয়ের জন্য মুজাদ্দিদে আ'জম রহ্‌মতুল্লাহে আলাইহির লিখিত শরীয়ত কিতাব পাঠ করিতে পারেন-পকাশক]

৩। প্রশ্ন ঃ- অমোছলমান কতভাগে বিভক্ত ?

উত্তর ঃ- অমোছলমানগণ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। ইয়াহুদী দল, নাছারা বা খ্রিষ্টান দল ও মোশরেক দল।

-ঃ অখাঁটি মুসলমান চিনিবার পন্থা সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

৪। প্রশ্ন ঃ- অখাঁটি মোছলমান চিনিবার উপায় কি ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের চতুর্থ পারাতে লিখা আছে- মূলকথা-অখাঁটি মোছলমানেরা (বাহ্যিক ভাবে) সব সময় মোছলমানদের সাথে থাকিবে। কিন্তু যখন ধর্ম যুদ্ধ হইবে, তখন তাহারা ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিবে না। যথা-ওহুদ যুদ্ধের সময় তিনশত অখাঁটি মোছলমান ওহুদ যুদ্ধে যোগদান করে নাই।

এগার নং পারাতে লিখা আছে, মূলকথা-তাবুকের যুদ্ধে অসংখ্য অখাঁটি মোছলমান যোগদান করে নাই।

৫। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে ধর্ম যুদ্ধ নাই, এক্ষণে অখাঁটি মোছলমান চিনিবার উপায় কি ?

উত্তর ঃ- বর্তমানে ধর্ম যুদ্ধ নাই ইহা ভুল ধারণা। **বর্তমানে বাহাছ সভা যতটা হইতেছে, সবই ধর্ম যুদ্ধ হইতেছে।** কারণ প্রত্যেকটি বাহাছ সভাতে এক পক্ষ বলিতেছে 'জায়েজ' দ্বিতীয় পক্ষ বলিতেছে 'না জায়েজ'। এক পক্ষ বলিতেছে 'ফরজ' আর দ্বিতীয় পক্ষ বলিতেছে ' মোস্তাহাব'। এক পক্ষ বলিতেছে 'হালাল' দ্বিতীয় পক্ষ

বলিতেছে ‘হারাম বা মাকরুহ তাহ্‌রীম’ ইত্যাদি। এক্ষণে উভয় পক্ষ কুরআনের মোয়াফেক হইতে পারে না। এক পক্ষ কুরআন কিতাবের মোয়াফেক হইবে, দ্বিতীয় পক্ষ মোয়াফেক নহে। যে পক্ষ কুরআনের মোয়াফেক হইবে, সেই পক্ষ খাঁটি মোছলমানের দল, আর যে পক্ষ কুরআনের খেলাফ হইবে, সেই পক্ষ অখাঁটি মোছলমানের দল। (অর্থাৎ তাহারা কুরআন হাদীসের থেকেই দলীল দিবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের ব্যাখ্যা সঠিক হইবে না বরং গলত বা ভুল হইবে এবং তাদের দাবীও মূলতঃ কিতাবের খেলাফ হইবে। অতএব তাহারা অখাঁটি মোছলমানের দল। প্রকাশ থাকে যে, মাজহাবী এখতেলাফ ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে: কারণ তাহাতে প্রত্যেকের দাবীর পিছনে এইরূপ দলিল আছে, যাহা বাতিল বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়না)

৬। প্রশ্ন ঃ- অখাঁটি মোছলমান চিনিবার জন্য আরও কোন উপায় আছে কি ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজিদের পঞ্চম পারা পাঠ করিলে জানা যায়, অখাঁটি মোছলমানেরা খাঁটি মোছলমানের সাথে দুস্তি স্থাপন না করিয়া দুস্তি স্থাপন করিবে অমোছলমানদের সাথে এবং উক্ত পঞ্চম পারা পাঠ করিলে আরও জানা যায়, অখাঁটি মোছলমানদিগকে যখন বলা হইবে যে, তোমরা কুরআন এবং হাদীসের দিকে আস, তখন তাহারা গরদান মোড়াইয়া থাকিবে।

বর্ণিত বিবরণ সমূহে পরিস্কার বুঝা যায়, পৃথিবীতে তিন জাতীয় লোক বসবাস করিতেছে, **খাঁটি মোছলমান, অখাঁটি মোছলমান, অমোছলমান**। এক্ষণে কাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করা যাইবে এবং কাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিলে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে খারিজ হইয়া যাইতে হইবে, উহার বর্ণনা পাঠ করুন।

-ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহাদের সাথে মুহব্বত বা ভালবাসা স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহার বিবরণ ঃ-

৭। প্রশ্ন ঃ- খাঁটি মোছলমানেরা অমোছলমানদের সাথে এবং অখাঁটি মোছলমানদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে পারিবে কি না ?

উত্তর ঃ- মোছলমানগণ অমোছলমানদের সাথে এবং অখাঁটি মোছলমানদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে পারিবে না। যদি দুস্তি স্থাপন করে, তবে আল্লাহর রহমত হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।

[কুরআন শরীফের সূরা আল-ইমরানের ১১৯, ১২০ ও ১২১নং আয়াতে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত ও অকল্পনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। -পকাশক]

৮। প্রশ্ন ঃ- খাঁটি মোছলমানগণ আহ্‌লে কিতাবের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে পারিবে কি না ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের ৬ষ্ঠ পারায় সূরা মায়েদার ৫১নং আয়াতে লিখা আছে- মূলঅর্থ- আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন- হে মোছলমানগণ! তোমরা ইয়াহুদী এবং নাছারাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিওনা। যাহারা দুস্তি স্থাপন করিবে, তাহারা তাহাদের দলভুক্ত হইয়া যাইবে।

৯। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ তায়ালা মোছলমানদিগকে অমোছলমানদের সাথে এবং অখাঁটি মোছলমানদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন কি জন্য ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের প্রথম পারায় সূরা বাকারায় ১০৫, ১০৮নং আয়াতসহ বিভিন্ন স্থানে লিখা আছে- সংক্ষেপে মূলঅর্থ -অমোছলমানেরা এবং অখাঁটি মোছলমানেরা মোছলমানদের কল্যাণ চাহিতেছে না এবং চাহিবেও না। অমোছলমানদের আন্তরিক কামনা থাকিবে মোছলমানদিগকে অমোছলমান বানানোর জন্য।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, অমোছলমানদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিলে মোছলমানদের ইহজগত এবং পরজগত নষ্ট হইয়া যাইবে। (উভয় জগতে মহা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে)

-ঃ অমোছলমানদের সাথে বেচা-কেনা ও সদ্ব্যবহারের অনুমতি সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১০। প্রশ্ন ঃ- অমোছলমানদের সাথে বেচা-কেনা এবং সদ্ব্যবহার করা যাইবে কি না ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা অমোছলমানদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বেচা-কেনা এবং সদ্ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন নাই, কিন্তু বেচা-কেনা এবং সদ্ব্যবহার করিতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন মোছলমানদের ভিতরে কিতাবের খেলাফ অমোসলমানী স্বভাব প্রবেশ করিতে না পারে।

-ঃ মাছয়ালা পরিবর্তনকারীদের সাথে দুস্তি-মুহব্বত স্থাপন সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান ঃ-

১১। প্রশ্ন ঃ- শরীয়তের মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদের সাথে দুস্তি স্থাপন করা যাইবে কি না?

উত্তর ঃ- শরীয়তের মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিষেধ করিয়াছেন; কারণ যাহারা শরীয়তের মাছয়ালা পরিবর্তন করিয়াছে, তাহারা হইয়াছে আল্লাহ্‌র দুশমন এবং মোসলমান সমাজের দুশমন। **যথা- কুরআন মজীদের পঞ্চম পারাতে লিখা আছে- আল্লাহ তা'য়ালা বলিয়াছেন, মূলকথা-** কতক আলেম আছে, তাহারা শরীয়তের মাছয়ালা পরিবর্তন করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তাহারা কামনা করিতেছে যে, যাহারা পথভ্রষ্ট হয় নাই তাহাদিগকেও পথভ্রষ্ট করিবে।

-ঃ তওবাহ্ কারীদের সাথে দুস্তি স্থাপন সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১২। প্রশ্ন ঃ- মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমরা তওবাহ্ করিলে তাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করা যাইবে কি না ?

উত্তর ঃ- মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমরা শুধু প্রচলিত ধারায় মৌখিক তওবাহ করিলে তাহাদের তওবাহ কবুল হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মাছয়ালা সংশোধন করিয়া বিধান মোতাবেক পরিপূর্ণভাবে জানাইয়া না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উপর আল্লাহর লা'নত এবং মাখলুকাতের লা'নত পতিত হইতে থাকিবে। **যথা - কুরআন মজীদের দ্বিতীয় পারাতে লিখা আছে - মূলকথা -**যাহারা শরীয়াতের মাছয়ালা গোপন বা পরিবর্তন করিবে, তাহারা যতদিন পর্যন্ত তওবাহ করিয়া মাছয়ালা সংশোধন করতঃ বিধান মোতাবেক সঠিকভাবে জানাইয়া না দিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত এবং মাখলুকাতের লা'নত পতিত হইতে থাকিবে।

-ঃ মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদের পরিচয় সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১৩। প্রশ্ন ঃ- শরীয়তের মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেম কাহারা ?

উত্তর ঃ- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের (পুরাতন ছাপা) ৪০ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে জানা যায়, ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন। সমাজের কতক আলেমেরা প্রচার করিতেছে মোস্তাহাব। ইহারা সকলেই মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেম।

উক্ত শামী কিতাব পাঠ করিলে আরও জানা যায়, "যে ইল্‌মের সাহায্যে অন্তরের সৎস্বভাব এবং অসৎ স্বভাব সম্বন্ধীয় মাছয়ালা জানা যায়, তাহাকে ইল্‌মে তাছাওউফ বা ইল্‌মে ক্বলব বলে। সমাজের কতক আলেমেরা কতকগুলি নফল জিকির অজিফার নাম রাখিয়াছে ইল্‌মে তাছাওউফ বা ইল্‌মে ক্বলব। এই শ্রেণীর আলেমেরা মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেম।

❑ **কুরআন মজীদের এগার পারা সূরা তওবার ১২২নং আয়াত -**

ليتفقهوا فى الدين

-এর তাফ্‌ছীর পাঠ করিলে জানা যায়- আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্‌, এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম ইল্‌মে দ্বীন বা শরীয়ত। সমাজের কতক আলেমেরা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়াতের অন্তর্ভূক্ত নহে। এই শ্রেণীর আলেমেরা মাছয়ালা পরিবর্তনকারী।

শামী কিতাবের পঞ্চম খন্ড (কাদীম ছাপা) ৪০৬ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে জানা যায়, হুক্কা পান করা মোবাহ্ হালাল। সমাজের কতক আলেমেরা প্রচার করিতেছে হারাম ও মাকরুহ তাহ্রীম। এই শ্রেণীর আলেমেরা মাছয়ালা পরিবর্তনকারী।

মোটকথা-মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেম যাহারা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন।

হুক্কা পান বা ধুম পান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন "শরীয়াতের দৃষ্টিতে ধুমপান"

-ঃ জাল আলেম, জাল পীর ও জাল বক্তাদের সাথে দুস্তি মুহব্বত স্থাপন সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১৪। প্রশ্ন ঃ- যাহারা শরীয়াত মোতাবেক আলেম শ্রেণীভুক্ত না হইয়া আলেম সাজিয়া শিক্ষাদান করিতেছে বা আলেম শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পীর ছাহেব সাজিয়া মুরীদ বানাইতেছে বা বক্তা সাজিয়া ওয়াজ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে পারিবে কি না ?

উত্তর ঃ- মাজাহেরে হক কিতাবের প্রথম খন্ড পুরাতন ছাপা ৭৫নেং পৃষ্ঠায় মুছলিম শরীফ হইতে সংগৃহীত মেশ্কাত শরীফের হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখা আছে- মূলকথা- যাহারা আলেম না হইয়া আলেম সাজিবে এবং ভুল মাছয়ালা শিক্ষা দিবে তাহাদের সাথে সহযোগিতা বর্জন করার জন্য বিশ্বনবীর আদেশ রহিয়াছে। কাজেই দুস্তি স্থাপন করা যাইবে না।

-ঃ ধর্ম নিয়া হাসি ঠাট্টাকারীদের সাথে দুস্তি মুহব্বত সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১৫। প্রশ্ন ঃ- কতক আধুনিক শিক্ষিত মোছলমান আছেন, তাহারা নামাজ পড়ে না, রোজা থাকে না, পর্দা প্রথা মানে না বরং ধর্ম নিয়া হাসি ঠাট্টা করে, তাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করা যাইবে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা মোছলমান হইয়া ইছলাম ধর্মের মাছয়ালা নিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছে, তাহাদের সহিত সহযোগীতা বর্জন করিতে হইবে। কাজেই দুস্তি স্থাপন করা যাইবে না।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার জানা গেল। ✪ প্রথমতঃ- অমোছলমান ✪ দ্বিতীয়- অখাঁটি মোছলমান, ✪ তৃতীয়-মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেম এবং ✪ জাল আলেম ✪ চতুর্থ- আধুনিক শিক্ষিত সমাজের থেকে যাহারা শরীয়তের মাছয়ালা নিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছে, এই চার দলের সহিত দুস্তি স্থাপন করা যাইবেনা। যাহারা দুস্তি স্থাপন করিবে, তাহারা আল্লাহর রহমত হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।

-ঃ বর্ণিত চার দলকে শত্রু ধারণা করা সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১৬। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা যাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে শত্রু ধারণা করিতে হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা যাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে শত্রু ধারণা করিতে হইবে।

মোটকথা প্রথমতঃ অমোছলমান, **দ্বিতীয়**-অখাঁটি মোছলমান, **তৃতীয়**-মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেম এবং জাল আলেম, **চতুর্থ**-আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে হইতে যাহারা মাছয়ালা নিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছে, এই চার দল মানুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের শত্রু ধারণা না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্তের পথের পথিক হইতে পারিবে না।

-ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহাদের সাথে মুহব্বত বা ভালবাসা স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহার বিবরণ ঃ-

১৭। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা কাহাদের সাথে ভালবাসা বা দুস্তি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারা পাঠ করিলে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর অনুস্মরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন -হে মুহম্মদ (ছঃ) তুমি জগতবাসীকে জানাইয়া দাও, যাহারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইতে চাও, তাহারা আমার অনুস্মরণ কর, আমার অনুস্মরণ করিলে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে এবং তোমাদের গুনাহ রাশি আল্লাহ্ তা'য়ালা মাফ করিয়া দিবেন।

বর্ণিত আয়াত এবং ছুরা তওবার ১৬, ৭১, ১১৯নং ও ছুরা আল-ইমরানের ১০৩ ও ১১৮ নং আয়াতসমূহের দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায়, যাহারা আল্লাহ তা'য়ালার বাধ্যগত বান্দা, তাহাদের সাথে ভালবাসা বা বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করিয়াছেন।

-ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের প্রধান বন্ধু কে ? তাহার বর্ণনা ঃ-

১৮। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ্ তা'য়ালার সমগ্র মাখলুকাতের মধ্যে মানুষের প্রধান বন্ধু কে ? এবং এই বন্ধুকে কিরূপ ভালবাসিতে হইবে ?

উত্তর ঃ- যাহার শিক্ষাতে মানুষের ইহজগত এবং পরজগত (অর্থাৎ পরজগতে দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি এবং বেহেশ্‌ত উদ্যানে আল্লাহ্‌র দীদার ও অফুরন্ত নেয়ামত) হাছিল হইবে তিনি হইয়াছেন কুল মাখলুকাতের মধ্যে মানুষের প্রধান বন্ধু। এই বন্ধুকে নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন হইতে বেশী ভালবাসিতে হইবে; এমনকি নিজের জান অপেক্ষাও বেশী ভালবাসিতে হইবে।

কুরআন মজীদের প্রথম পারা, দ্বিতীয় পারা, তৃতীয় পারা, চতুর্থ পারা এবং অষ্টম পারা পাঠ করিলে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হইয়াছে রাছূল এবং নায়েবে রাছূল। এই রাছূল ও নায়েবে রাছুলদের শিক্ষা ছাড়া কেহ বেহেশ্‌ত ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রাছূল এবং নায়েবে রাছূলদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্‌তের পথের পথিক হইতে পারিবে না। (ইরশাদুত্তালেবীন কিতাবে আল্লামা কাজী ছানা উল্লাহ্ পানিপথী ছাহেব (রহঃ) লিখিয়াছেন- **মূলঅর্থ-** কামেল পীরকে মুহব্বত করাও ফরজ। কেননা কামেল পীর বা নায়েবে রাছূলের মুহব্বত আল্লাহ্ ও রাছূলের দিকে ধাবিত করে।

-ঃ কিসের মাধ্যমে নায়েবে রাছূলের প্রতি মুহব্বতের প্রমাণ হইবে, তাহার বর্ণনা ঃ-

১৯। প্রশ্ন ঃ- কিরূপ ব্যবহার করিলে নায়েবে রাছূলদের জন্য মুহব্বত বা ভালবাসা অন্তরে পয়দা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা নায়েবে রাছূল নিযুক্ত করিয়াছেন ইল্‌মে দ্বীন বা শরীয়াত শিক্ষাদান করার জন্য। এক্ষণে নায়েবে রাছূলদের কাছে ইল্‌মে দ্বীন বা শরীয়াত শিক্ষা করিলে এবং ধর্মপ্রচারের তায়িদ মদদের উদ্দেশ্যে জানে মালে সর্বতোভাবে সাহায্য করিলে নায়েবে রাছুলদের জন্য মুহব্বত বা ভালবাসা অন্তরে পয়দা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

-ঃ তিহাত্তর দল সম্পর্কীয় হাদীছের বর্ণনা ঃ-

২০। প্রশ্ন ঃ- সমস্ত আলেম নায়েবে রাছূল কি না ?

উত্তর ঃ আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে- হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন, মূলকথা - অতি শীঘ্র শীঘ্র ইসলাম ধর্মটি তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হইবে (অর্থাৎ এক এক দলে ইসলাম ধর্মের এক এক রকম ব্যাখ্যা দিবে এবং এক এক দলে এক এক রকম মাছয়ালা বা ফতোয়া দিবে, তাহাতে এক পর্যায়ে তিহাত্তর ভাগ হইয়া যাইবে; আর ইহাতে অনুসারীরাও তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে)। উক্ত তিহাত্তর ভাগের বাহাত্তর ভাগ (অর্থাৎ বাহাত্তর ভাগের অনুসারীরা) জাহান্নামী হইবে, শুধুমাত্র একটি ভাগ (অর্থাৎ একটি ভাগের অনুসারীরা) বেহেশ্‌তী হইবে।

[**বর্ণিত হাদীসে পরিস্কার বুঝা গেল এই উম্মাতের আলেম সমাজ তিহাত্তর ভাগে** বিভক্ত হইবে, বাহাত্তর ভাগ আলেমদের শিক্ষা কুরআন ও হাদীছের খেলাফ হইবে। মাত্র একভাগ আলেমের শিক্ষা কোরআন ও হাদীছের মো'য়াফেক হইবে। যাহাদের শিক্ষা কুরআন ও হাদীসের মো'য়াফেক হইবে তাঁহারা বেহেশ্‌তী দল; আর যাহাদের শিক্ষা কুরআন ও হাদীছের খেলাফ হইবে তাহারা বাহাত্তর দল ভুক্ত আলেম]

বর্ণিত হাদীসের মর্মে আরও পরিস্কার বুঝা গেল, আলেম সমাজ গোড়ার দিকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। বেহেশ্‌তী আলেম এবং দোজখী আলেম। বেহেশ্‌তের পথের পথিক আলেমগণ নায়েবে রাছূল, দোজখী আলেমগণ নায়েবে রাছূল নহে। আল্লাহ তা'য়ালা নায়েবে রাছূলদের সহিত ভালবাসা বা বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

-ঃ বেহেশ্‌তী ও দোজখী যাচাই করার এক বিশেষ মাপকাঠি ঃ-

২১। প্রশ্ন ঃ- বেহেশ্‌তী আলেম আর দোযখী আলেম চিনিবার উপায় কি ?

উত্তর ঃ- আমাদের বিশ্বনবী ছাহাবাদিগকে আক্বাইদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহ্ এই তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। যাহারা এই তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন, তাহাদের শিক্ষা হযরতের শিক্ষার মোয়াফেক হইতেছে, তাহারা বেহেশ্‌তী আলেম। আর যাহারা আকাইদ, ফিক্বাহ শিক্ষা দিতেছেন, আর তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছে না, বরং তাছাওউফকে ফরজ বিশ্বাস না করিয়া বিপরীতভাবে ফরজকে মোস্তাহাব বলিয়া প্রচার করিতেছে, তাহাদের শিক্ষা হযরত (ছঃ) এর শিক্ষার খেলাফ হইতেছে, কাজেই তাহারা দোজখী আলেম।

-ঃ ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ ফরজের প্রমাণ এবং মুহব্বত সম্পর্কীয় বিধানসমূহের উপর আমল না থাকার কারণ কি ? তাহার বর্ণনা ঃ-

২২। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ তাহার দলীল আছে কি ?

উত্তর ঃ- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের কাদাম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় কোরআন-হাদীসের দলীলের মাধ্যমে লিখা রহিয়াছে- ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন।

২৩। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ তায়ালা যাহাদের সহিত দুস্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, মোছলমানেরা তাহাদের সহিত দুস্তি স্থাপন করিতেছে, আর যাহাদের সহিত দুস্তি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতেছেনা কি জন্য ?

উত্তর ঃ- মুহব্বত বা ভালবাসা আহ্‌কামে বাতেনী বা তাছাওউফের মাছয়ালা, এই মাছয়ালা প্রচলিত মাদ্রাসা বিভাগে শিক্ষা হইতেছে না, কাজেই মোছলমান সমাজ এই মাছয়ালা হইতে বেখবর। [এই মর্মে থান্‌ভী (রহঃ) এর ওয়াজের বর্ণনা "আল ইলমু ওয়াল ওলামা" এবং "নেয়ামত" কিতাবেও পূর্ণ সমর্থন ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে- প্রকাশক]

দ্বিতীয় কারণ ঃ- এই মাছয়ালা শিক্ষা হয় নায়েবে রাছুলদের কাছে, বর্তমানে মোছলমান সমাজ সাধারণত; নায়েবে রাছুলদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে না। (বরং তাছাওউফ বিহীন নাকেছ পীর ও নাকেছ আলেমদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।)

-ঃ মুহব্বত সম্পর্কীয় বিধানের উপর আমল ত্যাগ করার পরিণাম ফল সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

২৪। প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা যাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতেছে, আর যাহাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন তাদের সাথে দুস্তি স্থাপন করিতেছে না। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করিতেছে, প্রত্যহ তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করিতেছে। ইহাতে বেহেশ্‌তের পথের পথিক হইতে পারিবে কি না ?

উত্তর ঃ- যত বড় নামাজী হউক না কেন, হামেশা তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারী হউক না কেন বর্ণিত মুহব্বত বা ভালবাসা সম্পর্কীয় আদেশ এবং নিষেধের মাছয়ালাটির উপর আমল করিতে না পারিলে বেহেশ্‌তের পথের পথিক হইতে পারিবে না।

২৫। প্রশ্ন ঃ- মুহাব্বত বা ভালবাসা সম্পর্কীয় আদেশ - নিষেধের মাছয়ালাটির উপর পূর্ণভাবে আমল করিলে আল্লাহ তায়ালার দয়া ছাড়া কাহারও দয়া পাওয়া যাইবে কি ?

উত্তর ঃ- বর্ণিত মুহাব্বত বা ভালবাসা সম্পর্কীয় আদেশ নিষেধের মাছয়ালাটির উপর পূর্ণভাবে আমল করিতে পারিলে আল্লাহ ছাড়া ও আল্লাহর পক্ষীয়দের ছাড়া অন্য কাহারও দয়া পাওয়া যাইবে না এবং কাহারও সাহায্য পাওয়া যাইবে না ইহা সত্য। **যথা- কুরআন মজীদের প্রথম পারায় আল্লাহ ঘোষণা দিয়াছেন- মূলকথা-** "হে মোছলমানগণ! তোমরা যখন আমার আদেশ নিষেধের উপর পূর্ণভাবে আমল করিতে থাকিবে তখন তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু থাকিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কাহারও সাহায্য পাইবে না।

যেমন- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহার বাবারও সাহায্য পান নাই, তখন তাহার বন্ধু ও সাহায্যকারী ছিল একমাত্র আল্লাহ। আমাদের একীন করিতে হইবে, আমরা যখন কুরআনের উপর পূর্ণভাবে আমল করিতে সক্ষম হইব, তখন আমাদের বন্ধু এবং সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট।

-ঃ আল্লাহ্‌র মুহাব্বত অন্তরে পয়দা হওয়ার লক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা ঃ

২৬। প্রশ ঃ- হুব্বে ফিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র মুহব্বত অন্তরে পয়দা হওয়ার আলামত কি ?

উত্তর ঃ- হুব্বে ফিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র মুহাব্বত অন্তরে পয়দা হওয়ার বহু আলামত আছে, এখানে মোটামোটি কয়েকটি লিখা হইল। **যথাঃ-**

✪ **প্রিয় বস্তু ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা।**

[বিশেষ ব্যাখ্যা - প্রকাশক]

(যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে নিজের অতি আদরের সন্তান ইসমাঈল (আঃ) কে কোরবানী করার জন্য গলায় ছুরি চালিয়ে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ বিশেষ দয়া করে অকল্পনীয় শক্তির মাধ্যমে হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে জবাই হওয়া থেকে রক্ষা করিয়াছিলেন।) **কুরআনের চতুর্থ পারায় আছে** -

لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون

অর্থ- কশ্মিন কালেও তোমরা (বেহেশ্‌ত যাওয়ার উপযোগী পরিপূর্ণ) ছওয়াব বা নেকী অর্জন করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মুহাব্বতের মাল থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে না পারিবে। [প্রকাশক]

✪ আল্লাহ যে কার্যকে ভালবাসেন, ভিতর ও বাহিরে নিজের সমস্ত প্রিয় বস্তুর চেয়ে উহাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া।

✪ আল্লাহ্র স্বরণ হৃদয়ের উপর প্রবল থাকা।

✪ রূহানী, জেছমানী ও মালী এবাদত সমূহ করিতে দেলে আগ্রহ হওয়া।

✪ রাছুল ও নায়েবে রাছূলকে ভালবাসা। ✪ ১

✪ আল্লাহর আজ্ঞাবহ সমস্ত লোককে (যথা- পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশ্বাসী ও তাছাওউফ শিক্ষার্থী মুরীদান গংদেরকে) ভালবাসা। তাহাদের প্রতি দয়ালু হওয়া এবং ধর্ম বিরোধী লোকদের প্রতি কঠোর হওয়া।

✪ নিত্য আল্লাহর স্মরণ না করিতে পারিলে (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানসমূহ পালন করিতে না পারিলে) দুঃখিত হওয়া। আল্লাহ্র স্মরণ ও এবাদত ব্যতীত যে মূহুর্তই অতীত হয়, তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া।

বর্ণিত গুণসমূহ যাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে তাঁহারা আল্লাহ্কে ভালবাসে এবং তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্র মুহাব্বত আছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে। আর বর্ণিত গুণগুলি না থাকিলে আল্লাহ্র মুহাব্বত অন্তরে আছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে না।

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা [প্রকাশক] ঃ-

✪১ জখিরায়ে কারামত কিতাবে মুরাদুল মুরীদিন অংশে, দুই নাম্বার সাবধান বাণীর বর্ণনার মধ্যে লিখা আছে- মূলকথা- কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট হক্কানী আলেম অর্থাৎ নায়েবে রাছূল বা কামেল মোর্শেদ এর প্রতি আন্তরিক মুহাব্বতের ছয়টি বিশেষ আলামত বা চিহ্ন আছে।

১। হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শেদের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা বা বিশ্বাস রাখা, কোন প্রকারে সন্দেহ পোষণ না করা।

২। হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শেদের সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্ণ আগ্রহ অন্তরে থাকা।

৩। হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শদকে হাদিয়া দান করা। হাদিয়া প্রদান মুহাব্বতের কারণেই হইয়া থাকে। হাদীছে উল্লেখ আছে- মূলকথা- হাদীয়ার মাধ্যমে মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।

৪। হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শেদ এর তা'রীফ বা প্রশংসা করা। [অর্থাৎ হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শেদের প্রশংসা করিলে প্রশংসাকারীর অন্তরে হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শেদের জন্য মুহব্বত আছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে।]

৫। হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদ এর শত্রুকে শত্রু বলিয়া ধারণা করা।

৬। যদি কোন লোক হক্কানী আলেম বা কামেল হাদীর বিরুদ্ধে দোষারোপ বা বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহা খন্ডন ও দূরীভূত করা।

বর্ণিত গুণসমূহ যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে সেই ব্যক্তি হক্কানী আলেম বা কামেল হাদীর মুহব্বতকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। আর যেই ব্যক্তির মধ্যে উক্ত গুণগুলি থাকিবে না বরং উক্ত গুণগুলির বিপরীত নিজেই হক্কানী বা কামেল হাদীর নিন্দা ও বদনাম করিবে এবং হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদের গীবত করিবে, সেই ব্যক্তি হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদের মুহব্বাতকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না, বরং সেই ব্যক্তি হাদীসের ঘোষণা মতে পঞ্চম নাম্বারের ব্যক্তি অর্থাৎ দোযখী বা জাহান্নামী হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, রাছূলুল্লাহ্ (ছঃ) ও নায়েবে রাছূলের এত্তেবা (অনুস্বরণ) ও মুহাব্বত করা। আল্লাহ্পাকের মুহাব্বত যে অন্তরে আছে, তাহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল আলামত বা চিহ্ন হইল।

-ঃ আল্লাহ্র মুহব্বত অন্তরে পয়দা হওয়ার ছবব বা কারণ ঃ-

১। মানুষের ফায়দা বা উপকারের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাফাক্কুর বা চিন্তা-গবেষণা করিতে থাকিলে অন্তরে আল্লাহ্র জন্য মুহব্বত সৃষ্টি হইতে থাকে।

আর যখন অন্তরে আল্লাহ্র জন্য মুহব্বত সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ্র বন্দেগীতে নিজকে ফানা বা বিলীন করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

২। আল্লাহ্র পরিচয়, গুণ-ছিফাত ও কুদরাত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিলে ও চিন্তা ফিকির করিলে অন্তরে আল্লাহ্র মুহব্বত পয়দা হয়।

৩। আল্লাহ্র জিকির করিলেও অন্তরে আল্লাহ্র মুহব্বত পয়দা হয়।

-ঃ আল্লাহর মুহাব্বত অন্তরে স্থায়ী হওয়ার এ'লাজ বা চিকিৎসা ঃ-

১। মানুষের ফায়দার জন্য মহান আল্লাহ্তা'য়ালা পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও চিন্তা গবেষণা করা।

২। আল্লাহ্র পরিচয়, গুণ-ছিফাত ও কুদরাত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ও চিন্তা গবেষণা করা।

৩। আল্লাহ্র জিকির করা ও রাছূলে পাকের অনুস্মরণে আত্মনিয়োগ করা।

৪। কামেল পীরের সঙ্গলাভ ও রিয়াযত করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুন্‌জিয়াত অধ্যায়

পঞ্চদশ খন্ড

মোরাকারা ও মুহাছাবা সংক্রান্ত আলোচনা

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

[পঞ্চদশ খন্ড]

মোরাকাবার বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ- মোরাকাবা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- (আমলী জিকিরের পরে জিক্‌রে মা'রুফ বা প্রচলিত) **জিকির দুই প্রকার, জিক্‌রে লেছানী অর্থাৎ আল্লাহতায়ালাকে জবান দ্বারা স্মরণ করা।** আর জিক্‌রে ক্বলবী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে অন্তর দ্বারা স্মরণ করা। এই জিক্‌রে ক্বল্‌বীকে মোরাকাবা বলে।

❑ **কুরআন মজীদে আছে -**

واذكر ربك فى نفسك الايه

অর্থ - এবং তুমি তোমার প্রতিপালককে অন্তরে অন্তরে জিকির কর।

বর্ণিত আয়াতে জিকিরের আদেশটি **আত্মা সম্বন্ধীয় মাছয়ালা, যাহা তাছাওউফ সম্পর্কীয়।** এই জিকির হইতে গাফেল থাকিতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন।

২। প্রশ্ন ঃ- তাফাক্কুর মোরাকাবার অর্ন্তভুক্ত কি না ? তাফাক্কুর সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বর্ণনা আছে কি না ?

উত্তর ঃ- তাফাক্কুর এক প্রকারের মোরাকাবা। কুরআন মজীদের ৪র্থ পারাতে সূরা-আল-ইমরানের ১৯০-১৯১নং আয়াতে আছে -

ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار
لايت لاولى الالباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض - ربنا ما
خلقت هذا باطلا * سبحانك فقنا عذاب النار-

অর্থাৎ - নিশ্চয় আছমান সমূহ ও জমিনের সৃষ্টির ভিতরে এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনের ভিতরে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন সমূহ রহিয়াছে। যাহারা (ঐ জ্ঞানবান লোকেরা) আল্লাহ তা'য়ালার জিকির দাঁড়ান, উপবেশন ও শায়িত অবস্থাতে করিতেছে এবং আছমান ও জমিনের সৃষ্টির কৌশল সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে।

বিশ্ব নবীর ছাহাবারা জবান দ্বারা আল্লাহর জিকির করিতেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার ছিফাত (ও সৃষ্টিকৌশল) সম্বন্ধে সর্বদা ধ্যান করিতেন।

❑ **ছাহাবারা আছমান ও জমিনের সৃষ্টির গবেষনা করিয়া বলিয়াছেন –**

ربنا ما خلقت هذا با طلا * سبحا نك فقنا عذاب النار

অর্থাৎ– হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আছমান ও জমিনের ভিতরে কোন জিনিস অনর্থক সৃষ্টি কর নাই। হে আল্লাহ, তোমাকে আমরা পবিত্র বলে বিশ্বাস ও বর্ণনা করি। সুতরাং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর"।

প্রকাশ থাকে যে, নায়েবে রাছুলেরা মুরীদগণকে মোরাকাবা শিক্ষাদান করিয়া বর্ণিত আয়াতের উপর আমল করাইতেছেন।

-ঃ তাফাক্কুরের বিশেষ বর্ণনা ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- তাফাক্কুর কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- দুইটি জানিত জিনিসের দ্বারা তৃতীয় একটি অজানিত জিনিসের ইলেম অন্তরে হাছিল করার নাম তাফাক্কুর। যেমন একটি জিনিস হইল অস্থায়ী জিনিসের থেকে স্থায়ী জিনিস উত্তম দ্বিতীয় জিনিস হইল ইহজগত অস্থায়ী আর পরজগত চিরস্থায়ী। এই দুইটি জিনিসের দ্বারা ছাবেত হইল ৩য় একটি অজানিত জিনিস তাহা হইল ইহজগত হইতে পরজগত উত্তম।

যাহারা ইহজগতের মোহে মুগ্ধ হইয়া পরজগতের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য এই তাফাক্কুর অতি জরুরী কাজ।

ফিকির দ্বারা ইল্‌ম হাছিল হয়, ইল্‌মের ছববে অন্তরে হালত পরিবর্তন হয়, ইহাতে আমল পরিবর্তন হয়; কেননা আমল তাবে হালের, হাল তাবে ইলমের, ইলম তাবে তাফাক্কুরের। ইহাতে পরিস্কার বুঝা গেল সমস্ত আমলের আসল বা মূল তাফাক্কুর। এই তাফাক্কুর জিক্‌রে লেছানী হইতে উত্তম। **এই জন্য হাদীসে লিখা আছে, এক ঘন্টার তাফাক্কুর ৬০ বৎসর এবাদত হইতে উত্তম।** ✪[১] এই তাফাক্কুরের ছববে পরজগত হাছিলের জন্য আত্মার এক খাহেশ (আগ্রহ) পয়দা হয়।

✪[১] **তাফছীরে রুহুল মায়ানীর বরাত দিয়া তা'লীমে মারেফাতের পুরান ছাপা ২৭নং পৃষ্ঠায় এবং ইসলাম ও তাছাওউফ কিতাবের ৬২ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসখানা সুস্পষ্টভাবে লিখা আছে।-প্রকাশক।**

-ঃ তাফাক্কুরের শ্রেনী বিভাগ সম্পর্কীয় বর্ণনা ঃ-

৪। প্রশ্ন ঃ- তাফাক্কুর বা গবেষণা কত প্রকার ?

উত্তর ঃ- তাফাক্কুর দুই প্রকার। **যথা- প্রথম প্রকার**- পরজগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, **দ্বিতীয় প্রকার-** ইহ জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষণে, পরজগত সম্বন্ধীয় তাফাক্কুরের বর্ণনা করা হইতেছে।

-ঃ পরজগতের উদ্দেশ্যে তাফাক্কুর ঃ-

আল্লাহ তা'য়ালা এবং বান্দার ভিতরে মোয়ামালাত (করনীয় কাজ) যাহা আছে তাহা দুই প্রকার- প্রথম বান্দার ছিফাত ও হালতের গবেষণা।

বান্দার ছিফাত ও হালত দুই ভাগে বিভক্ত- প্রথম ভাগ- ছিফাত ও হালত আছে যাহা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। **দ্বিতীয় ভাগ**- ছিফাত ও হালত আছে যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয় নহে। যাহা পছন্দনীয় তাহা অর্জন করার চেষ্টা করা, আর যাহা পছন্দনীয় নহে, তাহা বর্জন করার চেষ্টা করা।

যে গবেষণা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- প্রথম আল্লাহর জাত সম্পর্কীয়, **দ্বিতীয়-** আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কীয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহর দিদারের খাহেশ রাখে, তাহার অবস্থা আশেক লোকের মিছাল। যে ব্যক্তি আশেক, তাহার গবেষণা থাকে শুধু দুই চিজের উপর। **যথা- প্রথম-** মাশুকের উপর অর্থাৎ মাশুকের ছুরত, আফয়াল, আখলাকের উপর। ইহাতে তাহার দেলে এক প্রকার লজ্জত, মুহব্বত মা'লূম হইতে থাকে। **দ্বিতীয়-** নিজের উপর।

যখন নিজের উপর হইবে তখন প্রথম- ফেকের হইবে উহার উপর যাহা মাশুকের না পছন্দ, উদ্দেশ্য এই যে, উহা তরক (পরিত্যাগ) করিবে। **দ্বিতীয়-** ফিকির বা গবেষণা হইবে ঐ সমস্ বিষয়ের উপর যাহা মাশুকের কাছে পছন্দনীয়। উদ্দেশ্য এই যে, উহা নিজের মধ্যে হাছিল করিবে।

মোটকথা, প্রথম- নিজের উপর তাফাক্কুর করিতে হয় যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন্ কাজ পছন্দ বা প্রিয় আর কোন কাজ নাপছন্দ বা অপ্রিয়।

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যাহা পছন্দ বা নাপছন্দ তাহা দুই প্রকার। প্রথম- জাহেরী, **যেমন-** তা'য়াত এবং মায়া'ছী। **দ্বিতীয়-** বাতেনী **যেমন**- মুন্‌জিয়াত ও মুহ্‌লিকাত অর্থাৎ সৎ- স্বভাব ও অসৎ স্বভাব । এই দুই চিজের আমলের মহল (স্থান) হইয়াছে দেল।

প্রত্যেক ছালেকের ফেকের বা গবেষণা করিতে হইবে যে, জাহেরী আমল দ্বারা আল্লাহর নাপছন্দ কাজ করিয়াছে কি না ? যদি করিয়া থাকে, তবে দেখিবে সর্ব শরীর দ্বারা ? না কোন এক অজুদ (অংগ) দ্বারা ? সর্ব শরীর দ্বারা অথবা যে কোন অজুদ দ্বারা করিয়া থাকিলে উভয় অবস্থায়ই শরীয়ত মোতাবেক যাহা প্রতিকার আছে তাহা করিবে।

পুনঃ গবেষণা করিতে হইবে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ যাহা করা তাহার কর্তব্য ছিল, তাহা করিয়াছে কি না ? যদি না করিয়া থাকে, তবে শরীয়তের বিধানমতে যাহা করণীয় আছে তাহা করিবে।

-ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার ছিফাত ও আফয়াল সম্বন্ধীয় তাফাক্কুরের বর্ণনা ঃ-

দ্বিতীয় প্রকারের তাফাক্কুর করিতে হইবে আল্লাহ তায়ালার ছিফাত ও আফয়াল সম্বন্ধে। ইহাতে আল্লাহর মহত্ব অন্তরে জাগরিত হইতে থাকিবে। মানব, পশু, জীন, পক্ষী ইত্যাদি সমস্ত মাখ্লুকাতের সৃষ্টির কৌশলের দিকে তাফাক্কুর করিলে এমনকি শুধু আছমানের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের দিকে তাফাক্কুর করিলে আল্লাহর মহত্ব স্ব- প্রমান হইতে থাকে। [আছমান ও জমিনের সৃষ্টি কৌশল এবং রাত্র দিনের পরিবর্তন ইত্যাদির দিকেও তাফাক্কুর করিলে আল্লাহর মহত্ব ও কুদরাতের স্ব- প্রমাণ হইতে থাকে।]

মানুষের ফায়দার জন্য পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকাত পয়দা করা হইয়াছে। এই তাফাক্কুর যখন অন্তরে জাগরিত হইতে থাকে, তখন আল্লাহর মুহব্বত অন্তরে পয়দা হইতে থাকে। যখন মহব্বত পয়দা হয়, তখন আল্লাহর বন্দেগীতে নিজকে ফানা করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

৫। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত ত্বরীকাত পন্থীরা তাফাক্কুরের মাছয়ালা হইতে বেখবর, শুধু চক্ষু বুঝিয়া (বন্ধ) করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাতে তাফাক্কুরের দরজা হাছিল হয় কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা তাফাক্কুর করিতে চাহে, তাহাদের তাফাক্কুরের মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া শুধু মাত্র চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া থাকিলে ইহাতে তাফাক্কুরের দরজা হাছিল হইবে না। **যেমন- নামাজের মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া নামাজ পড়িলে নামাজ ছহীহ্ হয় না।**

৬। প্রশ্ন ঃ- শরীয়তের চার ভাগ মাছয়ালার মধ্যে যাহারা শুধু দুই ভাগ ফিক্বাহ্র মাছয়ালা ইবাদত আর মোয়া'মালাত শিক্ষা করিয়াছে, তাছাওউফ শিক্ষা করে নাই, তাহাদের তাফাক্কুরের দরজা হাছিল হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- ফিক্বাহের মাছয়ালা শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, তদ্রুপ তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করাও ফরজ। এই ফরজ বাদ দিয়া যাহারা তাফাক্কুর করিতেছে তাহাদের তাফাক্কুরের দরজা হাছিল হয় নাই।

৭। প্রশ্ন ঃ- মোরাকাবা কিভাবে হাছিল হয় ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা আছমান জমিন অর্থাৎ সমস্ মাখলুকাতে যাহা আছে, তাহার খবর রাখেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার অগোচরে কোন জিনিস নাই, বান্দা যাহা করিতেছে আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখিতেছেন, এই ইল্ম যখন বান্দার হাছিল হয়, তখন তাহার অন্রে এক হালত পয়দা হয়। এই হালতের ছববে (কারণে) অন্রে এবং বাহ্যিক শরীরে আমল পয়দা হইতে থাকে, তখন বান্দার ধ্যান আল্লাহ তা'য়ালার জাত এবং ছিফাতের দিকে ধাবিত হয়, এই ধ্যানকে মোরাকাবা বলে।

এই মোরাকাবা যাহাদের হাছিল হয় তাহারা দই প্রকার, প্রথম ছিদ্দীক, দ্বিতীয় আছহাবে ইয়ামিন। ছিদ্দীক লোকেরা আল্লাহ্ তা'য়ালার ছিফাতে জামালের ধ্যানে এইরূপ রত হয় যে তাহাদের কোন হুঁশ থাকেনা। অর্থাৎ ছিদ্দীক লোকেরা যে ধ্যানে থাকে তাহা ছাড়া অন্য কোন খবর রাখেনা। (ইহা অর্জন করা কাহারও এখতিয়ার ভুক্ত নহে। আর বেহুঁশ হওয়া প্রয়োজনও নহে।)

আর এক দরজার মোরাকাবা আছহাবে ইয়ামিনদের। তাহাদের ইয়াকীন আছে, আল্লাহ তা'য়ালা জাহের, বাতেন সব খবর রাখেন, কিন্তু তাহারা আল্লাহ তায়ালার ছেফাতে জামালের ধ্যানে বেহুঁশ হননা। তাহাদের হুঁশ ঠিক মতই (ভাবেই) থাকে। তাহারা প্রত্যেক কাজ করিতে চিন্া করেন। যদি দেখেন কাজটা আল্লাহর ওয়াস্ে হইতেছে, তাহা হইলে করিতে থাকেন। আর যদি দেখেন কাজটা নফছের তাড়নায় হয়, তবে সে কাজটা করেন না। তাহারা তাহাদের যাবতীয় কাজের উপর এইরূপ ধ্যান রাখিয়া কাজ করিয়া যাইতে থাকেন। তাহারা বিশুদ্ধ অন্রে শরীয়তের চার ভাগ মাছয়ালা এবাদত, মোয়ামালাত, মুহ্লিকাত, মুনজিয়াত এর উপর আমল করিয়া থাকেন। তাহাদের কোন রিয়া নাই, তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকেন, তাহা ইখলাছের সহিত করেন অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর ভয়তে করিয়া থাকেন। তাহারা দুনিয়ার কাজ কারবারও রীতিমত করিয়া থাকেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি পরিবারবর্গের হক হকক শরীয়তের বিধান মতে আদায় করেন।

-ঃ মানুষের তিনটি বিশেষ অবস্থা ঃ-

মানুষ তিন অবস্থার থেকে খালী নহে, তায়াত, মা'ছিয়াত, মোবাহ্। **মানুষ এই** তিন কাজের যে কোন কাজে থাকিবে। যদি তয়াতে (আল্লাহর্ আনুগত্যে) থাকে, তবে তাহার মোরাকাবা হইল ইখলাছের সহিত করিবে।

আর মা'ছিয়াত হইলে(গুনাহের কাজ করিলে) উহার মোরাকাবা হইল তওবা, কাজা, কাফ্ফারা (ইত্যাদি যাহাই তাহার উপর শরীয়তের বিধানমতে ধার্য হয়, তাহা পালন করা) ও পুনঃ গুনাহের কাজে লিপ্ত না হওয়া।

আর মোবাহ্ কাজের মোরাকাবা হইল নেয়ামতের শোকর আদায় করা।

-ঃ অতি প্রয়োজনীয় সাবধান বাণী ঃ-

মোরাকাবার মাছয়ালা না জানিয়া শুধু চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া থাকিলে মোরাকাবার দরজা হাছিল হয় না। মোরাকাবা শুধু চক্ষু বুঝিয়া করিতে হয় না বরং চক্ষু মেলিয়াও করিতে হয়। (বর্তমান দুনিয়ায় সাধারনত-চক্ষু বন্ধ প্রচলিত নফল মোরাকাবাকেই মোরাকাবা ধারনা করা হয়, কিতাবের বিধান মতে যাহা মূলত আসল বা প্রকৃত মোরাকাবা, তাহা করা হয় না, এমন কি আসল বা প্রকৃত মোরাকাবা সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারনাও নাই। তাই মুজাদ্দিদে আ'যম (রহঃ) উপরোক্ত সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছেন। [প্রকাশক]

মোটকথা ঃ- আল্লাহর্ খাঁটি বান্দাদের চব্বিশ ঘন্টাকাল মোরাকাবা হইতেছে। (যদিও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, তাহারা ধর্মীয় ও দুনিয়াবী সমস্ কাজ-কর্ম বাদ দিয়া পাহাড়-জঙ্গলে বা নির্জনে গিয়া সব সময় চক্ষু বন্ধ জিকির মুরাকাবায় মশগুল থাকেন না।)

-ঃ জিকিরের শ্রেণী বিভাগ ও জিক্রে লেছানীর বিধান ঃ-

৮। প্রশ্ন ঃ- জিকির কত প্রকার ?

উত্তর ঃ- (আমলী জিকিরের পরে জিক্রে মারুফ বা প্রচলিত) জিকির দুই প্রকার-জিক্রে ক্বলবী, জিক্রে লেছানী। মস্জিদে বা অন্য কোন স্থানে বসিয়া জামাতের সঙ্গে বোলন্দ আওয়াজে জিকির করা মোস্তাহাব। **যথা- শামি কিতাবের ১ম জিলদের (কাদীম ছাপা) ৬১৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -**

اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد وغيرها الا ان يشوش جهر هم على نائم اومصلى اوقارى -

অর্থাৎ - পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামাগণ মস্‌জিদে বা অন্য কোন জায়গায় জামাতের সহিত স্পষ্ট আওয়াজে জিকির করা মোস্তাহাব বলিয়া ইজমা বা ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু জিকিরের আওয়াজ এরূপ উচ্চ না হয়, যাহাতে নিদ্রা, নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াতে ব্যাঘাত জন্মে।

প্রচলিত নফল জিকিরের দ্বারা অন্তরের রাজায়েল দূরীভূত হয় কি না ? তাহার দলীল ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ ঃ-

৯। প্রশ্ন ঃ- জিকির দ্বারা অন্তরের রাযায়েল অর্থাৎ অসৎ স্বভাব দূর হয় কি না ?

উত্তর ঃ- মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের জখিরায় কারামত কিতাবের প্রথম খন্ডের নবম পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

كنوين مين اكربلى مرى اورسرى اور يهولى نهين تو بلى كوكنويى سي نكل يهينك كى سائه ذول يانى كنوين كا نكل دالى كنوان ياك هو جاوى اوراكر بلى كنوين مين يرى رهى تويانى نكالنا كجه فائده نه كرى - اسيطرح سى جبتك نفس كا تزكيه نه هوكا كوئى ذكر اور عبادت اور مراقبه فائده نه كريكا -

অর্থ - কুপের ভিতরে বিড়াল মরিয়া থাকিলে উহা যদি ফুলিয়া পঁচিয়া গলিয়া না থাকে তবে কূপ থেকে ষাট (৬০) ডোল পানি উঠাইয়া ফেলিলে কূপ পবিত্র হইয়া যায়, কিন্তু মরা বিড়াল না তুলিয়া পানি ফেলিয়া দিলে কোন ফায়দা হয় না। তদ্রুপ অন্তরকে কু-রিপুসমূহ হইতে পবিত্র না করিয়া অর্থাৎ অন্তরে কু রিপুসমূহ থাকা অবস্থায় যে কোন জিকির ও ইবাদত এবং মোরাকাবা করিবে উহাতে ফায়দা (উক্ত ব্যাপারে উপকার) হইবে না।

❑ **হযরত মাওলানা মোঃ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) সাহেবের মলফুজাতে হেচ্ছায় হাপ্তমে (সপ্তম খন্ডে) লিখা আছে ঃ-**

اورنری ذکر و شغل س اصلاح هو بهی کیسی سکتی
هی اسلئی که هر رذیله کا علاج جداکانه هی اکر ایك رذیله
بهی باقی رهی کا تو راسته اسوقت تك بند هی بلکه ذکر سی
بعض مرتبه فاسد الا ستعداد کا مرض برره جاتا هی -

অর্থ - শুধু নফল জিকির শোগল দ্বারা আত্মার এছলাহ্ হইবেই বা কিরূপে ? কারণ প্রত্যেকটি রিপুর ওষুধ ভিন্ন ভিন্ন। যদি আত্মার একটি রিপুও বাকী থাকে, তবে বেহেশ্‌তের রাস্তা বন্ধ থাকিয়া যায়। বরং জিকিরের দ্বারা আত্মার রোগ কোন কোন সময় আরও বৃদ্ধি পায়।

১০। প্রশ্ন ঃ- জিকির দ্বারা অন্তরের রাযায়েল দূর না হইলে দূর করার পন্থা বা এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- শামী কিতাবের ১ম খন্ডে (কাদীম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায়) লিখা আছে ঃ-

ولایمکن الا بمعرفة حدودها واسبابها وعلاماتها وعلا جها -

মূলঅর্থ - অন্তরের রাযায়েল দূর করা সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাযায়েলের তারিফ, ছবব, আমালত ও এলাজের মাছয়ালা অবগত না হইবে।

পরিস্কার বুঝা গেল, অন্তরের রাযায়েল দূর করার পন্থা বা এ'লাজ হইয়াছে তাছাওউফের বর্ণিত মাছায়েল।

১১। প্রশ্ন ঃ- নফল জিকির দ্বারা অন্তরের রাজায়েল দূর না হইলে প্রচলিত ত্বরীকত পন্থীরা জিকির করিতেছে কি জন্য ?

উত্তর ঃ- অন্তরের রাজায়েল ছাড়া আর একটি ময়লা আছে। তাহা গুনাহের ছববে অন্তরে পতিত হয়। তাহা দূর করার জন্য জিকিরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। **যথাঃ হাদীছে আছে-** মূলঅর্থ- নিশ্চয় ঈমানদার ব্যক্তি যখন কোন একটি গুনাহ্ করে তখন তাহার অন্তরে কাল দাগ পড়িয়া যায়, অতঃপর যখন সে তওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তাহার অন্তর (উহা হইতে) ছাপ হইয়া যায়। আর যদি সে গুনাহ করিতে থাকে আর তওবা ও জিকির না করে তবে তাহার অন্তরে কাল দাগ পড়িতে পড়িতে অন্তরের জ্যোতি নিভিয়া যায়।

-ঃ প্রকৃত জাকের ও গাফেলের পরিচয় ঃ-

১২। প্রশ্ন ঃ- জাকের কাহাকে বলে ? এবং গাফেল কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- যাহারা জবান দ্বারা বা অন্তর দ্বারা জিকির করিতেছে এবং আহ্কামে জাহেরী এবং আহ্কামে বাতেনীর উপর আমল করিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে জাকের বলে। আর যাহারা আহকামে জাহেরী এবং আহকামে বাতেনীর উপর আমল করিতেছে না, তাহারা যদি দিবা রাত্র (প্রচলিত নফল মোস্তাহাব) জিকির এবং মোরাকাবায় রত থাকে, তবুও তাহারা জাকের শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে না, তাহারা গাফেল শ্রেণীভুক্ত।

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহাছাবার বিবরণ

[মুহাছাবা কাহাকে বলে এবং উহার আনুসংগিক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা]

কুরআন মজীদের ২৮ নং পারা সূরায়ে হাশরের ১৮ নাম্বার আয়াতে আছে -

ولتنظر نفس ما قدمت لغد

মূলঅর্থ ঃ- প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, সে কাল কিয়ামতের দিবসের জন্য কি পাঠাইয়াছে।

বর্ণিত আয়াতে মুহাছাবার জন্য যে আদেশটি আসিয়াছে তাহা আত্মা সম্বন্ধীয় মাছয়ালা, তাছাওউফ সম্পর্কীয়। বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে মুহাছাবা করা ফরজ।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'য়ালা হাশর ময়দানে প্রত্যেক মানবের থেকে তাহার জীবনের সমস্ত কাজের হিসাব নিবেন, সেই হিসাব দেওয়ার জন্য প্রত্যহ নিজের সমস্ত কাজের হিসাব নিজে করিয়া দেখিবে ইহার নাম মুহাছাবা।

যেরূপ তহশীলদার, মালিক সরকারকে খাতা-কাগজ বুঝাইবার আগে নিজ বাড়ী অফিসে বসিয়া হিসাব মিলাইয়া দেখিয়া লয়। তদ্রুপ প্রত্যেক মানুষের প্রত্যহ নিজের আমল খাতার হিসাব মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত -ফিক্বাহ ও তাছাওউফ। ফিক্বাহ দুই ভাগে বিভক্ত -ইবাদত ও মু'আমালাত। তাছাওউফ দুই ভাগে বিভক্ত -মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াত। এক্ষণে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে প্রত্যহ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইবাদাত, মু'আমালাত, মুহ্লিকাত, মুন্জিয়াত এই চার ভাগ মাছয়ালা শিক্ষা করা তাহার উপর ফরজ ছিল- তাহা শিক্ষা করিয়াছে কি না ? যদি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া থাকে, তবে চিন্তা করিয়া দেখিবে আমল করা ফরজ ছিল, তাহা করিয়াছে কি না ? যদি আমল করিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্র শোক্রিয়া আদায় করিবে এবং যাহার শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং আমল করার তাওফীক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে শক্তি পরিমাণ পুরস্কার প্রদান বা এহ্ছান করিতে থাকিবে। ✪[১]

-ঃ বিশেষ জরুরী ব্যাখ্যা [প্রকাশক] ঃ-

✪[১] মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন শরীফের ছুরায়ে আর রহমানের মধ্যে ফরমাইয়াছেন - هل جزاء الاحسان الا الاحسان মূল অর্থ- সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে ? **বাংলা ও ভারত বিখ্যাত আলেমকুল শিরোমণি আল্লামা রুহুল আমীন ছাহেব (রহঃ) "রদ্দে আজান গাছী" কিতাবের ২০নং পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের মর্মার্থ লিখিয়াছেন-** "উপকারের বিনিময় উপকার ব্যতীত কিছু নহে" অতএব যেই হাদী বা পরজগতের ওস্তাদ নায়েবে রাসূলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও আমলের তাওফিক মহান আল্লাহ্ দান করিয়াছেন, তাহাকে সাধ্য পরিমাণ আর্থিক ও অন্যান্য ভাবে প্রয়োজন ভিত্তিক দ্বীনি সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

[মুহাছাবার বিষয়ে বিশেষ উপকারী ব্যাখ্যা - প্রকাশক]

-ঃ মুহাছাবার ছবব ঃ-

✪ কেরামান কাতেবীন জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপ আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন এবং মৃত্যুর পর, পরজগতে ময়দানে হাশরে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সকল কাজের হিসাব দিতে হইবে এই দুইটি বিষয়ের ভয় বা খওফ মুহাছাবার ছবব বা কারণ।

-ঃ মুহাছাবার আলামত ঃ-

✪ সৎ কাজে আগ্রহ প্রকাশ করা ও সর্বদা সকল কাজ শরীয়তের মোয়াফেক করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা-সাধনা করা এবং প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা আমলের পর্যালোচনা মুহাছাবার আলামত বা লক্ষণ।

-ঃ মুহাছাবার এ'লাজ ঃ-

✪ মুহাছাবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা ✪ নির্দিষ্ট সময়ে মুহাছাবা করার ব্যাপারে তৎপর থাকা ✪ কামেল পীরের সংগ লাভ করা এবং রিয়াজাত করা, ইহা মুহাছাবার ঔষধ বা চিকিৎসা।

✪ মুহাছাবাসহ তাছাওউফের বিশ প্রকার মৌলিক বিষয় এবং উহার আশি প্রকার শাখা মাছআলার বিস্তারিত বিবরণ এবং ইহা ছাড়াও তাছাওউফের দিক দিয়া বর্তমান দুনিয়ার মানুষের হাল অবস্থা ও ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ও জওয়াবের মাধ্যমে বহু সংখ্যক অতি জরুরী বিষয় জানার জন্য মুজাদ্দিদে আ'জম নায়েবে রাসূল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মুহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ) -এর লিখিত পনের খন্ড তাছাওউফের কিতাব গভীর চিন্তা-গবেষণার সহিত পাঠ করুণ।

প্রকাশ থাকে যে, যদিও সরল বাংলা ভাষায় কিতাবখানা লিখা হইয়াছে, তথাপি ছহীহভাবে শিক্ষা অর্জনের জন্য মুহাক্কেক আলেম-কামেল ওস্তাদ নায়েবে রাসূলের মাধ্যমে কিতাবখানা আউয়াল-আখের ভাল রকম বুঝিয়া নেওয়া দরকার। আর ছহীহ শুদ্ধভাবে আমল গঠন অর্থাৎ অন্তরকে সঞ্জিবীত করার জন্য কামেল মোর্শেদ তালাশ করা ও তার ছোহবাত এখতিয়ার করাও অপরিহার্য (জরুরী)। **[প্রকাশক]**

بسم الله الرحمن الرحيم

আদব সম্পর্কীয় বর্ণনা

[প্রকাশক]

আদব ও শৃংখলা

আদব সম্পর্কে কুরআনের বিশেষ বর্ণনা

মহান আল্লাহ কুরআনের ছুরায়ে হুজরাতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "হে মোমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাছুলের (অনুমতির) আগে (কোন বিষয়ে) অগ্রগামী হইও না। (অর্থাৎ আগে বাড়িয়া নিজ মতে কোন কাজ করিওনা) আর আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) নবীর আওয়াজ কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করিওনা এবং তাঁহার সহিত এত উচ্চস্বরে (এত উচ্চ আওয়াজে) কথা বলিওনা, যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাক। (কারণ) ইহাতে (অর্থাৎ এরূপ বেআদবী মূলক কথা বলিলে ও অনুমতি ব্যতীত নিজ মতে অগ্রগামী হইয়া কোন দ্বীনি কাজ করিলে তোমাদের আমল বন্দেগী বাতিল (নষ্ট) হইয়া যাইবে। অথচ তোমরা টের পাইবেনা। নিশ্চয়ই যাহারা নিজেদের আওয়াজ বা কণ্ঠস্বর রাছুল (ছঃ) এর সম্মুখে নীচু করিয়া রাখে (অর্থাৎ আদবের সহিত বিশেষ নম্রতা সহ আস্তে ধীরে কথা বলে) তাহারা সেই সমস্ত লোক, যাহাদের অন্তরকে আল্লাহ্তায়ালা তাক্ওয়া (পরহেজগারীর) জন্য পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের জন্যে ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রহিয়াছে।"

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন-হাদীছ তত্ত্ববিদ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট মোহাক্কেক কামেল হাদী বা নায়েবে রাছুলদের বেলায়ও কুরআনে উল্লেখিত উপরোক্ত বিধান সমূহ কার্যকর। কেননা তাহারা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী।

বর্ণিত হাদীছ বা নায়েবে রাছুলগণের সাথে বেয়াদবী করিলে উহা কোন কোন সময়ে তাওফিক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যাহা পরিণামে ঈমানের সম্পদকেও নষ্ট করিয়া দেয়।

[প্রমাণে তাফছীরে মাআ'রেফুল কুরআন বঙ্গানুবাদ ১২৭৬ ও ১২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

তাফছীরে কাদেরীর ৪৫৩-পৃষ্ঠায় লিখা আছে মূল কথা-লক্ষ লক্ষ বৎসর ইবলীছ যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং ইবাদত বন্দেগী করিয়া মহাসম্মান ইজ্জত অর্জন করিয়াছিল, তাহা মূলতঃ এক বেয়াদবীর কারণে বরবাদ (ধ্বংস) হইয়া গিয়াছে। অতএব আদবের দিকে লক্ষ্য রাখা সকলের একান্ত কর্তব্য।

তা'লীমে মা'রেফাত, মকতুবাতে ইমামে রব্বানী, জামেউল উছূল, মছনবী শরীফ ও জখিরায় কারামাত ইত্যাদি কিতাবসমূহের সহায়তায় আদব সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা

আদব ও শৃংখলা ব্যতিত সঠিক ইল্‌ম, আমল ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ ইত্যাদি কিছুই অর্জন হয় না। মুরীদ যদি খাঁটি পীর মোর্শ্বেদের আদবের প্রতি লক্ষ্য না করে এবং মোর্শ্বেদের নিকট নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা প্রকাশ না করে, তবে সে আল্লাহ্‌র নেআ'মাত রহমত হইতে মাহরুম অর্থাৎ বঞ্চিত থাকিয়া যায়। অতএব, নিম্নে উক্ত আদব লেহাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বর্ণনা প্রদান করা হইল -

১। মুরীদ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট নিজ খাঁটি ও কামেল মোর্শ্বেদের প্রতি এরূপ গাঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, নিজের উক্ত খাঁটি মোর্শ্বেদের অছিলায়ই মহান আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব ভাগ্যে নছীব হইবে। নিজ খাঁটি মোর্শ্বেদ ব্যতীত যদি অন্যের প্রতি প্রত্যাশা করে তবে তাহার ফয়েজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

২। কামেল মোর্শ্বেদের যাবতীয় আদেশ নিষেধ ও দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণভাবে রাজী থাকিবে এবং জান ও মাল দ্বারা খেদমত করিবে। কারণ আর্থিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য পন্থায় কামেল মোর্শ্বেদের খেদমত না করিলে মুরীদের আন্তরিক বিশ্বাস ও মুহব্বত বাস্তবে প্রমাণিত হয় না। মুরীদ কি পরিমাণ সরল ও খাঁটি তাহা মূলতঃ উহার দ্বারাই বাস্তবে প্রমাণিত হয়।

৩। জখিরায় কারামাত কিতাবে মুরাদুল মুরীদিন অংশে লিখা আছে (মূলকথা) ৫+৮=মোট ১৩টি শর্ত বিশিষ্ট হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদের প্রতি আন্তরিক মুহব্বতের ছয়টি বিশেষ আলামত বা চিহ্ন আছে। **যথা-**

১নং ঃ- হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকা।

২নং ঃ- হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদের সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্ণ আগ্রহ অন্তরে থাকা।

৩নং ঃ- হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদকে হাদীয়া দান করা। হাদীয়ার দ্বারা মুহব্বত বৃদ্ধি হয় এবং হাদীয়া মুলতঃ মুহাব্বতের কারণেই হইয়া থাকে।

৪নং ঃ- হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদের তা'রীফ বা প্রশংসা করা।

৫নং ঃ- হক্কানী আলেম বা কামেল মোর্শ্বেদের শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া ধারণা করা।

৬নং ঃ- যদি কোন লোক হক্কানী আলেম বা কামেল হাদীর বিরুদ্ধে বাদ প্রতিবাদ ও দোষারোপ করে, তবে তাহা দমন করা (অর্থাৎ দমন করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা)

৪। পীরে কামেলের খলীফা কিংবা যে পূর্বে মুরীদ হইয়াছে সে কম শিক্ষিত অথবা গ্রামের মূর্খ হইলেও তাঁহাকে মুরব্বির ন্যায় সম্মান করা, যদিও তাঁহার কোন মোস্তাহাব ও সুন্নাতে জায়েদা ইত্যাদি আমল কম থাকে। (বিশেষ করে যখন সেই মুরীদ বয়স্ক হয়, তখন তাঁহাকে সম্মান-শ্রদ্ধা করা বেশ জরুরী।

৫। কামেল মোর্শ্বেদের কোন নির্দেশই অমান্য করিবে না, যদিও মুরীদের যুক্তি ও চিন্তার বিপরীতও হয়। তবে আদবের সহিত আলোচনা করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিয়া নিতে পারে।

৬। কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল মোর্শ্বেদের হুকুম ব্যতিত নফল ইবাদত বা নফল জিকিরাদি তাঁহার সম্মুখে করিবে না। কারণ উক্ত নফল বা ছুন্নাতে জায়েদার মধ্যে লিপ্ত হইলে অনেক সময় ফরজ শিক্ষার তা'লীম ও প্রচার গং কাজে চরম বাঁধার সৃষ্টি হয় এবং নফল-ছুন্নাতে জায়েদার মধ্যে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেও ফরজ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। ইহা ছাড়াও আরো বহু ধারার দ্বীনি জরুরী কাজে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

৭। মুরীদ এমন স্থানে দাঁড়াইবে না, যাহাতে পীরের শরীর কিংবা সম্মুখের কাগজ কলম ও কিতাবের উপর মুরীদের ছায়া পতিত হয়। আর ইহা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। কারণ উক্ত কাজের দ্বারা অনেক সময় বিভিন্ন প্রকারে কাজের অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

৮। কামেল মোর্শ্বেদের জায়নামাজের উপর পা রাখিবে না, তাঁহার খাছ উজু গোছলের স্থানে উজু করিবে না। মোর্শ্বেদের খাছ পায়খানা সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। তবে মোর্শ্বেদের নির্দেশ বা অনুমতি থাকিলে তখন দোষনীয় হইবে না। আর ইহা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। কারণ কাহারো নিজস্ব খাছ জিনিস তাহার মনের খুশী বা অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা শরীয়াতে নিষেধ।

৯। কামেল মোর্শ্বেদের ব্যবহৃত খাছ বর্তন পেয়ালা ইত্যাদি ব্যবহার করিবে না। তবে মোর্শ্বেদ নির্দেশ দিলে তখন দোষ হইবে না।

১০। কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল পীর মোর্শ্বেদের সম্মুখে নিয়মের খেলাফ উচ্চ শব্দে কথা বলিবে না।

১১। মুরীদের মনে কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে তখনই পীরের নিকট তাহা আরজ করিবে। কামেল পীর মোর্শ্বেদ বুঝাইয়া দিলে যদি মন না বুঝে, তবে নিজের ত্রুটি মনে করিবে। কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল পীর মোর্শ্বেদের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করিবে না।

পীরের প্রতি আদব সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে এখানে কিছু বর্ণনা করা হইল। বাকী বিস্তারিত বর্ণনা আদব সম্বন্ধীয় কিতাব থেকে জানিয়া নিবেন।

আদবের সুফল ও বেয়াদবীর কুফল

از خدا جوئم توفيق ادب * بى ادب محروم كشت از فضل رب

আয্ খোদা জুঈমে তওফিকে আদব + বেয়াদব মাহরুম গাশ্‌ত আয ফজলে রব

আল্লাহ্ তাআ'লার নিকট আদব-তমিজের তওফিক ভিক্ষা চাই, যেহেতু বেয়াদব আল্লাহ্‌র মেহেরবানী হইতে বঞ্চিত থাকে।

بى ادب تنهانه خودرا داشت بد * بلكه اتش در همه افاق زد

বেয়াদব তন্‌হানা খুদ্‌রা দাশ্‌ত বদ-বল্কে আতশ দারহামাহ আফাকে যাদ বেয়াদব শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না বরং তাহার বেয়াদবীর কুফলের আগুন সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে।

رجه ايد برتو از ظلمت وغم * ان زبيباكى وكستاخى ست هم

হার্চে আয়েদ বরতু আয জুলুমাত ওগম + আযে বেবাকী ও গোস্তাখীস্ত হাম অনেক ক্ষেত্রে তোমার উপর যে আপদ-বিপদ, ভাবনা-চিন্তা আসে, তাহা বেয়াদবী ও আল্লাহ হইতে নির্ভয়তার দরুন আসে।

هركه كستاخى كند اندرطريق * كردد اندروادى حسرت غريق

হারকে গোস্তাখী কুনাদ আন্দর তরীক + গার্দাদ আন্দর ওয়াদিয়ে হাস্‌রত গারীক

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে বেয়াদবী করে; (যেমন কেহ যোগ্যতা অর্জন ছাড়া পীর সাজে বা ওয়ায়েজ হয়) সে একদিন আক্ষেপ-অনুপাতের স্রোতে ডুবিয়া মরিবে।

ازادب يرنور كشت ست اين فلك * وزادب معصوم وپاك امد ملك

আয্ আদব পূর-নূর গাশতাস্ত-ঈ ফালাক + ওয়াজ্ আদব মা'ছুমও পাক আমদ মালাক।

আদবের দরুন আসমান আলোকপূর্ণ হইতে পারিয়াছে এবং আদবের দরুনই ফেরেশতা জাতি পাক-পবিত্র হইয়াছে।

আল্লাহর ওলীগণের সহিত হিংসা ভীষণ ক্ষতিকর

جوکنی بابی حسد مکر وحسد * زان حسد دل را سیا هیهارسد

চুকুনী বা বেহাছাদ মকর ও হাছাদ্ + যা হাছাদ দিল্‌রা ছিয়াহীহা রাছাদ

হিংসা হইতে পাক পবিত্র ওলীগণের সহিত যদি তুমি হিংসা কর, তবে সেই হিংসার কারণে তোমার হৃদয়পটে অন্ধকারের ঘনঘটা ছাইয়া যাইবে।

হিংসা না করিয়া বরং আল্লাহ্ ওয়ালাদের পায়ের তলার মাটি হও [অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনুগত্য কর]

خاك شو مردان حق را زيريا * خاك بر سر كن حسد را همجومان

খাক শও মর্দানে হকরা যীরে পা+খাক বর ছার কুন হাছাদরা হামচূমা

আল্লাহ্ ওয়ালা ওলীগণের পায়ের তলার মাটি হইয়া যাও। হিংসা ও ঈর্ষার মাথায় মাটি ফেল অর্থাৎ উহাকে পদদলিত কর যেরূপ আমি (রুমী) করিয়াছি।

[সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণ আল্লাহর নির্দেশ মতে আল্লাহ্‌র রাছূলকে পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করার কারণেই আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব অর্জনের উপযোগী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ঠিক তদ্রুপভাবে জামানার হাদী বা নায়েবে রাছূলের পূর্ণ আনুগত্য ও পূর্ণ অনুস্মরণ করিলেই রাছূলে পাকের সত্যিকার খাঁটি উম্মাত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত খাঁটি বান্দা হিসাবে পরিগণিত হইতে পারিবে।]

جونکه بوئ برد وشکران نه کرد * کفر نعمت امد وبینش خورد

চুঁকে বুএ বুর্দ ও শুকেরে আঁ না কার্দ + কুফরে নে'মাত আমদও বীনীশে খোর্দ

কোন ওলীর (কামেল হাদীর) ক্ষেত্রে যখন সত্যের গন্ধ পাইয়া বসে এবং সত্যকে উপলব্দি করিতে সক্ষম হওয়ার শোক্‌রিয়া আদায় না করে, তখন উহা নেয়ামতের নাশোক্‌রী বলিয়া গণ্য হয়, ফলে তাহার ঐরূপ উপলব্দির ক্ষমতা ছিনিয়া যাইবে।

অর্থাৎ কামেল মোর্শেদের খোঁজ পাওয়া-ইহা আল্লাহ্ তাআ'লার একটি বিশেষ নেআ'মত, আর নেআ'মত পাইলে উহার শোকর আদায় করা কর্তব্য, নতুবা ঐ নেয়ামত ছিনাইয়া নেওয়া হয়।

আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদের সকলকে আদব হাছিল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

-ঃ কামেল মোর্শ্বেদের সম্মুখে মৃতের ন্যায় হও, তবেই অমর জীবন লাভ করিতে পারিবে ঃ-

شکر کن مر شاکران را بنده باش * پیش ایشان مرده شو پأنده باش

শোক্‌র কুন মর শাকেরা রা বন্দাবাঁশ + পেশ ঈঁশা মোর্দাশো পায়েন্দা বাঁশ।

আল্লাহ্‌র শোক্‌র আদায়কারী কামেল মোর্শ্বেদ (কামেল পীর) গণের শোক্‌র আদায় কর এইরূপে যে, তাহাদের গোলাম (পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও আনুগত্যকারী) হইয়া যাও। কামেল মোর্শ্বেদ বা আখেরাতের কামেল হাদীর সম্মুখে মৃতের ন্যায় হও, তবে অমরজীবন লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ খাঁটি মোর্শ্বেদ বা মুহাক্কেক কামেল হাদী পাইলে তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুস্মরণে মুর্দা বা মৃতের ন্যায় থাক। বাক-বিতন্ডা, তর্ক-বিতর্ক এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে তাঁহার অনুস্মরণে চল, ইহাতে তুমি চির সুখময় অমর জীবন (অর্থাৎ বেহেশ্‌তে আল্লাহ্‌র দীদার) লাভ করিতে পারিবে।

প্রকাশ থাকে যে, কামেল মোর্শ্বেদ বা আখেরাতের কামেল নায়েবে রাসূলের হাতে "বায়্‌য়াত" হওয়া মর্মে কুরআন-হাদীছের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের সহিত বিস্তারিত বর্ণনা আছে। "বায়্‌য়াত" অর্থ বেচা বা বিক্রি। হাদী বা আখেরাতের কামেল মোর্শ্বেদ কামেল পীরের কাছে বায়্‌য়াত অর্থাৎ নিজেকে বিক্রি করার মর্ম হইল বায়্‌য়াত হওয়ার পরে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত না করিয়া বরং কামেল হাদী বা কামেল মোর্শ্বেদ কুরআন-হাদীসের দলীলের মাধ্যমে যেইভাবে উপদেশ প্রদান করেন ঠিক সেইভাবে জীবনকে পরিচালিত করা।

আত্মার দ্বারা রুহানী বন্দেগী, দেহের দ্বারা জিসমানী বন্দেগী, আর মালের দ্বারা মালী বন্দেগী, এই তিন বন্দেগী কোন অবস্থাতেই নিজের ব্যক্তিগত মত বা চিন্তা অনুযায়ী না করিয়া বরং সম্পূর্ণরূপে দলীলের মাধ্যমে কামেল মোর্শ্বেদের বাতানো পন্থায় করিতে হইবে।

❑ হাদীছ শরীফে আছে -

لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به-

অর্থ-রাছূলুল্লাহ্ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, তোমাদের ভিতর থেকে কেহই ঈমানদার হইতে পরিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনের চাহিদা বা আগ্রহ আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তাহার তাবে বা অনুসারী না হইবে।

অর্থাৎ - নিজের মন মতলব মোতাবেক কোন কাজ করা যাইবেনা বরং কুরআন- হাদীছ মোতাবেক যাবতীয় কাজ করিতে হইবে। আর যেহেতু কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে কামেল মোর্শ্বেদ বা আখেরাতের কামেল মোহাক্কেক আলেম হাদী বা নায়েব রাসূল বিশেষ অভিজ্ঞ, তাই মূলতঃ কুরআন-হাদীস মোতাবেকই যাবতীয় কাজ করার জন্য উক্ত বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক কামেল হাদী বা মোর্শ্বেদের কাছে নিজের জীবনকে সোপর্দ বা ন্যস্ত করিতে হইবে এবং তাঁহার নির্দেশিত পথে পুরাপুরিভাবে চলিতে হইবে।

❑ **সূরা ফাতিহার মধ্যে রহিয়াছে -**

صراط الذين انعمت عليهم -

ওহে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদিগকে ঐ সমস্ত লোকদের রাস্তায় চালাও যাঁহারা তোমার ধর্মীয় নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা।

বর্ণিত আয়াত দ্বারাও পরিস্কার বুঝা যাইতেছে যে, রাছূল (ছঃ) ও নায়েবে রাছূলের অনুস্মরণ বাদ দিয়া নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা বা প্লান-প্রোগ্রাম মোতাবেক **রুহানী বন্দেগী, জেছমানী বন্দেগী ও মালী বন্দেগী ইত্যাদি কিছুই করা যাইবে না** বরং রাছূল (ছঃ) ও তাঁর অবর্তমানে ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া কামেল হাদী বা কামেল মোর্শ্বেদের নির্দেশিত পন্থায় সব কিছু করিতে হইবে।

বহু লোক এইরূপ আছে, যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই কামনা করে এবং ধর্মের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করে ও বহু কষ্টে অর্জিত টাকা পয়সা ধর্মের খেদমতের জন্য ব্যয় করে, কিন্তু "ছিরাত্বল্লাজীনা আন্ আ'মতা আলাইহিম" এই আয়াতের অনুস্মরণের বেলায় মারাত্মক ত্রুটি করে, অর্থাৎ আমভাবে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের জন্য কষ্টে অর্জিত মাল বা টাকা পয়সা ব্যয় করে সত্য, কিন্তু কিছু করে কামেল মোর্শ্বেদ নায়েবে রাছূলের পূর্ণ অনুস্মরণে, আবার কিছু করে নিজের চিন্তা, নিজের মন মর্জি মোতাবেক।

ইহাতে উপরোক্ত আয়াতের উপর সঠিকভাবে আমল করা হয় না এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার ও কায়েমের ক্ষেত্রে অনেক অনেক সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মোট কথা সাহাবায়ে কেরামগণ যে ভাবে রূহানী, জিছমানী ও মালী বন্দেগী ইত্যাদি সব কিছু রাছূলে পাকের পূর্ণ অনুস্মরণে ও রাছূলে পাকের বাতানো পথে করিয়াছেন ঠিক ঐ ভাবে রাছূলে পাকের অবর্তমানে ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া হিসাবে সঠিক নায়েবে রাসূল বা কামেল মোর্শ্বেদের পূর্ণ অনুস্মরণে সব কিছু করিতে হইবে।

তা’লীমে মা’রেফাত, নূরুণ আলা নূর, আদাবুল-মুরীদ ইরশাদে রহ্‌মানী, জামেউল উছূল ও জাওহারাতুন্নাইয়ারা ইত্যাদি কিতাবসমূহের সহায়তায়

-ঃ “মুরীদের কর্তব্য ও আদব” সম্পর্কে বিশেষ জরুরী বর্ণনা ঃ-

[প্রকাশক]

ইল্‌ম হাছিল কর মনোযোগ দিয়া।
দিছেন তোমার পীর যাহা বাতাইয়া।।
অন্যের বাতানো কিছু পীরকে তোমার।
না বলিয়া নাহি পড় থাক হুঁশিয়ার।।
পীর যাহা বলে তাহা করিবে তখন।
না হবে উচিত তোমার এ'তেরাজ করন।।
পীরের হুকূম বিনে কোনই কাজের।
এরাদা না কর তুমি ভিতরে দেলের।।
ফরজ-ওয়াজিব আর সুন্নাতের কাজ।
ইহা ভিন্ন বেহুকুমে নফল নামাজ-
কিংবা মোরাকাবা আদি যত ইতি আর,
পীরের সামনে নাহি কর খবরদার।।
অন্য সনে পীর ধারে কথা নাহি কও।
অন্যের তরফে নাহি মোতাওজ্জা হও।।
হট নাহি কর তুমি পীরের কথায়।
না বুঝিলে আদবেতে জিজ্ঞাস তাঁহায়।।
কোন কথাতে যদি সন্দেহ তোমার হয়।
পীরের কাছে জিজ্ঞাসা করি লইবে ত্বরায়।।
স্বপ্নেতে দেখিলে কিছু পীরকে তোমার।
শুনাইয়া দিবে তাহা করিয়া পকাশ।।

পীর হইতে কভু তুমি বে হুকুমে তার।
জরুরাত বিনে নাহি কোথা যাবে আর।।
পীরের কথার পরে না কবে কখন।
আওয়াজ বোলন্দ নাহি কর কদাচিন।।
পীর যাহা বলে তাহা মান্য করি লবে।
মুরীদের পক্ষে যদি বিপরীতও হবে।।
পীরের নিকট কবে ভাল মন্দযত।
আত্মিক হাকীম দাওয়া দিবে ভাল মত।।
বাতেনী ফয়েজ পেলে বুঝিবা তখন।
পীর হইতে মিলে কিবায় অমূল্য রতন।।
পীরের আয়েব আর না ধর নোকছান।
কুরআনের আদব জান যত মুরীদান।।
পীরের সামনে থাক মোরদার মতন।
হেলা-দোলা নাহি কর যেন অচেতন।।
আদবেতে থাক সদা ছাড় গাফলত্।
নিশ্চয় জানিয়া লও পীর নেয়ামত।।
হাদীছেতে লিখিয়াছে এমত প্রকার।
আছহাব থাকিতেন যবে হযরত গোচর।।
আবুবকর যিনি ছিদ্দীক আকবর।
যখন কহিতেন কথা হুজুর দরবার।।
এত ছোট স্বরে তিনি কহিতেন বাত।
কান পাতি শুনিতেন আপনি হযরত ।।
খেয়াল করহ দেলে মুরীদান সবাই।
বিনা আদবেতে কারো হাছিল হবে নাই।।
পীরের সন্মান আর মুরুব্বী সবায়।
সম্মান ও মোহাব্বতে দেখিবে তাহায়।।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ প্রকাশকের বিশেষ জরুরী বক্তব্য ঃ-

নিশ্চয় ইহজগত দুনিয়া অস্থায়ী, আর আখেরাত বা পরজগত চিরস্থায়ী। উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন বিশেষ করে চিরস্থায়ী জগত আখেরাতে মহান আল্লাহ্র কল্পনাতীত কঠিন আজাব ও গজব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া চিরসুখময় অমরপুরী বেহেশ্ত উদ্যানে আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও দীদার লাভ করিতে চাহিলে -

❑ **১নং ঃ-** আখেরাতের পথ প্রদর্শক হাদীর অর্থাৎ রাছুল বা নায়েবে রাছুলের অনুস্মরণ করিতে হইবে।

❑ **২নং ঃ-** পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (আক্বাইদ, ফিক্বাহ্ ও ইল্মে ক্বল্ব বা ইল্মে তাছাওউফ) শিক্ষা করিয়া আমল করিতে হইবে।

❑ **৩নং** ঃ- বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীকে (নায়েবে রাছূলকে) কিতাবী বিধান মতে মালী বন্দেগীর মাধ্যমে তাবলীগে হুক্মী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে।

❑ **৪নং** ঃ- সাধ্যানুযায়ী পূর্নাঙ্গ দ্বীন তথা- আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ জারী ও কায়েমের জন্য চেষ্টা সাধনা বা সংগাম জিহাদ করিতে হইবে।

বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পরজগতের মহামুক্তির জন্য অপরিহার্য্য মহা জরুরী।

নায়েবে রাছুলের অনুস্মরণ ও নায়েবে রাছুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন কিতাবের মাধ্যমে দলীল ভিত্তিক অতি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ ১নং ঃ-

❑ **মহান আল্লাহ্ কুরআন শরীফে ছুরায় নিছার মধ্যে হুকুম করিয়াছেন -**

يا يها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم

অর্থ ঃ- হে ঈমানদার বান্দাগণ ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাছুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যাহারা উলিল আমর (অর্থাৎ যাহারা কুরআন-হাদীছ ও ফিক্বাহ্-তাছাওউফে গভীর জ্ঞানী মোহাক্কেক আলেম, নায়েবে রাছূল) তাহাদের আনুগত্য কর।

-ঃ ২নং ঃ-

❑ **হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য শামী** কিতাব ১ম খন্ড (পুরাতন ছাপা) ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

والمعتمد ان اولى الامرفى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم هم العلماء -

মূলঅর্থ - আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা "তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর (হুকুম মান্য করিয়া চল) এবং রাছুলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যে থেকে যাহারা উলিল আমর তাহাদেরও আনুগত্য কর" এই আয়াতে উল্লেখিত "উলিল আমরের" মর্ম নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে (ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া বা নায়েবে রাছূল পর্যায়ের কামেল মোহাক্কেক) খাঁটি আলেমগণ।

-ঃ ৩নং ঃ-

❑ **শামী কিতাব ৫ম খন্ড (পুরাতন ছাপা) ৪০৭ পৃষ্ঠায় (পান করা সম্পর্কীয় মাছয়ালা বর্ণনার অধ্যায়ে) লিখা আছে -**

ان المراد من اولى الامر فى الاية العلماء فى اصح الاقوال كما ذكره العينى من شرح الكنز -

অর্থাৎ ঃ- নিশ্চয় আল্লাহ্‌র আয়াতে উল্লেখিত "উলিল আমরের" মর্ম সবচেয়ে বেশী ছহীহ বর্ণনা মতে (ফিক্বাহ-তাছাওউফ তত্ত্ববিদ ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া বা নায়েবে রাছুল পর্যায়ের মোহাক্কেক) খাঁটি কামেল আলেমগণ। **বোখারী শরীফের শরাহ্ "আইনী" শরহেল কানজ্ কিতাবের থেকে উলিল আমরের মর্ম উপরোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছে।**

❑ **৪নং-**তাফছীরে কাবীর ❑ **৫নং-**তাফছীরে জারীর তিববী ❑ **৬নং-**খোলাছাতুত্তাফাছীর ❑ **৭নং-**তাফছীরে মা'আরিফুল কুরআন ❑ **৮নং-**তাফসীরে খাজেন ❑ **৯নং-**তাফছীরে বাগবী ❑ **১০নং-**তাফছীরে রুহুল মাআ'নী ❑ **১১নং-**জগতবিখ্যাত তাফছীর আহকামুল কুরআন ❑ **১২নং-**তাফছীরে মাজহারী ইত্যাদি অসংখ্য তাফছীরের কিতাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ "আর তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে যাহারা উলিল আমর তাহাদেরও আনুগত্য বা অনুস্মরণ কর। এই আয়াতে উলিল আমরের মর্ম (ফিক্বাহ্-তাছাওউফ ও কুরআন হাদীছে গভীর জ্ঞানী ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া বা নায়েবে রাছুল পর্যায়ের) খাঁটি মোহাক্কেক আলেমগণ বলিয়া পরিস্কার ভাবে উল্লেখ আছে এবং উক্ত ব্যাপারে উক্ত তাফছীর সমূহে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।)

◈ **প্রকাশ থাকে যে, কতক তাফছীরের কিতাবের ভিতরে নায়েবে রাছুল** পর্যায়ের খাঁটি কামেল মোহাক্কেক আলেম এবং ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম বাদশাহ বা সরকার এই উভয়ই উলিল আমর এইরূপ লিখা আছে।

যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান

-ঃ ১৩নং ঃ-

❑ **জগত বিখ্যাত মহামান্য ও অতি উচ্চস্তরের শ্রেষ্ঠ তাফছীর তাফছীরে রহুল বয়ানের ১ম খন্ডের ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -**

ومن لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان -

মূলঅর্থ - যাহার পীর নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি কামেল পীর মোর্শেদ গ্রহণ করে নাই বা করিতে রাজী না, ইবলীছ শয়তানই তাহার পীর।

-ঃ ১৪নং ঃ-

❑ **হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রহঃ)** এর কিতাব ইন্‌তেবাহ্ ফি ছালাছেলে আওলিয়ার ৩৩ পৃষ্ঠায় ও ❑ **১৫নং-** রেছালায় মক্কীয়া কিতাবে এবং ❑ **১৬নং-** জৈনপুরী হযরত আল্লামা মোঃ কারামত আলী (রহঃ) এর **কিতাব "নূরুন আ'লা নূর" কিতাবের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -** যাহার পীর নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি কামেল মোর্শ্বেদ গ্রহণ করে নাই বা করিতে রাজী না তাহার পীর শয়তান।

অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের জন্য কামেল পীর মোর্শ্বেদের অনুসন্ধান করা ফরজ

-ঃ ১৭নং ঃ-

❑ **হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) "ছিররুল আছরার" নামক কিতাবে তওবার অধ্যায়ে লিখিয়াছেন -**

ولذالك طلب اهل التلقين لحيات القلب فرض -

অর্থ - অন্তরকে সঞ্জীবিত করার জন্য কামেল মোর্শ্বেদ- কামেল পীর তালাশ করা ফরজ।

কামেল মোর্শ্বেদকে মুহব্বত করাও ফরজ

-ঃ ১৮নং ঃ-

❑ **ইরশাদুত্তালেবীন কিতাবে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) লিখিয়াছেন- মূলঅর্থ-** কামেল পীরকে মুহব্বত করা ফরজ। কেননা নায়েবে রাছূলের মুহব্বত আল্লাহ্ ও রাছুলের দিকে ধাবিত করে।

কামেল মোর্শ্বেদের সংগ লাভ ও তা'লীম গ্রহণ ব্যতীত তাছাওউফ বা অন্তর শুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নহে।

-ঃ ১৯নং ঃ-

জৈনপুরী হযরত আল্লামা কারামত আলী (রহঃ) যাঁহার হাতে দুই কোটি ষোল লাখ অমোছলমান ইসলামের কলেমা পাঠ করিয়াছেন, তিনি জাদোত্তাকওয়া কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- **মূলঅর্থ-** কামেল মোর্শ্বেদের তা'লীম ও ছোহবাত গ্রহণ ব্যতীত তাছাওউফের উপর আমল করা বা অন্তর শুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নহে।

❑ **২০নং-** ছিরাতে মুস্তাকীম কিতাবের ৪র্থ পৃষ্ঠায় মছনবী শরীফের বরাত দিয়া এবং ❑ **২১নং-** থান্‌ভী (রহঃ) এর তালিমুদ্দিন কিতাবেও উপরোক্ত একই পর্যায়ের বর্ণনা লিখা আছে।

কামেল মোর্শ্বেদ তোমার কল্যাণের বিষয়সমূহ তোমার চেয়ে অনেকগুণে বেশী চিনেন

-ঃ ২২নং ঃ-

তাফছীরে রুহুল বয়ানের ৩য় খন্ডের ৫৩২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত লিখা আছে- (সংক্ষেপে মূলকথা) (কুরআন-হাদীছ ও ফিক্বাহ-তাছাওউফ তত্ববিদ) খাঁটি কামেল মোর্শ্বেদ তোমার কল্যাণের বিষয় সমূহ তোমার নিজের চেয়ে অনেকগুণে বেশী চিনেন, কাজেই তুমি কামেল পীরের তালাশে পূর্ণ চেষ্টা কর। কামেল পীর মোর্শ্বেদ পাওয়া মাত্র তুমি তাহার পূর্ণ ভক্ত হও এবং জানে ও মালে তাঁহার পূর্ণ খেদমত কর। তুমি কামেল মোর্শ্বেদের দরবারে মুর্দারের মত হইয়া থাক, (অর্থাৎ কিতাবী শর্ত-শরায়েত মোতাবেক খাঁটি পীর গ্রহণ করার পরে আর কোন তর্ক-বিতর্ক-সন্দেহ ইত্যাদি না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত কিতাবী তা'লিম নির্দেশ ও ধর্মীয় ব্যবস্থা আন্তরিক মুহব্বতের সহিত মনে-প্রাণে খাঁটি ভাবে গ্রহণ কর) তাহা হইলে তুমি মহা সৌভাগ্যের অমর জীবন লাভ করিতে পারিবে।

কামেল পীর মোর্শ্বেদের মাধ্যমে তাছাওউফ শিক্ষা করিয়া আমল করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথের শ্রেষ্ঠ অছীলা। আর অছীলা গ্রহণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ

❑ **২৩নং-** ছুরায়ে মায়েদার মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন- **মূলঅর্থ-** আর তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অছীলা (মাধ্যম) তালাশ কর। ❑ **২৪নং-** তাফছীরে রুহুল বয়ান ২য় খন্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় ও ❑ **২৫নং-** হযরত মুজাদ্দেদ সৈয়দ আহাম্মদ বেরলবী (রহঃ) এর ছিরাতে মুস্তাকীম কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠায় এবং ❑ **২৬নং-** খোলাছাতুত্তাফাছির **১ম** খন্ডের ৫০৫ পৃষ্ঠায়, আরও জখিরায় কারামত ২য় খন্ডের, কাত্তলুচ্ছাবেত অংশের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, **মূলকথা-** কামেল পীর মোর্শ্বেদগণ, আয়াতে উল্লেখিত অছীলা অর্থাৎ কামেল মুহাক্কেক আলেম-পীর মোর্শ্বেদ গ্রহণ করিয়া ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করতঃ আমল করা এবং উহার জন্য তাঁহাদের অনুস্মরণ ও ছোহবাত অবলম্বন করা, ইহা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ অছীলা।

-ঃ ২৭নং ঃ-

❑ **তাফছীরে মা'আরিফুল কুরআনের (বংগানুবাদ) ৩২৮ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুফ্তী শফী** (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, সংক্ষেপে মূল কথা ঈমান, নবী, রাছূল, আল্লাহ্ ওয়ালা নেককার লোকদের সংগ লাভ এবং তাহাদেরকে মুহব্বত করা ও অন্যান্য নেক আমল ইহা সবই আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথের অছীলাহ।

প্রকাশ থাকে যে, কতক লোকেরা কামেল পীর মোর্শ্বেদ গ্রহণ অর্থাৎ কামেল পীর মোর্শ্বেদের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা করিয়া আমল করা ইহাকে অছীলাহ হিসাবে মানিতে রাজী হয় না, বরং বিপরীত মন্ব্য করে ইহা তাহাদের চরম মূর্খতা বা অজ্ঞতা ও চরম গোমরাহী। যেহেতু কামেল পীর মোর্শ্বেদের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা করিয়া আমল করা ইহা যে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথের শ্রেষ্ঠ অছীলা, ইহাতে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নাই। এই মর্মে অসংখ্য কিতাবের বর্ণনা আছে।

-ঃ আল্লাহ্ওয়ালা জ্ঞানীদের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহর নির্দেশ ঃ-

-ঃ ২৮নং ঃ-

❑ **ছুরায়ে নহলের মধ্যে আল্লাহ্ নির্দেশ করিয়াছেন- মূলঅথ-** যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে এরূপ অবস্থায় তোমরা (আল্লাহ্ওয়ালা) জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও।

-ঃ ২৯নং ঃ-

❑ **ছুরায়ে ফোরকানে আল্লাহ্ বলিয়াছেন-** "ফাছ্আল বিহী খবীরা" **মূলঅর্থ-** মহান আল্লাহ্র মহিমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ-জ্ঞানী লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও।

আখেরাতের পথ প্রদর্শক ও কামেল মোর্শ্বেদ বিহীন লোকের জন্য দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতেই আল্লাহ্র গজব ও আজাব

-ঃ ৩০নং ঃ-

❑ **ছুরায় রা'আদের মধ্যে আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন-** (মূল অর্থঃ) "আর আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহীতে রাখেন তাহার জন্য কোন হাদী নাই (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে আনয়ন

এবং শিক্ষা দিয়া পরিচালনা করার মত কোন পথ প্রদর্শক বা মোর্শ্বেদ তার ভাগ্যে নছীব হয় না, ইহারা হাদীর শিক্ষার ধার ধারে না ও বিশ্বাস করে না। এই পর্যায়ের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও আজাব রহিয়াছে এবং আখেরাতের আজাব উহা হইতেও বহু গুণে কঠিন। আর আল্লাহ্‌র (আজাব) হইতে তাহাদের কোন রক্ষাকারী হইবে না।”

প্রকাশ থাকে যে, হাদী বিহীন লোকদের জন্য যে দুনিয়াতেও আজাব রহিয়াছে ইহার মর্ম তাহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র থেকে দূরত্ব, পর্দা, গাফলতী ও মূর্খতার আজাব এবং নফছের কুপ্রবৃত্তি ও দুনিয়ার গোলামী এবং জ্বিন শয়তান ও মানব শয়তানের দাসত্বগিরী করার আজাব। **[তাফ্‌ছীরে রুহুল বয়ান দ্রষ্টব্য]**

-ঃ কামেল মোর্শ্বেদগণের সঙ্গী হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা’য়ালার বিশেষ নির্দেশ ঃ-

–ঃ ৩১নং ঃ–

❑ **ছুরায়ে তাওবার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা’য়ালা নির্দেশ করিয়াছেন-** “আর তোমরা ছাদেকীন বা সত্যবাদী বান্দাদের সাথী হও” তাফছীরে রুহুল বয়ানে এবং খোলাছাতুত্তাফাছীর ২য় খন্ডের ৩০১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে-ছাদেকীন বা সত্যবাদী বান্দাগণের মর্ম হইল আল্লাহ্‌ প্রাপ্তির পথের পথ প্রদর্শক কামেল পীর মোর্শেদগণ।

ধর্মীয় বাদশাহ, কামেল হাদী বা নায়েবে রাছুলের আনুগত্য না করিয়া তাঁহার খাঁটি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উক্ত মৃত্যু হইবে কুফুরী মৃত্যু

❑ **৩২নং- ও ❑ ৩৩নং-** ইন্‌খোবে ছিহাহ্‌ ছিত্তার ৬৭ ও ৬৮ **পৃষ্ঠায় মুছলিম শরীফ ও নাছায়ী শরীফের হাদীছে লিখিত আছে- আর মূল কিতাব মুছলিম শরীফ ২য় খন্ড (পুরাতন ছাপা) ১৩৫ ও ১৩৬ পৃষ্ঠায় আছে- মূলঅর্থ-** যে ব্যক্তি (ধর্মীয় বাদশাহ, রাছূল আর রাছূলের পরবর্তী সময়ে নায়েবে রাছূলের) আনুগত্য বা অনুস্মরণ থেকে বাহির হইয়া পড়িবে এবং খাঁটি হাদীর হক দল থেকে ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, অতঃপর উক্ত অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হইবে তবে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ইসলামী মৃত্যু হইবে না বরং তার মৃত্যু হইবে কাফেরদের ন্যায় কুফুরী মৃত্যু।

প্রকাশ থাকে যে, যিনি ফিক্বাহ ও তাছাওউফ তত্ববিদ এবং কুরআন-হাদীসেও গভীর জ্ঞানী অর্থাৎ নায়েবে রাছুল হওয়ার শর্ত সমূহ অর্জন করিয়াছেন এবং তার নিজ প্রচারিত ও দাবীকৃত মাছয়ালা সমূহ কিতাবের মোয়াফেক, (প্রয়োজনে দলীল প্রমাণ

দ্বারা সাব্যস্ত করিতেও সক্ষম) তিনিই হইয়াছেন সত্যিকারের হাদী বা কামেল মোর্শ্বেদ, নায়েবে রাছূল। এইরূপ হাদী বা নায়েবে রাছূলের আনুগত্য হইতে বিরোধীতা করিয়া বাহির হইলে এবং বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করিয়া ঐ হালতে মারা গেলে কাফেরদের ন্যায় কুফুরী মৃত্যু হইবে। ইসলামী মৃত্যু তার ভাগ্যে নছীব হইবে না।

অতএব সাবধান কেহই যেন কামেল নায়েবে রাছুল বা কামেল হাদী গ্রহণ থেকে দূরে না থাকেন। কাল বিলম্ব না করিয়া ফিক্বাহ্ -তাছাওউফ ও কুরআন-হাদীসের মাপ কাঠিতে পূর্ণভাবে সঠিক আছে এরূপ মোর্শ্বেদ বা নায়েবে রাছূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন এবং আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠা কল্পে বর্ণিত নায়েবে রাছূলকে জানে ও মালে পূর্ণভাবে সাহায্য সহযোগিতা করুন। আর নিজেরাও শক্তিপরিমাণ কিতাবী বিধান মতে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা সাধনা বা সংগ্রাম জিহাদ করুন। তবেই দোজাহানের কল্যাণ এবং চিরসুখময় অমরপুরী বেহেশ্ত উদ্যান এবং আল্লাহ্র দীদার (পরজগতে) ভাগ্যে নছীব হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, খাঁটি কামেল আলেম, পীর, ওয়ায়েজ অর্থাৎ নায়েবে রাছুল হওয়ার শর্ত- শরায়েত সমূহ বিশেষ সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে **এজহারে হক প্রথম খন্ডের ভিতরে লিখা আছে।** উক্ত কিতাব খানা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালভাবে পাঠ করিবেন। কিতাবখানা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার্থীদের জন্য অতি জরুরী পাঠ্য।

-ঃ কামেল মোর্শ্বেদ স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন, নবী নিজ উম্মতের মধ্যে ঃ-

❑ ৩৩নং নূরুন আ'লা নূর কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় উর্দু ভাষায় এবং ❑ ৩৪নং মাক্তুবাতে ইমাম রাব্বানীর ১ম খন্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

الشيخ فى قومه كالنبى في امته -

অর্থাৎ - (ফিক্বাহ- তাছাওউফ ও কুরআন-হাদীস তত্ত্ববিদ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট) খাঁটি পীর মোর্শেদ স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, যেমন নবী নিজ উম্মতের মধ্যে।

-ঃ ৩৫নং ঃ-

❑ হাদীছে আছে - রাছূল (ছঃ) বলিয়াছেন- আমার উম্মতের (ফিক্বাহ-তাছাওউফ তত্ত্ববিদ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট) খাঁটি আলেমগণ বনী ইস্রাঈল বংশীয় নবীগণের সাদৃশ্য।

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ শাজ্‌রানামা ঃ-

৪০। **(ক)** হযরত মাওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব ও
(খ) হযরত মাওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ আব্দুশ শাকূর ছাহেব।

৩৯। তাঁহার পীর মুজাদ্দিদে আ'জম নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)।

৩৮। তাঁহার পীর মুজাদ্দিদে জামান নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিক (রহঃ)।

৩৭। তাঁহার পীর হযরত মাওলানা সূফী ফতেহ আলী (রহঃ)।

৩৬। তাঁহার পীর হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহঃ)।

৩৫। তাঁহার পীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমেদ বেরলবী (রহঃ)।

৩৪। তাঁহার পীর হযরত মাওলানা শাহ্‌ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহ্‌লবী (রহঃ)।

৩৩। তাঁহার পীর তাঁহার পিতা হযরত মাওলানা শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহ্‌লবী (রহঃ)।

৩২। তাঁহার পীর তাহার পিতা হযরত শায়খ আব্দুর রহীম (রহঃ)।

৩১। তাঁহার পীর হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী (রহঃ)।

৩০। তাঁহার পীর হযরত সাইয়্যেদ আদম বনুরী (রহঃ)।

২৯। তাঁহার পীর হযরত শায়খ আহমদ ছেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ)।

২৮। তাঁহার পীর হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌ (রহঃ)।

২৭। তাঁহার পীর হযরত খাজা আমকনকী (রহঃ)।

২৬। তাঁহার পীর হযরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ (রহঃ)।

২৫। তাঁহার পীর হযরত মাওলানা জাহেদ (রহঃ)।

২৪। তাঁহার পীর হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহ্‌রার (রহঃ)।

২৩। তাঁহার পীর হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছর্‌খী (রহঃ)।

২২। তাঁহার পীর হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী (রহঃ)।
২১। তাঁহার পীর হযরত খাজা মোহাম্মদ ছাম্মাছী (রহঃ)।
২০। তাঁহার পীর হযরত আলী রামীতিনী (রহঃ)।
১৯। তাঁহার পীর হযরত খাজা মাহ্‌মুদুল খয়ের ফাগনবী (রহঃ)।
১৮। তাঁহার পীর হযরত খাজা আরেফ বেগওরী (রহঃ)।
১৭। তাঁহার পীর হযরত খাজা আব্দুল খালেক আজদাওয়ানী (রহঃ)।
১৬। তাঁহার পীর হযরত ইউছুফ হামদানী (রহঃ)।
১৫। তাঁহার পীর হযরত আবু আলী-ফারমদী (রহঃ)।
১৪। তাঁহার পীর হযরত ইমাম আব্‌ল কাছেম কোশাইরী (রহঃ)।
১৩। তাঁহার পীর হযরত শায়খ আবু আলী দাক্কাক (রহঃ)।
১২। তাঁহার পীর হযরত শায়খ আবুল কাছেম নাছিরাবাদী (রহঃ)।
১১। তাঁহার পীর হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী (রহঃ)।
১০। তাঁহার পীর হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)।
০৯। তাঁহার পীর হযরত আবুল হাছান ছারিউছ ছাখতী (রহঃ)।
০৮। তাঁহার পীর হযরত শায়খ মারূফ কারখী (রহঃ)।
০৭। তাঁহার পীর হযরত ইমাম আলী রেজা (রহঃ)।
০৬। তাঁহার পীর হযরত ইমাম মুছা কাজেম (রহঃ)।
০৫। তাঁহার পীর হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রহঃ)।
০৪। তাঁহার পীর হযরত কাছেম বিন মোহাম্মদ (রহঃ)।
০৩। তাহার পীর হযরত ছালমান ফারছী (রাঃ)।
০২। তাঁহার পীর আমীরুল মো'মিনীন হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)।
০১। **তাঁহার পীর খাতামুন নাবীয়্যিন সাইয়্যেদুল মুরছালীন হযরত মোহাম্মদ মোস্ফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম।**

بسم الله الرحمن الرحيم

মহামুক্তি ও আল্লাহ্ তা'য়ালার দীদার

ইল্‌মে ক্বল্‌বের

[ইল্‌মে তাছাওউফের]

পূণর্জীবন ও বিশ্বঅভিযান

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহির সন্তান ও স্থলাভিষিক্ত (খলীফা)

নায়েবে রাছূল শাহ্ মোঃ আব্দুশ্ শাকূর কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ইল্‌মে ক্বল্‌ব বা তাছাওউফ প্রায় সমগ্র দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত এবং উহা পরিত্যাগ করার কল্পনাতীত ভয়াবহ পরিণাম ফল ও মহাক্ষতির বিস্তারিত বর্ননা ঃ

আচ্ছালামু আলাইকুম !

-ঃ ১নং ঃ-

মুসলিম ভাইসব ! কুরআন- হাদীসের আমলী মাছয়ালা সমূহের অর্ধাংশ ও পূর্ণাংগ দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন বিদ্যা ইল্‌মে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ (অর্থাৎ মানবতা বিধ্বংসী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তরজাত কু-রিপুসমূহ 'মুহ্‌লিকাত' মৌলিকভাবে দশ এবং পরিত্রাণকারী সৎস্বভাব 'মুন্‌জিয়াত' মৌলিক ভাবে দশ, এইভাবে হৃদয়শুদ্ধির বিদ্যা ইল্‌মে তাছাওউফের (ইল্‌মে ক্বল্‌বের) মধ্যে কুড়িটি আছল বা মূল বিষয় আছে। আবার ইহার প্রত্যেকটির জন্য চারিটি করে জরুরী মাছয়ালা আছে। এইভাবে অতি প্রাথমিক পর্যায়েই ইল্‌মে ক্বল্‌বের ভিতরে আশি প্রকারের ফরজ ও জরুরী মাছায়ালা আছে। এই ইল্‌ম বর্তমানে প্রায় সমগ্র দুনিয়া থেকেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিস্মৃতির অতলসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। এই বাংলাদেশেই কোটি কোটি লোক বর্ণিত ইল্‌ম সম্পর্কে খোঁজ-খবর, চিন্তা কিছুই রাখে না।

-ঃ ২নং ঃ-

অথচ কুরআন-হাদীস চার মাজহাবের ইমাম মোজতাহেদীনগণের প্রচারিত শিক্ষা ও অতীত যুগের পরলোকদর্শী ওলামায়ে কেরাম গণের ফতোয়া ইত্যাদি সর্ব পর্যায়ে দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ও মর্মানুযায়ী আজ থেকে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বের লিখিত পৃথিবী বিখ্যাত কিতাব এহইয়াউ উলূমিদ্দিনের ১ম খন্ড ২১ পৃষ্ঠায় লিখা আছে।

فالعلم بحدود هذه الامور وحقائقها واسبابها وعلامتها وثمراتها وعلاجها هو علم الاخرة وهو فرض عين - فى فتواى علماء الاخرة فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك فى الاخرة -

অর্থাৎ - অন্তরের আখলাক বা স্বভাবগুলির পরিচয়-তত্ত্ব, আসবাব-সমূহ (অন্তরে উৎপত্তির কারণ সমূহ) ফলাফল সমূহ এবং এ'লাজ বা চিকিৎসার ইল্‌ম, ইহা পরজগতের ইল্‌ম এবং উক্ত ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন। ইহার উপর (আজ থেকে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে) ধর্মীয় আলেমগণের ফতোয়া হইয়া গিয়াছে। অতএব, যাহারা উক্ত ইল্‌ম শিক্ষা না করিয়া বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে, তাহারা রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামীনের গজবে পরজগতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

-ঃ ৩নং ঃ-

তাছাওউফ অস্বীকার ও পরিত্যাগকারীদের সমস্ত আমল বন্দেগী বরবাদ, এমন কি ধর্মযুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিলেও দোজখ থেকে তাদের রেহাই নাই

হাদীসে আছে, সংক্ষেপে মূল কথা- যাহারা ইল্‌মে ক্বলব্‌ বা তাছাওউফ অর্জন না করিয়া বরং বিপরীত ভাবে রিয়া, হাছাদ ইত্যাদি কু-রিপু সমূহ অন্তরে পোষণ করিয়া শুধু জাহেরী আমল বন্দেগী করিতে থাকিবে, তাহাদের কোন আমল বন্দেগীই আল্লাহ্‌ কবুল করিবেন না।

-ঃ ৪নং ঃ-

বরং তাহাদের জীবনের সমস্ত নেক আমল সমূহ ভয়ংকর অগ্নি কাষ্ঠ রাশিকে ছাই ভস্ম-করিয়া দেওয়ার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিবে, এমন কি -

-ঃ ৫নং ঃ-

তাছাওউফ পরিত্যাগকারী লোকেরা উপরোল্লিখিত অবস্থায় অর্থাৎ অন্তরে রিয়া হাসাদ ইত্যাদি কুরিপু পোষণকারী অবস্থায় ধর্মযুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিলেও ময়দানে হাশরে মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে না। বরং তাহাদেরকে অধঃমুখে দোজখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং

-ঃ ৬নং ঃ-

তাছাওউফ পরিত্যাগকারী রিয়াকার আবেদদেরকে দোজখের মধ্যে এরূপ ভিষণ শাস্তির স্থান 'জুব্বুল হোজন' এর মধ্যে শাস্তি দেওয়া হইবে যাহার থেকে স্বয়ং দোজখই প্রত্যেক দিন আল্লাহ্‌র নিকট চারশত বার মুক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উপরোল্লিখিত তিন নাম্বার থেকে ছয় নাম্বার পর্যন্ত বর্ণনার প্রমাণে যথাক্রমে নাছায়ী শরীফ, আবুদাউদ শরীফ ও তিরমিজি শরীফ ইত্যাদি বহু হাদীছ গ্রন্থ এবং ফতোয়ায় ছিদ্দীকিয়া ২য় খন্ড দ্রষ্টব্য।

-ঃ ৭নং ঃ-

ইল্‌মে তাছাওউফ পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরা ধর্মীয় আইনে জাহেল শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর জাহেল ব্যক্তিদের থেকে ওয়াজ শুনা নিষেধ

মুসলিম ভাইসব ! **জখিরায় কারামত ও মাক্‌তুবাতে ইমাম রব্বানী কিতাবে লিখা আছে- মূলকথা-** যে ব্যক্তি শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহ্ ও ইল্‌মে তাছাওউফ এই উভয় শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তি শরীয়াতের আইনে আলেম ও ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া নহে, বরং মূর্খ বা জাহেল শ্রেণীভুক্ত। এই পর্যায়ের তাছাওউফ বিহীন নামধারী নাকেছ ধর্ম প্রচারক, নাকেছ বক্তা, নাকেছ পীর ও নাকেছ আলেমদের থেকে সহযোগীতা বর্জন করা ওয়াজিব এবং তাহাদের থেকে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করা ও ওয়াজ শুনা কিতাবে কড়াভাবে নিষেধ লিখা আছে।

-ঃ ৮নং ঃ-

তাছাওউফ বিহীন নাকেছ আলেমগণ ফাসেক শ্রেণীভুক্ত

খোলাছাতুত্তাফাছীর ১ম খন্ডের মুকাদ্দামা ও মেরকাত ইত্যাদি বহু কিতাবে লিখা আছে যে, ইমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন-

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق -

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ফিক্বাহ্ অর্জন করিয়াছে কিন্তু তাছাওউফ অর্জন করে নাই সে ব্যক্তি ফাছেক। আর যে ব্যক্তি উভয়টি অর্জন করিয়াছে সে ব্যক্তি কামেল মোমেন।

-ঃ ৯নং ঃ-

তাছাওউফ পরিত্যাগকারী অর্থাৎ অন্তরে হিংসা, অহংকার ইত্যাদি কু-রিপু পোষণকারী ব্যক্তিদেরকে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) পাকা টাট্টির সাথে মেছাল দিয়াছেন

❑ **একছীরে হেদায়াত কিতাবের ৪২৮ পৃষ্ঠায় আছে -**

جوشخص ظاهرکو اراسته اور باطن کو پلید اور گنده کهتا هی اوسکی مثال ایسی هی جیی سنداس -

অর্থাৎ - যে ব্যক্তি শুধু শরীয়াতে জাহেরা শিক্ষা ও আমল করে কিন্তু অন্তরকে কলুষিত রাখে অর্থাৎ তাছাওউফ হাছিল করেনা বরং অন্তরে হিংসা, অহংকার ইত্যাদি বদস্বভাব রাখে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাহাকে পাকা টাট্টির সাথে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার মিছাল বা দৃষ্টান্ত যেমন পায়খানার পাকা টাট্টি। অর্থাৎ বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগীর দ্বারা সাদাচুনার প্রলেপের ন্যায় নিজকে সুসজ্জিত করিয়াছে অথচ অন্তরের ভিতরে হিংসা রিয়া, অহংকার ইত্যাদি অসংখ্য শয়তানী বদস্বভাব। তাই তার ভিতর নাপাক।

-ঃ ১০নং ঃ-

-ঃ সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র পৃথিবীতে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা, অন্যায় ও ধ্বংস ইত্যাদির মূল কারণ তাছাওউফ পরিত্যাগ করা ঃ-

❑ **এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ১ম খন্ডের ২১ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -**

مغارس الفواحش ومنابت الاعمال المحظورة -

মূলঅর্থ ঃ- "ব্যক্তিগত" পারিবারিক জীবন থেকে নিয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী ব্যাপী সর্বস্তরে সর্ব প্রকার অশ্লীলতা, ধর্ম বিরোধী দুস্কার্য সমূহের অর্থাৎ যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, জুলুম, সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, অন্যায় ভাবে যুদ্ধ, বিশৃংখলা, পাপ ইত্যাদির মূল ও উৎপত্তিস্থল হইয়াছে অন্তরের কু-রিপুসমূহ। অর্থাৎ তাছাওউফ অর্জন না করিয়া বরং তাছাওউফ থেকে দূরে থাকাই উপরোক্ত সব কিছুর প্রধান কারণ।"

-ঃ ১১নং ঃ-

অতএব, মোট কথা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতের সর্ব প্রকার অধঃপতন ও সর্ব প্রকার ধ্বংসের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইল্মে তাছাওউফ অর্জন করা এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরে উহার ব্যাপক প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা অপরিহার্য কর্তব্য ও মহা জরুরী।

-ঃ ১২নং ঃ-

দোজাহানের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য তাছাওউফ হাছিল করা বিশেষ শর্ত এবং তাছাওউফ সম্পর্কে ইসলামী আইন কিতাবের ঘোষণা

❑ **ইসলামী আইন গ্রন্থ মুছাল্লামুছ-ছুবূত কিতাবের শুরুতে লিখা আছে -**

ان السعادة باستكمال النفس و المادة -

অর্থাৎ - দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মহা সৌভাগ্য অর্জন করা তাছাওউফ ও ফিক্বাহের পূর্ণতার উপর নির্ভরশীল।

-ঃ ১৩নং ঃ-

হৃদয় শুদ্ধি বা তাছাওউফ অর্জনকারীদের জন্য বেহেশ্‌তে সর্বউচ্চ স্থান

❑ **হাদীছ শরীফে আছে -**

ومن حسن خلقه بنى له بيت فى اعلى الجنة -

অর্থাৎ - নবী করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন - মূলকথা - যাহার অন্তরের আখলাক ভাল হইবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাছাওউফকে পূর্ণভাবে হাছিল করিবে, মহান আল্লাহ্‌ বেহেশ্‌তের সর্ব উচ্চস্থানে তাহার জন্য বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

-ঃ ১৪নং ঃ-

তাছাওউফ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কছম

❑ **সুরায়ে আশ্‌শামছের মধ্যে বহুবার কছম করিয়া আল্লাহ্‌ ঘোষণা করিয়াছেন -**

قد افلح من زكها وقد خاب من دسها -

❑ **মূলকথা -** যাহারা আত্মশুদ্ধি বা তাছাওউফ অর্জন করিবে, নিশ্চয় তাহারা দোজাহানের কামিয়াবী ও বেহেশ্‌ত উদ্যান লাভ করিবে।

❑ আর যাহারা অন্তরকে কলুষিত রাখিবে অর্থাৎ তাছাওউফ অর্জন করিবে না তাহারা অকৃতকার্য ও দোজখী হইবে।

-ঃ ১৫নং ঃ-

তাছাওউফ সম্পর্কে কুরআনের বিশেষ ঘোষণা

❑ **কুরআন শরীফের সূরা শুয়া'রার ৮৮, ৮৯ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়াছেন -**

الامن اتى الله بقلب سليم -

মূলকথা - সুস্থ হৃদয় সহকারে অর্থাৎ অন্তরের তাছাওউফ সহকারে আগমনকারী ব্যতীত কেহই ময়দানে হাশরে আল্লাহ্র দরবারে মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে না।

-ঃ ১৬নং ঃ-

তাছাওউফ সম্পর্কে বিশ্বনবীর বিশেষ সাবধান বাণী

❑ **বোখারী শরীফের ১ম খন্ডের ৪৭নং হাদীছে আছে -**

الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد
كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب -

অর্থাৎ - নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, হে আমার উম্মতগণ ! তোমরা সাবধান হও, নিশ্চয় মানুষের শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোস্ আছে, যখন ঐ গোস্তের টুকরাটা ভাল হয়, তখন সর্ব শরীরটাই ভাল হইয়া যায়, আর যখন **ঐ গোশ্তের টুকরাটা নষ্ট হইয়া যায়, তখন সর্ব শরীরটাই নষ্ট হইয়া যায়। সাবধান! ঐ গোস্তের টুকরাটাই হইল ক্বলব্ অর্থাৎ অন্তর।**

বিভিন্ন কিতাবের মাধ্যমে ইল্মে ক্বলব (ইল্মে তাছাওউফ) ফরজের প্রমাণ

-ঃ ১৭নং ঃ-

❑ **হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য শামী কিতাবের ১ম খন্ড ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -**

ان علم الاخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين -

মূলঅর্থ- নিশ্চয় ইখলাছ, ওজ্বো, হাছাদ, রিয়া ইত্যাদি অন্তরের সৎ ও অসৎ স্বভাব সমূহের ইল্‌ম অর্থাৎ ইল্‌মে ক্বল্‌ব বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন - [অর্থাৎ খালেছ ফরজ, জাতি ফরজ]

❑ **উক্ত কিতাবে আরো লিখা আছে -**

وازالتها فرض عين -

অর্থাৎ - তাছাওউফ অর্জন করা (অন্তর হইতে কু-রিপু সমূহ দূর করা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন।

প্রকাশ থাকে যে, فرض عين ফরজুন্ আইনুন্ এর শাব্দিক অর্থ- খালেছ ফরজ, জাতী বা মূল ফরজ। **[ফিরোজুল লোগাত দ্বিতীয় খন্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]**

-ঃ ১৮নং ঃ-

❑ **হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী কিতাবে ইল্‌মে ক্বলবের ব্যাখায় লিখা আছে -**

فرض كما استفيد عن ذالك لامندوبا -

❑ **মূলঅর্থ - আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌মে ক্বল্‌ব শিক্ষা করা ফরজ, মানদুব বা মুস্তাহাব নহে।**

-ঃ ১৯নং ঃ-

❑ **গায়াতোল আওতার কিতাবে লিখা আছে -**

اصل مين علم اخلاق فرض هى -

❑ **অর্থাৎ - প্রকৃত পক্ষে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ।**

-ঃ ২০নং ঃ-

❑ **দুর্‌রুল মুখ্‌তার কিতাবে লিখা আছে -**

ان تعلم العلم يكون فرض عين ..... فى الفقه وعلم القلب -

সংক্ষেপে মূলঅর্থ - নিশ্চয় আবশ্যক পরিমাণ ফিক্বাহ্‌ ও ইল্‌মে ক্বল্‌ব (ইল্‌মে তাছাওউফ) শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন।

-ঃ ২১নং ঃ-

চার মাজহাবের বিশেষ আলেমগণ ইল্‌মে ক্বলব শিক্ষা করা ফরজ বলিয়াছেন এবং তাঁহারা কামেল পীরের খেদমত করিয়াছেন

❑ **ফতোয়ায় ছিদ্দীকিয়ার ২য় খন্ডের ১১নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখা আছে -**

সংক্ষেপে মূলকথা- হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারও মাজহাবের বিশেষ আলেমগণ ইল্‌মে ক্বল্‌ব শিক্ষা করা ফরজ বলিয়াছেন এবং তাঁহারা কামেল পীরের খেদমত করিয়াছেন।

-ঃ ২২নং ঃ-

মুক্তির প্রধান পথ ইল্‌মে তাছাওউফ এবং উহা শিক্ষা করা ফরজ

❑ **জামেউল উছূল নামক কিতাবে আছে -**

اعلم ان العلم الباطن الذى هومن اعظم المنجيات....فرض عين-

অর্থাৎ - জানিয়া রাখ, নিশ্চয় ইল্‌মে তাছাওউফ মুক্তির প্রধান পথ, উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

-ঃ ২৩নং ঃ-

ইল্‌মে ক্বল্‌বের (তাছাওউফের) ফরজিয়াত, গুরুত্ব ও মর্তবা সম্পর্কে বিভিন্ন তাফছীর কিতাবের মাধ্যমে বর্ণনা

❑ **তাফছীরে মাজহারীতে ছুরায় তওবার ১২২ নং আয়াত “লিইয়াতা ফাক্কাহু ফিদ্দীন’ এর ব্যাখ্যায় লিখা আছে -**

اما العلم اللدنى الذى يسمون اهلها بالصوفية الكرام فهو
فرض عين -

অর্থাৎ - যেই ইল্‌মে লাদুন্নীর অধিকারীগণকে সম্মানীত ছূফী নামে অভিহিত করা হয় উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন। **[খালেছ ফরজ, জাতি ফরজ]**

-ঃ ২৪নং ঃ-

দেহের গুনাহের চাইতে কু-রিপুসমূহের গুনাহ শক্ত হারাম

❑ **উক্ত তাফ্ছীরে মাজহারীতে লিখা আছে-**

اشد تحريما من معاصى الجوارح -

অর্থাৎ - দেহের দ্বারা সম্পাদিত গুনাহের চাইতে অন্তরের কূ-রিপুর গুনাহ্ আরো শক্ত হারাম।

-ঃ ২৫নং ঃ-

জাহেরী ফরজের তুলনায় তাছাওউফ অর্জন করা অধিকতর সম্মানিত ফরজ

❑ **উপরোক্ত তাফছীরে মাজহারীতে আরো লিখা আছে -**

واهم افتراضا من فرائضها -

অর্থাৎঃ- দেহের দ্বারা সম্পাদিত জাহেরী ফরজ আমলের চাইতে অন্তরের কু-রিপু দূর করা **অর্থাৎ** তাছাওউফ অর্জন করা অধিকতর সম্মানিত ফরজ।

-ঃ ২৬নং ঃ-

তাফছীরে রুহুল বয়ান থেকে তাছাওউফের বর্ণনা

ছুরায়ে তাওবার "লিইয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফছীরে রুহুল বয়ানে লিখা আছে -

فيفترض على المؤمن علم احوال القلب -

অর্থাৎ - ঈমানদার ব্যক্তির উপরে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ।

-ঃ ২৭নং ঃ-

তাছাওউফ সব অবস্থায় দায়েমী ফরজ।

উক্ত তাফ্ছীরে রুহুল বয়ানে আরো লিখা আছে -

فانه واقع فى جميع الاحوال -

মূলকথা - রেজা, তাওয়াক্কুল, খাশিয়াত ইত্যাদি মুন্‌জিয়াত সর্বদার জন্য আয়ত্বাধীন করা ফরজ।

-ঃ ২৮নং ঃ-

ইল্‌ম ক্বলব্ শিক্ষা করা প্রত্যেক জামানায়, প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজে আইন।

উক্ত তাফ্ছীরে রুহুল বয়ানে "লিইয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ও "তলাবুল ইল্‌মে ফারিদাতুন আ'লা কুল্লি মুছলিমিও ওয়া মুছলিমাতিন" এই হাদীছের মর্মে লিখা আছে -

المعاملة القلبية اذفريضة علمها متحققة فى كل زمان ومكان فى كل شخص -

অর্থাৎঃ- ইল্‌মে ক্বল্‌ব (ইল্‌মে তাছাওউফ) শিক্ষা করা প্রত্যেক জামানায়, প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজে আইন বলিয়া হাদীছের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

-ঃ ২৯নং ঃ-

তাছাওউফ দেহের আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ ঃ

তাফছীরে রুহুল বয়ানে ছুরা আল-ইমরানের "ইয়াতাফাক্কারূনা ফি খাল্‌কিছ্ ছামাওয়াতি অল আরদে"। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে-

القلب اشرف من الجوارح فكان عمل القلب اشرف من عمل الجوارح -

অর্থাৎ - ক্বল্‌ব বা আত্মা বাহ্যিক দেহের চাইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব, ক্বল্‌বী আমল (তাছাওউফ) দেহের আমল ফিক্বাহের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

-ঃ ৩০নং ঃ-

ইল্‌মে তাছাওউফ ধর্মের এক বিশেষ ভিত্তি ঃ

সমস্ত হাদীছ সমূহের "মা" মূল হাদীছে জিব্‌রাঈলের ব্যাখ্যায় মাজাহেরে হক কিতাবে ১ম খন্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

جاننا جاهئی که مدار دین کا اوراسکی کمال کا فقه عقائد اور تصوف یرهی -

অর্থাৎ - প্রত্যেকের জানিয়া রাখা দরকার যে, ধর্মের ভিত্তি এবং উহার পূর্ণতা, ফিক্বাহ্, আক্বাইদ এবং তাছাওউফের উপর।

-ঃ ৩১নং ঃ-

ইল্‌মে ক্বল্‌ব বা তাছাওউফ অর্জনের জন্য উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কামেল পীর বা মোর্শ্বেদ তালাশ করাও ফরজ।

❑ **ফতোয়ায়ে ছিদ্দীকিয়ার ২য় খন্ডের ১০ পৃষ্ঠায় লিখা আছেঃ-** হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) আজ থেকে প্রায় নয়শত বৎসর পূর্বের কিতাব ছির্‌রুল আছরারের মধ্যে লিখিয়াছেন -

ولذالك طلب اهل التلقين لحيات القلب فرض -

অর্থাৎ - অন্তরকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যাবতীয় কু-রিপু হইতে মনকে পবিত্র করার জন্য তাছাওউফ তত্ববিদ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল মোর্শ্বেদ বা কামেল পীর তালাশ করা ফরজ।

-ঃ ৩২নং ঃ-

মুসলিম ভাইসব ! ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজিয়াত, জরুরাত, গুরুত্ব, মর্তবা ইত্যাদি সম্পর্কে আরো বহু কিতাবে উল্লেখ আছে, সংক্ষেপে আরো কয়েকখানা কিতাবের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

-ঃ ৩৩নং ঃ-

◈ মাজাকুল আরেফীন ◈ কিমিয়ায়ে সাআ'দাত ◈ একছীরে হেদায়াত ◈ জাদোত্তাকওয়া ◈ আশআ'তুল লুমআ'ত ◈ মুসলিম শরীফ ১ম জিল্‌দ হাদীছে জিব্‌রাঈলের ব্যাখ্যা ◈ তিরমিজী শরীফ ইল্‌ম অধ্যায় দ্বীনের ব্যাখ্যায় হাশিয়াতে ◈ তাকাশ্‌শুফ ◈ তা'লীমুদ্দীন ◈ কছ্‌দুছ ছাবীল ◈ রুহ্‌কি বিমারিয়া আওর উনুকা এ'লাজ ◈ তাফছীরে কাবীর, ছুরায়ে শু'আরার ব্যাখ্যা। ◈ কিতাবুল আরবা'ঈনা ফি উছুলিদ্দীন ইত্যাদি আরো বহু কিতাব।

-ঃ ৩৪নং ঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফের প্রতি ঈমান ও শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান

মুসলিম ভাইসব !

উপরোল্লিখিত দীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা ইল্‌মে ক্বল্‌ব ও তাছাওউফের যে কল্পনাতীত অপরিসীম **গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, তাকীদ ও বিশেষ ফলাফল ইত্যাদি** সম্পর্কে কুরআন, হাদীছ, তাফছীর, ফতোয়ার কিতাব ও বুজুর্গানে দ্বীনের অসংখ্য কিতাব ইত্যাদির মাধ্যমে পরিস্কার ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অত্যন্ত চিন্তা ও বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে, ইল্‌মে ক্বল্‌বের জন্য এরূপ **অপরিসীম তাকীদ ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আজ মুসলমান সমাজ হইতে সঠিক ইল্‌মে ক্বলব শিক্ষার ফরজিয়াত** ও উহার সঠিক রূপরেখা এবং অন্তরের কু-রিপু সমূহের তা'রীফ, আছবাব, আলামাত ও এ'লাজ ইত্যাদির শিক্ষা সম্পর্কে আজ শুধু একজন নয়, দুইজন নয় বরং অত্র বাংলাদেশেই **প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষিত, আধুনিক শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত আম জনসাধারণ** এই সর্ব কিছিমের কোটি কোটি মুসলমানই প্রায় সম্পূর্ণরূপে বে-খবর।

তাই এ অবস্থায় উপরোক্ত লোকদের ধর্মের পূর্ণাংগ শিক্ষা ও আমলের দিকদিয়া খাঁটি বা কামেল হওয়াতো দূরের কথা পূর্ণাংগ দ্বীন ইসলামের প্রতি সত্যিকার ভাবে পূর্ণাংগ ঈমান তৈরী হইতেছে না। যদি ধর্মের কোন গুরুত্বপূর্ণ ফর্‌জে আইন সম্পর্কে কোন চিন্তা, খবর ও কল্পনাই না থাকে বরং উক্ত বিষয় সম্পর্কে আরো বিপরীত ভুল ধারণা থাকে, তবে সে অংশের প্রতি ঈমান তৈরি হয় কি করিয়া ? বরং উক্ত অবস্থায় যতই বলা হউক যে আমরা দ্বীন ইসলাম গ্রহণকারী কামেল মোমেন মুসলমান, কিন্তু **প্রকৃত পক্ষে উক্ত অবস্থায় সত্যিকারের দ্বীন বা ইসলাম ধর্মকে সঠিক ও পূর্ণ ভাবে কবুলই করা হয় না।**

অতএব, বর্ণিত পর্যায়ের সকলের প্রতি আল্লাহ্ ও রাছুল (ছঃ) এর পক্ষ হইতে বিশেষ আহ্বান জানাইতেছি যে, আপনারা যে ভাবে ইসলাম ধর্মের জাহেরী অংশ নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, জিকির, দোয়া-দুরূদ, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস আনিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও আমলের জন্য চেষ্টা সাধনা করিতেছেন- ঠিক তদ্রুপ ভাবে কুরআন-হাদীছের আমলী মাছয়ালাসমূহের বাকী অর্ধাংশ ইল্‌মে ক্বল্‌ব বা তাছাওউফের ফরজিয়াত ও সঠিক রূপরেখার প্রতি কিতাবী ধারায় ছাহাবায়ে কেরামগণের তরীকায় **ঈমান আনয়ন করুন এবং শিক্ষা ও আমলের জন্য চেষ্টা সাধনায় রত হউন।**

মুসলিম ভাইসব! আরো আহ্বান জানাইতেছি যে, পূর্ণাংগ দ্বীন বিশেষ করে বর্ণিত ইল্‌মে ক্বল্‌বকে পৃথিবী ব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য ছাহাবায়ে কেরামদের ত্বরীকায় পর্ণ ভাবে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আগাইয়া আসুন।

কারণ পরজগতের মুক্তির জন্য ইহাও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ফরজ দায়িত্ব।

-ঃ ৩৫নং ঃ-

তাছাওউফের জরুরী ইল্‌ম

শামী কিতাবের ১ম খন্ড ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে - ইজালাতুহা ফরজুন আইনুন অলা ইউমকিনু ইজালাতুহা ইল্লা বিমা'রিফাতী হুদুদিহা ওয়া আছ্‌বাবিহা ওয়া আ'লামাতিহা ওয়া ই'লাজিহা **অর্থাৎ** - দেল হইতে কু-রিপু বা অসৎ স্বভাবসমূহ দূর করা (তাছাওউফ অর্জন করা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত অহংকার, হিংসা, রিয়া, বখিলী ইত্যাদি অন্তরের কু-রিপু বা অসৎ স্বভাব সমূহের-তা'রীফ (পরিচয়), আছবাব (কারণ সমূহ), আলামত (চিহ্নসমূহ) এবং এ'লাজের (চিকিৎসার) ইল্‌ম অর্জন না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কু-রিপুগুলি বা অসৎ স্বভাবগুলি অন্তর হইতে দূর করা সম্ভব হইবে না।

আজ থেকে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বের লিখিত কিতাব এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীনের ১ম খন্ডের ২১/২৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

মূলঅর্থ - অন্তরের আখ্‌লাক বা স্বভাবসমূহের বর্ণিত তা'রীফ, আছবাব, আলামত ও **এ'লাজের ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন।** ইহার উপর (প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে) ধর্মীয় আলেমগণের ফতোয়া হইয়া গিয়াছে।

অতএব, যাহারা উপরোল্লিখিত ইল্‌ম শিক্ষা না করিয়া বরং উহা হইতে মুখ ঘুরাইয়া রাখিবে তাহারা রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌র গজবে পরজগতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

মুসলমান ভাইসব ! আপনারা নিরপেক্ষ মনে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, উপরোল্লিখিত জরুরী ও ফরজ ইল্‌ম আপনাদের শিক্ষা হইয়াছে কি না ? যদি উক্ত ইল্‌ম শিক্ষা বাকি থাকিয়া থাকে, তবে কোন রকম কাল বিলম্ব না করিয়া ও গাফলতী না করিয়া উক্ত ফরজ ইল্‌ম হাছিলের জন্য অত্র কিতাবে লিখিত যে কোন তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হইয়া শিক্ষা হাছিলের জন্য চেষ্টা সাধনায় রত হউন।

-ঃ ৩৬নং ঃ-

ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফজীলত

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে - ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষায় রত থাকা অবস্থায় যদি কাহারো মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তির কবরে দুই জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, অতঃপর দীর্ঘ কেয়ামত পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে উক্ত দুই ফেরেশতা (অর্থাৎ উক্ত দুইজন ফেরেশতার তত্ত্বাবধানে অতীত কালের একজন নবী ও আর একজন নায়েবে নবীর রুহ) রুহানী অবস্থায় বাকী ইল্‌ম শিক্ষা দিতে থাকিবেন।

অতঃপর কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ময়দানে হাশরে আলেম ও আরেফ হিসাবে উঠাইবেন।

রাছুলে করীম (ছঃ) আরো ফরমাইয়াছেন- দ্বীন ইসলামকে জিন্দা করার নিয়তে যদি কেহ ইল্‌ম শিক্ষায় রত হয় এবং উক্ত অবস্থায় যদি সেই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বেহেশ্‌তের ভিতরে সেই ব্যক্তি ও নবীগণের মধ্যে শুধুমাত্র একটি দরজার ব্যবধান থাকিবে।

হাদীছে আরো আছে- "মাই ইউরিদিল্লাহুবিহি খাইরান ইউফাক্কিহ্‌হু ফিদ্দীন" **অর্থাৎ - রাছুলে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন - আল্লাহ্‌ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের ইল্‌ম দান করেন। [বুখারী শরীফ দ্রষ্টব্য]**

-ঃ ৩৭নং ঃ-

কিতাবী শর্তবিশিষ্ট নায়েবে রাছূলের দরবারে ইল্‌ম হাছিল করার উদ্দেশ্যে নেক নিয়তে হাজির হওয়ার মর্তবা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে - রাছুলে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন- **মূলকথা -** কুরআন, হাদীস ও ফিক্বাহ্-তাছাওউফ তত্ত্ববিদ কোন হক্কানী আলেম নায়েবে রাছুলের দরবারে ইল্‌ম হাছিল করার নিয়তে হাজির হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাহাকে এক হাজার রাকাত নামাজ, এক হাজার রোগীর সাথে সাক্ষাত ও এক হাজার জানাজার নামাজে শরীক হওয়ার যে বিরাট ছওয়াব ও মরতবা তার চাইতেও বেশী ছওয়াব ও বেশী মরতবা দান করেন।

[এহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দীন ও জখিরায় কারামত কিতাব গং দ্রষ্টব্য]

হযরত নবী করীম (ছঃ) আরও ফরমাইয়াছেন - মূলকথা - যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তি (শিক্ষার্থী) কোন খাঁটি আলেম, নায়েবে রাছূলের দরবারে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তবে উক্ত ব্যক্তির প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা এক বৎসরের বিরামহীন নফল বন্দেগীর সওয়াব তার আমলনামায় লিখিয়া দেন এবং বেহেশ্‌ত উদ্যানে এক একটি শহর নির্মান করার ব্যবস্থা করেন।

[তাফ্‌ছীরে রুহুল বয়ানের ১ম খন্ডের ১০৩নং পৃষ্ঠা, ৩য় খন্ডের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

-ঃ ৩৮নং ঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم

সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য ইল্‌মে ক্বলব্ শিক্ষার মাদ্রাসা

মুসলিম ভাইসব ! পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের জাহেরী অংশ ❑ ফিক্বাহের শিক্ষার জন্য ক্বারিয়ানা, হাফেজিয়া, আলীয়া ও দেওবন্দ রুলে হাজার হাজার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ❑ এক নামাজের জন্যও লক্ষ লক্ষ মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে ❑ অন্যদিকে চিশ্‌তিয়া, কাদরিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ত্বরীকার নফল জিকির, অজীফা, দো'য়া ও দুরূদ, লতীফার ছবক, ধ্যান-মোরাকাবা, তাছ্‌বীহ ইত্যাদির জন্যও লক্ষ লক্ষ

খানক্বাহ ও জিকিরের দরবার রহিয়াছে ❑ এছাড়াও অস্থায়ী দুনিয়ার উন্নতি কল্পে লক্ষ লক্ষ দুনিয়াবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে; কিন্তু অত্যন্ত চিন্তা ও আফছূছের বিষয় যে, কুরআন-হাদীছের আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ ইল্‌মে ক্বল্‌ব বা ইল্‌মে তাছাওউফ, এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন শিক্ষার জন্য কোন মাদ্রাসা বা শিক্ষার কেন্দ্র তৈয়ার হয় নাই। ইহা একটি কল্পনাতীত বড় রকমের অভাব। তাই এই বিরাট অভাব দূর করার জন্য বরিশাল জিলাধীন দ্ধল নিবাসী মরহুম নায়েবে রাছুল মুজাদ্দিদে আ'জম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) ছাহেব এই বাংলাদেশে আল্লাহ্‌র খাছ মেহেরবাণীতে ইলমে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য কিছুসংখ্যক তাছাওউফ স্বতন্ত্র মাদ্রাসা ও কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং এখনো উক্ত ব্যাপারে আমরা সাধ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা চালাইয়া যাইতেছি। অতএব যাহারা -

- **টাইটেল, দাওরা ইত্যাদি পাশ করিয়াছেন অথবা**
- **স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি পাশ করিয়াছেন,**
- **অথবা যাহারা কোন বিদ্যাই শিক্ষা করেন নাই,**
- **আর যাহারা পীর, বক্তা, ধর্ম প্রচারক ইত্যাদি সাজিয়াছেন,**

অথচ সঠিক ইল্‌মে ক্বল্‌বের খোঁজ পান নাই, শুধু নফল জিকির অজীফা, দো'য়া দুরূদ, তাছবীহ্‌ ইত্যাদিকে ইল্‌মে ক্বল্‌ব মনে করিয়া ভুলে পতিত হইয়াছেন আপনাদের সকলকে এবং **দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে নিয়া সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সর্বস্তরের লোকদেরকে আহ্বান জানাইতেছি যে, আপনারা ইল্‌মে ক্বল্‌ব বা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য নিম্নলিখিত যে কোন তাছাওউফ মাদ্রাসা বা শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।**

সর্বশ্রেণীর লোকদের সুবিধার্থে বৎসরে দুইবার, তিনদিন তিনদিন করিয়া ছয়দিন এবং দুই বৎসরে চারবারে বারোদিনের ক্লাস ফরজ শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক। শিক্ষক খরচ ও ছাত্রদের খোরাকী খরচ ছাত্রদের বহন করিতে হইবে। **পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা ৩০ খানা, ফরজ ইল্‌মের মৌখিক পরীক্ষায় পাসের নাম্বার শতকরা একশত।**

পরিপূর্ণ দ্বীন বিশেষতঃ বিলুপ্ত ইল্‌মে তাছাওউফ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন

"ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ"

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লিখক

নায়েবে রাছুল মুজাদ্দিদে আ'জম পীরে কামেল আলহাজ্ব শাহ ছূফী

মাওলানা মোহাম্মাদ হাতেম আলী (রহঃ)

এর বাংলা ভাষায় লিখিত কিতাব

কিতাবের নামসমূহ

মূল্য তালিকা

১।	পবিত্র কুরআনের (মৌলিক শিক্ষার) বাংলা তাফ্‌ছীর ৫ম পারা পর্যন্ত (বাকী যন্ত্রাস্থ)	২৫০
২।	শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম	১২০
৩।	তাছাওউফ শিক্ষা (১৫ খন্ড একত্রে)	২৫০
৪।	ইসলাম শিক্ষা (২ খন্ড) প্রতি খন্ড	২০
৫।	ইজহারে হক (৭ খন্ড) প্রতি খন্ড	২০
৬।	তাবলীগ (৫ খন্ড) প্রতি খন্ড	২০
৭।	আহ্‌ওয়ালে আখেরাত	৬০
৮।	পর্দা	২৫
৯।	মানচিত্রের ধারায় অকল্পনীয় সহজ পন্থায় পবিত্র কুরআন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা	৬০
১০।	দুরমুজ চূর্ণ বা রদ্দে দুরমুজ	২০
১১।	বন্দেগী ১ম খন্ড	৫০
১২।	ইছলাহে ক্বলব	১৫
১৩।	সত্য প্রকাশ বা ধুম বিনাশ পুস্কিার প্রতিবাদ	১৫
১৪।	মির্জাপুরের বাহাছ	২০
১৫।	ফিক্বাহ্‌ শিক্ষা-ইবাদাত ও মোয়ামালাত খন্ড	৩০০
১৬।	রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র (৯ খন্ড)	২০

১৭। মাজহাব কি এবং কেন ? **লিখক-** আল্লামা শাহ্ মোঃ আবদুল অদুদ ছাহেব... ৩০
১৮। আহ্ওয়ালে আখেরাত (২য় ও ৩য় খন্ড) ....
লিখক- আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব ৪০
১৯। রদ্দে কাদিয়ানী - **লিখক-** আল্লামা শাহ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব ১০
২০। বাংলা মোলাখ্খাছ (মিলাদ-কিয়াম) **লিখক-** আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব ১৫
২১। ফরজ নামাজের পরে দোয়া - **লিখক-** আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব ১৫
২২। নাস্তিকতার প্রতিবাদ - **লিখক-** আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব ... ১৫
২৩। ইলমে কলবের পূণর্জীবন ও বিশ্ব অভিযান - **লিখক**- আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেব ২০
২৪। পূর্ণাংঙ্গ দ্বীনের সঠিক রূপরেখা ও মুক্তির আহ্বান **লিখক-** আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেব ১৫
২৫। ইছলাহে নফছ -**লিখক-** আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেব ১৫
২৬। ইছলাম শিক্ষা (৩য় খন্ড)-**লিখক-** আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেব ১৫
২৭। তাছাওউফ শিক্ষার দাওয়াত ও মাদ্রাসা -
লিখক- আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেব ১০
২৮। এগারো দফা মিথ্যা আক্রমণের চূড়ান্ত প্রতিবাদ
লিখক- আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেব ২০
২৯। সাবধান বানী ও তাওবার আহবান
লিখক- আল্লামা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকুর ছাহেব ২৫
৩০। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপরেখা
লিখক- বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ডাইরেক্টর মোঃ এনায়েত আলী ছাহেব ৬০
৩১। স্বামী-স্ত্রী সুখি হওয়ার নীতিমালা লিখক– মুফতি শাহ্ সাইফুল্লাহ সাহেব ৩০
৩২। মানবজাতীর মুক্তি ও উন্নতির পথ মূল ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) অনুবাদ ও সম্পাদনায় হাফেজ মাওঃ ইউসুফ ইবনে ইসহাক ১৬০

প্রাপ্তিস্থানঃ দুধল তাছাওউফ লাইব্রেরী- পোঃ দুধল মাদ্রাসা, উপজেলাঃ বাকেরগঞ্জ, জিলাঃ বরিশাল।
ঢাকা রাজধানী শহরে- ৩৯/৪০, কাপ্তান বাজার, পূর্ণাংগ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা।
মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা- পোঃ নিকলী দামপাড়া, উপজেলাঃ নিকলী, কিশোরগঞ্জ।